CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 3 February, 2020 ■ আগরতলা, ৩ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ১৯ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বীরগঞ্জে মহিলাকে বর্বরোচিত নির্যাতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। আবারও বর্বরোচিত নির্যাতনের শিকার এক মহিলা। প্রকাশ্যে মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধর করা হয়েছে। এলাকার প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন মহিলা একত্রিত হয়ে ওই মহিলাকে মারধর করা হয়। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বীরগঞ্জ থানার অধীন দেববাড়ি এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

একটা সময় রাজ্যে নারী গঠিত অপরাধ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পায়। দেশের মধ্যে প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা প্রথম স্থান দখল করে। রাজ্যের বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠার পর নারীগঠিত অপরাধের লাগাম টানার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তাতে সাফল্যও আসে। কিন্তু সরকারের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে একাংশ লোক এখনও সক্রিয় ভুমিকা পালন করছে। আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে তারা। যার জলন্ত উদাহরণ অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ থানার অধীন দেববাড়ি এলাকায় এক মহিলাকে প্রকাশ্যে বেধড়ক ভাবে মারধর করার ঘটনা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় এলাকায় শনিবার মহিলা সংক্রান্ত একটি ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার রেশ ধরেই এলাকার কিছু মহিলা নির্যাতিতাকে নিজ ঘর থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে মারতে মারতে খোলা আকাশের নিচে স্কুল মাঠে নিয়ে আসে। সেখানে বেধড়ক ভাবে ঐ মহিলাকে মারধর করা হয়। সকলের সম্মুখে এক প্রকার অর্ধনগ্ন করে ঐ মহিলার উপর নির্যাতন চালানো হয়। কিল, ঘুষি, লাথি যে যার মতো করে ঐ মহিলার উপর নির্যাতন চালায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল মহিলা ও পুরুষ মিলে প্রায় ৫০ জন। সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেও কেউই ঐ মহিলাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্যাতিতা শনিবার রাতে বিরগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার বোন। বীরগঞ্জ থানায় দায়ের করা মামলাটি হয়েছে আইপিসির ৪৫৭, ৩২৫, ২৩৯, ৫০৬ এবং ৩৪ ধারা মোতাবেক। তবে এখনো পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন মহলে নিন্দার ঝর বইছে।

দাবি উঠছে ঘটনার সঠিক তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের। অভিজ্ঞ মহলের মতে নির্যাতিতার যদি কোন অপরাধ থেকে থাকে তবে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে যারা আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে তারা আইনের চোখে বড় অপরাধী। আবার যারা দাড়িয়ে দাড়িয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে তারাও আইনের চোখে অপরাধী। তাই তাদের সকলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

এদিকে, বর্তমানে ওই মহিলা গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে আগামীকাল তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নন। আগামীকাল তিনি এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, এই ধরনের বর্বরোচিত ঘটনা এরাজ্যে নতুন নয়। এর আগেও বহু মহিলাকে বিবস্ত্র করে প্রকাশ্যে মারধর করা হয়েছে। এমনকি খুনও করা হয়েছে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল পূর্ব রাঙ্গামটি এলাকাতে। ওই ঘটনায় মহিলাকে গাছে সাথে বেঁধে এলাকার লোকজন বেধরক মারধর করেছিল। ২০১৪ সালে আগরতলায় টাটা কালীবাড়িতে এক মহিলাকে প্রকাশ্যে বেধে মারধর করা হয়। এছাড়াও বিশালগড়, সোনামুড়া ইত্যাদি স্থানেও মহিলার উপর বর্বরোচিত নির্যাতন চালানো হয়েছিল। রাজ্যে একের পর এক এই ধরনের নির্যাতনের ঘটনায় বিভিন্ন মহল থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জরুরী ভিত্তিতে এক হাজার মাস্ক কিনল স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর জরুরী ভিত্তিতে এক হাজার মাস্ক কিনছে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায়। স্টেট নোডাল অফিসার ডাক্তার রাধা দেববর্মা জানিয়েছেন,আগামী কালকের মধ্যেই এই মাস্ক রাজ্যে চলে আসার কথা। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক এবং নার্সদের কথা মাথায় রেখেই এই মাস্ক আনা হচ্ছে। চিকিৎসক সহ অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীরাই সরাসরি রোগীদের সংস্পর্শে আসেন। এছাড়া আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর এবং আখাউড়া সীমান্ত চেক পোস্টে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের সুরক্ষার জন্যও কিছু সংখ্যক মাস্ক দেওয়া হবে।

ডাক্তার রাধা দেববর্মা জানান আজই দিল্লী থেকে রাজ্যে এসেছে দুটি ইনফ্রারেড থার্মোমিটার। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে রাজ্যকে এই দুইটি থার্মোমিটাব দেওয়া হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ডাক্তার সত্যজিৎ সেন এই দুটি থার্মোমিটাব. নিয়ে এসেছেন আগরতলায়। একটি দেয়া হয়েছে আখাউড়া সীমান্তে এবং অন্যটি আগরতলা বিমান বন্দরে। এই থার্মোমিটার দিয়ে দূর থেকেই মাপা যায় শরীরের তাপমাত্রা। কেউ জ্বর আক্রান্ত কিনা তা তার শরীর না ছুঁয়েই বলে দেয়া সম্ভব। আখাউড়া সীমান্তে এবং বিমান বন্দরে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে যে স্ক্রিনিং ডেস্ক বসানো হয়েছে সেখানকার স্বাস্থ্যকর্মীরা আজ থেকেই থেকেই এই থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছেন।

ডাক্তার দেববর্মা দাবী করেছেন যে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্যে ত্রিপুরার বাইরে থেকে যারা আসছেন তাদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর জানতে পেরেছে সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে আগরতলায় আসা দুজন ব্যক্তি আগরতলায় আসার আগে নেপালে গিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের খোঁজ করেন। তারা যে হোটেলে ছিলেন সেখানে গিয়ে জানা যায় যে তারা হোটেল ছেড়ে দিয়েছেন। হোটেলের কর্মীদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে জ্বর বা সর্দি হলে স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে সাথে সাথেই যোগাযোগ করা হয়।

রাজ্যের এক মেরিন ইঞ্জিনীয়ার যুবক সম্প্রতি চিনের কোন এক বন্দরে গিয়েছিলেন। যদিও তিনি জাহাজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় প্রচুর বিলেতী মদসহ ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল আমবাসা থানার পুলিশ। শনিবার বিকেলে আমবাসা ব্রিজের সামনে টিআর ০৪ ডি ০৪১৫ নম্বরের একটি অল্টো গাড়ি থেকে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণে বিলিতি মদ উদ্ধার করে পুলিশ। আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর নেতৃত্বে চালানো হয় অভিযান। সাথে দুই জনকে আটক করা হয়। জানা যায় পানিসাগর থেকে গন্ডাছড়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এই বিলিতি মদ গুলি। মোট ৩৮৬ বোতল মদ উদ্ধার করা হয়, যার বাজার মূল্য আনুমানিক ২০ হাজার টাকা।

ট্রিপার ট্রাক পিষে মারল পথচারীকে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল শিশুপুত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর/চড়িলাম, ২ ফেব্রুয়ারি।। পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসের বলি হল দুজন। একজন ট্রিপার ট্রাকের ধাক্কায় এবং অন্যজন বাসের ধাক্কায়। সংবাদে প্রকাশ, বেপরোয়া টাটা ট্রিপার কেড়ে নিল এক তরতাজা যুবকের প্রান। ঘটনা চন্ডিপুর ব্লকের অধীন ছনতৈল গ্রাম পঞ্চায়েত হালাই বস্তি এলাকায়। এলাকাবাসী বেপরোয়া ট্রিপার ও ড্রজারটিকে আটক করে কৈলাশহর থানার হাতে তুলে দেয়। মৃত যুবকের নাম গৌতম বাহাদুর রায়, পেশায় দিনমজুর।

জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন যাবৎ স্থানীয় আশা ব্রিক কনস্ট্রাকশন এবিসি-এর ইট ভাট্টার জন্য হালাই বস্তি এলাকা থেকে মাটি নিচ্ছিল ইটভাট্টার গাড়ি ও ড্রাজার। স্থানীয় এলাকাবাসীরা বেশ কয়েকবার বাধা দেওয়া সত্বেও কোন কাজ হয়নি ইটভাট্টার মালিক নিজ ক্ষমতাবলে এই এলাকায় অনুপযুক্ত ও অপ্রশস্ত গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে ভারী যানবাহন চলাচল করার ছিল। আজ সকাল দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে গ্রামের দোকানে আলু কিনতে যায় গৌতম বাহাদুর প্রায়। আলু কিনে বাড়ি ফেরার পথে বেপোরোয়া টিআর০২ এইচ১৬৪৬ নাম্বারের টাটা টিপার গাড়িটি গৌতমকে পিষে দেয়। স্থানীয় এলাকাবাসী ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে সাথে সাথে ড্রজার ও ট্রিপার গাড়িটি আটক করলেও চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পরবর্তী সময়ে কৈলাশহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গৌতম বাহাদুর রায়ের দেহ উদ্ধার করে উনকোটি জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়না তদন্ত করার জন্যে। পুলিশ গাড়ি দুটিকে কৈলাসহর থানা হেফাজতে নিয়ে আসে। গৌতম বাহাদুর রায় অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের পেশায় দিনমজুর পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। প্রাথমিকভাবে জানা যায় গাড়ি দুটি আশা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন এর নিজস্ব। এলাকাবাসী এ ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেরলে আবারও মিলল করোনাভাইরাস ঃ স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি ও তিরুবনন্তপুরম, ২ ফেব্রুয়ারি।। ভারতে ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে নোবেল করোনাভাইরাস। কেরলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এক ছাত্রের সন্ধান ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। রবিবার কেরলে ফের মিলল করোনাভাইরাসের সন্ধান। কেরলের এক ব্যক্তির শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে রবিবার জানানো হয়েছে, কেরলে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় পজিটিভ উপসর্গ ধরা পড়েছে। ওই রোগী চিনে গিয়েছিলেন, এমন রেকর্ডও রয়েছে। তাঁকে একটি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে আরও জান জানানো হয়েছে, ওই রোগী শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, চিকিতকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের প্রথম সন্ধান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পার্কে ফস্টিনস্টি করে পালিয়ে গেল যুবক, মদ্যপ মহিলা ও নাবালিকা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যের বিভিন্ন পার্ক গুলিতে কিভাবে অসামাজিক কাজ চলে তা ফের একবার প্রকাশ্যে আসলো রবিবারের ঘটনার ফলে। এইদিন উদয়পুরের ছনবন এলাকার দুই যুবক এক নাবালিকা ও এক মহিলাকে নিয়ে সাব্রুম মহকুমার কালাপানিয়া পার্কে ঘুরতে যায়। তবে নাবালিকার বক্তব্য থেকে দুই যুবক ও মহিলার উদ্দেশ্য নিয়ে জনমনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

কালাপানিয়া পার্কে যাওয়ার পর এক যুবক ও মহিলা পার্কের অভ্যন্তরে হাল্কা জঙ্গলে চলে যায়। সেখানে তারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। দীর্ঘ সময় জঙ্গলের অভ্যন্তরে অসামাজিক কাজ চালানোর পর তারা সেখান থেকে আসে। পরবর্তী সময় চারজন পার্কের অদূরে একটি হোটেলে যায়। সেখানে ঐ মহিলা ও এক যুবক মদ্যপান করে। তারপরই তাদের মাতলামি শুরু। বাড়ি ফিরার উদ্দেশ্যে তারা ভাড়া করা গাড়িতে করে পুনরায় উদয়পুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কিন্তু গাড়ির অভ্যন্তরে ঐ মহিলা ও যুবকের মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে বিবাদ হয়। তারপর শহিদ ধনঞ্জয় পার্কের অদূরে সাব্রুম-আগরতলা জাতীয় সড়কে নাবালিকা ও ঐ মহিলাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় দুই যুবক। স্থানীয়দের নজরে পড়ে বিষয়টি।

সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় জোলাইবাড়ি ফাঁড়ি থানার পুলিশকে। দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। কিন্তু ঐ মহিলা রাস্তার পাশে কোথাও গা ঢাকা দেয়। পরবর্তী সময় মহিলা ফের প্রকাশ্যে আসে এবং রাস্তার উপর মাতলামি শুরু করে। তখন স্থানীয়রা পুনরায় পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ পুনঃরায় ঘটনাস্থলে গিয়ে ঐ মহিলাকে মদমত্ত অবস্থায় উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে নাবালিকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বাজেটকে জনমুখী ও যুগান্তকারী বলল প্রদেশ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ। রবিবার বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় বাজেটকে জনমুখী, কল্যাণকামী ও যুগান্তকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেন্দ্রীয় বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, দেশ যখন আর্থিক সংকটের মুখে এবং নানা সমস্যার মধ্যে রয়েছে ঠিক সেই সময়ে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এক চমকপ্রদ বাজেট প্রস্তাবে দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন।

শ্রীভট্টাচার্য্য আরও বলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামন বাজেট প্রস্তাবে উৎপাদনকারীদের

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেপির প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

সবচেয়ে বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন। উৎপাদন ছাড়া দেশ যে এগিয়ে যেতে পারে না কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন। দীর্ঘ ৭০ বছরে দেশের পুর্বতন কোন অর্থমন্ত্রী এ ধরনের দিশা দেখাতে পারেননি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সীতারামনের নতুন দিশা দেশকে প্রকৃত অর্থেই উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। ক্ষুদ্র মাঝারী ও বৃহৎ শিল্পপতিদের প্রতি বাজেটে সমদৃষ্টি দেখানো হয়েছে। বাজেট প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক স্তরে দেশকে তুলে ধরতে চেষ্টাও করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেট দেশকে সঠিক দিশায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য।

বাজেটকে জনমুখী আখ্যায়িত করে বিজেপির রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য প্রসেনজিত চক্রবর্তী বলেন, এই বাজেট দেশের কৃষকসহ সকল স্তরের উৎপাদনকারীদের নতুন পথের দিশা দেখাবে।

গ্যাস ও তেল সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সচেতনতা র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি ।। গ্যাস ও তেল সাশ্রয়ের আহ্বান জানিয়ে ওএনজিসি ত্রিপুরা অ্যাসেটের পক্ষ থেকে রবিবার এক র‍্যালি সংগঠিত করা হয়। র‍্যালির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ওএনজিসির এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবিভিপির রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। কোন কাজের প্রতি একাগ্রতা না থাকলে তা সফল হতে পারে না। তাঁর জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার। সেই প্ল্যাটফর্ম দেয় এবিভিপি। ব্যক্তি কুৎসার প্রয়োজন নেই। সফল ব্যক্তির কাছে সেই সমস্ত মানুষ নিজে থেকেই নত হয়ে যায়। সমাজের কিছু খারাপ মানসিকতার জন্যই মানুষ নিঃস্ব হয়ে যায়। কিন্তু সে কারণে বিদ্বেষের মধ্যে নিজেকে সামিল করলে হবে না।

একজন মানুষের কাছে সব চাইতে বড় শক্তি তাঁর অভিভাবক। তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখুন। সকলকে মনে রাখতে হবে দেশ সর্বোপরি। এরপর সমাজ, পরিবার, ব্যক্তি। সেই দেশের সাচ্চা নাগরিক। রবিবার রাজধানীর নজরুল কলাক্ষেত্রে অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদের ২২ তম প্রদেশ অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন সমাজ কর্মী সাগর রেড্ডী। তিনি আরো বলেন সিএএ, এনআরসি ও এনপিআর নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে এবিভিপির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনপিআরের বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে প্রচারে নামবে সিপিএম, ৪৮ দিনের কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারি ।। এনপিআরের বিরুদ্ধে ঘরে ঘরে প্রচারে শামিল হবে বিরোধী দল সিপিআইএম। আগামী পয়লা এপ্রিল থেকে ত্রিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঘরে ঘরে গিয়ে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। আরএসএস পরিচালিত নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের এনপিআর সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যায়িত করেছে সিপিআইএম। এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহকারীদের কোন ধরনের সহযোগিতা না করার আহ্বান জানিয়েছে দল। রবিবার সিপিআইএম-এর রাজ্য সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস। সিপিআইএম রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যাপক প্রচার আন্দোলনে শামিল হওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে।

ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণকে সমবেত করে লড়াই সংগ্রাম জোরদার করার মধ্য দিয়ে

সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ ও প্রাক্তন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া। ছবি নিজস্ব।

সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে দল। রবিবার দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে গিয়ে রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস বলেন, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অস্তিত্ব নেই। খুন, সন্ত্রাসের ঘটনার ক্ষেত্রেও পুলিশ মামলা নিচ্ছে না। বিগত ২৩ মাসে এই রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে কোণঠাসা করতে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। রাজ্যের উন্নয়নের অন্যতম রূপকার প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। রাজ্যের জনগণ এর যোগ্য জবাব দেবেন।

তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সে কারণেই পুলিশ বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট পর্যন্ত জমা দিতে পারছে না। কেন না বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সপক্ষে কোন ধরনের তথ্য প্রমাণ পুলিশের হাতে নেই। এ ধরনের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। বর্তমান সরকার এডিসির আসন সংখ্যা বৃদ্ধির যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে তারও তীব্র বিরোধিতা করেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক। তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ১১৫ ◻ ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ইং ◻ ১৯ মাঘ ◻ সোমবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

শিক্ষায় দায়িত্বহীনতা

শিক্ষা দপ্তরের কথা অমৃত সমান। এই দপ্তরটির হাল অবস্থা কী ভয়ানক তাহা একটিমাত্র ঘটনাতেই চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। রাজধানী আগরতলার গা ঘেঁসিয়া থাকা রানীরবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ঐতিহ্যশালী তাহা রাজ্যের শিক্ষানুরাগী মাত্রেই জানেন। শনিবার দুইজন ছাত্রকে স্কুলে তালাবন্দী করিয়া জাতির মেরুদন্ড বলিয়া কথিত শিক্ষকরা বাড়ী চলিয়া যান। অভিভাবকরা অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া খবর পান যে, দুই ছাত্র স্কুলে তালাবন্দী। এই ঘটনায় এলাকায় অভিভাবক ও সাধারণ্যে ক্ষোভ আছড়াইয়া পড়ে। এই ঘটনায় ইহাই প্রমাণিত যে, স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী শিক্ষকরা কতখানি দায়িত্বহীন। এই ভাবেই তো রাজ্যের শিক্ষা জগতকে দিনে দিনেই অবক্ষয়ের দিকে নিয়া যাইতেছে। শিক্ষা দপ্তর শিক্ষা বিস্তারে কতখানি আগ্রণী ভূমিকা নিয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ রিপোর্ট এখনও জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষা দপ্তর এমন সব নজীর রাখিতেছে যাহা অতীতের সমস্ত ঐতিহ্যকে ভাঙ্গিয়া খান খান করিয়াছে।

রাজ্যের মুদ্রণ শিল্পকে গলা টিপিয়া হত্যার ঘটনাই দেখাইয়া দিয়াছে শিক্ষা দপ্তর কার্য্যত অমানবিক হইয়া উঠিয়াছে। রাজ্যের স্কুলগুলির পাঠ্যবই বদল করা, রাজ্যের ছাপাখানাকে বঞ্চিত করিয়া কলকাতার ছাপাখানাকে মুদ্রর্ণের বরাত দেওয়ার ঘটনা তো একনায়তন্ত্রী মনোভাবেরই দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের প্রশ্নপত্র ছাপাইত রাজ্যের বেসরকারী ছাপাখানাগুলি। সেখানে আঘাত হানিতে বিন্দুমাত্র হাত কাঁপিল না শিক্ষা দপ্তরের। আজ পথে বসিয়াছে রাজ্যের ক্ষুদ্র ছাপাখানাগুলি। যে ছাপাখানাগুলির এখন ঝাপ বন্ধ করিবার সময় আগত। আর এ জন্য যে অবদান শিক্ষা দপ্তর যুগাইয়াছে তাহার জন্য একদিন মাশুল দিতেই হইবে। স্কুলে ছাত্রদের রাখিয়া তালা বন্ধ করিবার ঘটনার পর শিক্ষা দপ্তরের অমানবিক দিকগুলি তুলিয়া ধরিবার তাগিদ আসিয়াছে। কারণ এইভাবে যদি দপ্তর আরও অমানবিক দায়িত্বহীন হইয়া পড়ে তাহা হইলে রাজ্যের মানুষ নীরবে কতদিন মানিয়া নিবে? আসলে, রাজ্যে বিরোধী শক্তির দূর্বলতার সুযোগে শিক্ষা দপ্তর ষ্টিমরোলার চালু রাখিয়াছে। রাজ্যের মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা কাতর অনুরোধ জানানো সত্বেও তাহা কর্নপাত দূরের কথা নিজেদের অমানবিক সিদ্ধান্তেই অবিচল থাকিতেছে। রাজ্যের শিক্ষাকে দপ্তরে নিশ্চয়ই সংস্কার আনা যাইবে। কিন্তু, সংস্কারের অর্থ এই নয় যে, রাজ্যের শিল্প মারিয়া নয় বাঁচাইয়া। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর কার্য্যত এখন প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে কি চলিতেছে, কিভাবে বাণিজ্যের ধান্দা চলে রাজ্যের মানুষ টের পায় না এমন ভাবিলে ভুল হইবে। একদিন তাহার জবাব দিতেই হইবে। এইভাবেই পায়ের তলার মাটি সরিয়া যাইতে বাধ্য। ভোটাররা সুযোগ পাইলেই তাহার সমুচিত জবাব দিবার জন্য তৈরী হইয়াই আছে সন্দেহ নাই।

রানীরবাজার দ্বাদশ স্কুলে ছাত্রদের বন্দী রাখিয়া স্কুলে তালা দিবার ঘটনাই আসলে শিক্ষা ব্যবস্থায় আসল অবস্থাটা কতখানি নড়বরে তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইতিপূর্বেও বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রদের স্কুলে রাখিয়া স্কুলে তালাবন্ধ করার ঘটনার নজীর আছে। রানীরবাজারে নতুন ঘটনা ঘটিয়াছে এমন নহে। কিন্তু, যেখানে শিক্ষা দপ্তরে নতুন সংস্কার যজ্ঞ চালাইতে গিয়া বহু মানুষের রুটিরুজি পর্য্যন্ত বন্ধ হইবার যোগার হইয়াছে সেই দপ্তর নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করিবেন কিভাবে? দপ্তর এত কঠোর হওয়া সত্বেও এমন খামখেয়ালিপনা চলে কি করিয়া? আসলে, বাম আমলে বাম নেতারা মাতব্বরী করিত। স্কুলগুলি চলিত তাহাদের অঙ্গুলী হেলনে। আর এই রাম আমলে বিজেপির স্থানীয় নেতা বা মন্ডল নেতারাই তো এখন হর্তা কর্তা। তাহাদেরই অলিখিত তত্বাবধান চলে স্কুলগুলি।

কথায় যায় কথা থাকে। রাজ্যের মানুষ অনেক অনেক প্রত্যাশা নিয়া রাজ্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় বসাইয়াছিল। রাজ্যের মানুষের মনের খবর কি ক্ষমতার নেতারা বিন্দুমাত্র রাখিতে চান? রাম সরকার আসিয়াই তো বিদ্যুৎ মাশুল বাড়াইয়া দিলেন। বাজারে জিনিষপত্রের দাম উর্দ্ধমুখী। আইন শৃঙ্খলাও প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। একটি মাত্র দপ্তর দিয়া বুঝা যায় অন্যান্য দপ্তরের হাল অবস্থা কি? শিক্ষকরা জাতির মেরুদন্ড। এইসব মেরুদন্ডীরা কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের প্রতি দায়িত্ব পালন করিতেছে তাহা তো আর গোপন নহে। সুতরাং সমস্ত অবক্ষয় হইতে মুক্ত হইয়া শিক্ষা দপ্তর কি সত্যিই শুদ্ধিকরণের পথে হাটিতে পারিবে?

সিএএ, এনআরসির বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনের জন্য দায়ী মোদী, কলকাতায় বলেছেন তরুণ গগৈ

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ), জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) এবং জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধন বা এপিআর-এর বিরুদ্ধে গোটা ভারতে আন্দোলন চলছে। অসম এবং পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলন জোরদার সংগঠিত হচ্ছে। এই আন্দোলনের জন্য যদি কেউ দায়ী, তা-হলে তিনি নরেন্দ্র মোদী কিংবা তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার। বক্তা অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈ। রবিবার সল্টলেকের একটি অভিজাত হোটেলে দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে সিএএ, এনআরসি ও এনপিআর সংক্রান্ত এক আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করছিলেন তরুণ গগৈ।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আয়োজিত আলোচনা সভায় অন্যতম বক্তা হিসেবে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ আরও বলেন, চলমান আন্দোলনের ফলে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের বাসিন্দা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব গড়ে সংঘাতের সৃষ্টি করা হচ্ছে। অথচ এই ভারতের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য হচ্ছে অটুট নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব। সিএএ নামের আইন দেশের পক্ষে সাংঘাতিক ক্ষতিকারক, একে কালো আইন বলেছেন বক্তা। বলেন, এই আইন বাতিলের দাবিতে দেশ জুড়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তাকে তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। অসমেও এর বিরুদ্ধে মানুষ রাজপথে বেরিয়ে এসেছেন।

রাজ্য সরকারের পর এবার আলফা-স্বাধীনকে আলোচনায় আসার আহ্বান 'অসম সাহিত্য সভা'র

শুয়ালকুচি (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গত কয়েকদিন ধরে রাজ্য সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা উগ্রপন্থী সংগঠন আলফা-স্বাধীনের সেনাধ্যক্ষ পরেশ বরুয়াকে অসমের স্থায়ী শান্তির জন্য আলোচনায় আসার আহ্বান জানাচ্ছেন। আজ একইভাবে আলফা স্বাধীনের প্রধান পরেশ বরুয়াকে সমাজের কথা ভেবে মর্যাদাপূর্ণ শান্তি আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন অসম সহিত্য সভার বিদায়ী সভাপতি পরমানন্দ রাজবংশী।

বস্ত্রনগরী শুয়ালকুচিতে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভার পঞ্চসপ্ততিতম অধিবেশনের আজ তৃতীয় দিন। রবিবার বিদায়ী সভাপতি পরমানন্দ রাজবংশী জানান, গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভার প্রতিনিধি সভায় অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। রাজবংশী বলেন, সরকার এবং আলফা স্বাধীনের মধ্যে শান্তি প্রক্রিয়া মর্যাদা সহকারে সম্পন্ন হোক তা চান তাঁরা। তাঁর ভাষায়, 'আলফা নেতা পরেশ বরুয়াকেও অনুরোধ জানাই, মর্যাদা সহকারে সরকার আহূত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অসমে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন। তাঁরা সকলে আসুন এবং শান্তি আলোচনায় বসুন, এটাই আমাদের কামনা। এর জন্য সাহিত্য সভার প্রতিনিধি সভা গ্রহণ করেছে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব।'

প্রসঙ্গত, গত ৩১ জানুয়ারি থেকে শুয়ালকুচির জ্যোতিক্ষেত্রে শুরু হয়েছে অসম সাহিত্য সভার পঞ্চসপ্ততিতম অধিবেশন। চলবে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের আসার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে রাষ্ট্রপতির সফর বাতিল হয়ে গেছে।

ধর্মের গোঁড়ামি নিয়ে শয়তানের খেলা

হরিগোপাল দেবনাথ

ধর্মের গোঁড়ামি নিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ রচনা, বিভেদ থেকে ক্রমান্বয়ে সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঈর্ষা, হিংস্রতা, বিবাদ, রেষারেষি, হানাহানি, রক্তপাত মানব-বিদ্বেষ, যুদ্ধ, ক্রুসেড ইত্যাদি কত কিছুরই না সূত্রপাত হয়ে থাকে। ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে গোষ্ঠীগত মতবাদ, সেই মতবাদ (ইজম) থেকে ঘটে থাকে মতভেদ, মতভেদের পরিণতি ডেকে আনে এক অপরের প্রতি বৈরীভাব। এর ফলে দেখা দেয় অসহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্যচ্যুতি ও অযথা ক্রোধ। ক্রোধ বৃত্তির প্রাবল্যে বুদ্ধি বিভ্রাট ঘটা খুবই স্বাভাবিক। তাই বলা হয়ে থাকে--- ক্রোধাৎ বুদ্ধিনাশ, জায়তে, বুদ্ধিনশাৎ প্রাণঘ্যাতি। অর্থাৎ ক্রোধ থেকে বুদ্ধির নাশ ঘটে ও বুদ্ধি নাশ ঘটলে তার অনিবার্য পরিণতি ঘটে প্রানঘাতি রূপ। এখন, এই যে ধর্মের গোঁড়ামি, এটাই তো মানুষের গরিমা, মহিমা, মাধুর্য, গৌরব ও বৈশিষ্ট্যগত সাত্তার সবটুকু নিঃশেষে হরণ করতে সক্ষম।

সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই ধর্মীয় মতবাদ বা বিশ্বাসের জোরে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির ফলে কত না দেশ, জনপদ ও সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে, বা অকাল মৃত্যু ঘটেছে, তা মানবজাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুললেই যে কোন ব্যক্তি চাক্ষুষ করতে পারেন। ধর্মের জিগির তুলে কত না জল্লাদিপনা, কত ক্রুসেস, কত অসংখ্য প্রাণহানি সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে, তার সাম্যক বিবরণ পেশ করা এ লেখকের সাধ্যতীত। তবে একটু নিঃশঙ্কচিত্তে বলতে পারি যে, ধর্মের ভণ্ডামি, বড়াই আর উন্মাদনার ফলে সারা বিশ্বে এত রক্ত ঝরে গেছে? এত প্রাণের বলি হয়েছে, এত বিপুল পরিমাণে ধন ---বৈভবের বিনাশ ঘটেছে সে -সবের কোন ইয়ত্তা পাওয়া সত্যিই দুরূহ কাজ। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, প্রাইমিটির যুগের মানুষের বুদ্ধির ক্ষীণতাহেতু না হয় ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ভাবতেই সক্ষম ছিলেন না বলেই সে যুগে ধর্মের ভণ্ডামি, বড়াই ও গোঁড়ামি নিয়ে বেঁধে থাকা ও চলা স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়াও যেতে পারে। কিন্তু আধুনিক যুগে এসে আজ মানুষের যে জয়যাত্রা স্থল জল অন্তঃরীক্ষ ব্যাপী জারী রয়েছে সেই এযুগের মানুষজনকেও যদি প্রকৃত ধর্ম অর্থাৎ মানবধর্ম পশুধর্ম, ধর্মের গোঁড়ামি তথা উন্মাদনা নিয়ে আলোচনার ঝুড়ি খুলেই বসতে হয়, সেই অন্তবেদনা কাকে জানালে যে সত্যি কারের সোয়াস্তি বোধটা আসবে তা আমার জানা নেই। কিন্তু, অবস্থা নিরিখে এই ধর্ম বিষয়ক আলোচনা ছেড়ে আমরা মূলতঃ সমাজেই আসল পরিচয় নিয়ে মানুষের মতো বাঁচার পথটাই খুইয়ে বসব, একথাটি আমি একশ'বার হলপ করেই বলতে পারি।

ধর্মের নামে ধর্মের গোঁড়ামি নিয়ে মাতলামীর কী ভয়াবহ পরিনতি ঘটতে পারে, এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষ—বিভাজন তথা দেশ ভাগ। সবাই তো জানেন, হিন্দুমত আর ইসলামীয় মতবাদের ভিত্তিতে ভারত-বিভাজন হয়েছিল। করেছিল করা? তুর বেনিয়া ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটিশ-শাসকরা। সঙ্গে মাতলামিতে মদতযুগিয়ে ছিল কারা? জবাব অতি স্পষ্ট। ব্রিটিশ-শাসককুলের ভাবশিষ্য সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিন্দু সাম্রাজ্যবাদী ও উর্দু সাম্রাজ্যবাদী খলনায়করা, কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট ও মুসলিম লীগের নায়করাই ছিলেন সেই দেশভাগ জনিত বাঙালি মারনের আশল যোগানদার আর তাদেরই সৃষ্টি প্রভুরা ছিল বাস্তুকার। এ প্রসঙ্গে একটা সত্যিকে চাপা রেখে দিলে বড় ভুল করা হবে, এ জন্যে সত্যিটা প্রকাশ করছি। বলা হয়ে থাকে ---হিন্দু মুসলিম দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে নাকি দেশভাগ হয়েছিল। যারা প্রকৃত বিচারে বিদগ্ধজন, পণ্ডিত বা শিক্ষিত তাদের কাছেই আমার জিজ্ঞাস্য যে হিন্দু আর মুসলিম দুটি জাতি হল কোন যুক্তিতে? এখানে "জাতি" শব্দটি প্রয়োগের যুক্তি গ্রাহ্যতা কতটুকু রয়েছে? পাশ্চাত্য জগতে যে অর্থে "নেশন" কথাটি ব্যবহৃত হয়, "বাঙালি" জাতিসত্ত্বা কিন্তু তারও চেয়ে অমেক বড়, অনেক মহীয়ান, অনেক সমৃদ্ধ বা উন্নত। বর্তমান বাঙালিদের জনৈক লেখকের মন্তব্য রয়েছে কে, ভাষা নিয়ে জাতি আর জাতি নিয়ে দেশ, তাই যদি হয় বাঙলার হিন্দু আর মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই একই ভাষা—বাংলা। তাই, হিন্দু আর মুসলমান পরস্পর পৃথক দুটি জাতিসত্ত্বা হওয়ার কথাটি ধোপ টেকে না। কিন্তু আমাদের দেশের "বুড়া খোকা" অর্থাৎ স্বার্থবাজ, ক্ষমতালোভী, আত্মকেন্দ্রিক কংগ্রেস, কমুনিস্টি ও মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ এই চিন্তার শিকার সেজেছিলেন স্রেফ একটাই কারণে। সেটি হচ্ছে জীবনভর পরাধীনতা থেকে মুক্তি আনতে লড়াই চালিয়ে শেষ বয়সে গায়ের দিলে চর্ম নিয়ে আরও কঠিন লড়াই চালানোর ধকল নিতে ভয় পাওয়া ও একই সাথে ক্ষমতা হাতে এনে মুষ্টিবদ্ধ হাত আর না খোলা তো বুড়ো খোকারা কি আসলে খাঁটি দেশ প্রেমিক কেউ ছিলেন? যদি দেশপ্রেমের খাঁটি ও নিষ্ঠাবান হতেন তাহলে বোধ হয়, কিছুতেই গদীর লোভে দেশের দেহটাতে ছুরি বসিয়ে দেশটাকে দ্বিখণ্ডিত করতে চাইতেন না। একটা গল্প রয়েছে না যে এক শিশু পুত্র নিয়ে আর আদর্শ মা ও নকল মা বিচারকের দরবারে আশ্রয় নেন। পুত্রে অধিকার হাতে পেতে। বিচারক তখন সত্য যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তাদের এক প্রস্তাব দিলেন যে শিশুটিকে দ্বিখণ্ডিত করেই দু'জনকে সমান সমান ভাগ দিয়ে দিতে চাইছেন। শোনামাত্রই প্রকৃত মা আপত্তিতে সরব হলেন ও বললেন---তাক, আমি আমার পুত্রকে চাইনা, তবুও সে বেঁচে থাকুক, ওকে কাটবেন না, কিন্তু, নকল মা মহিলাটি তখন উল্লসিত হয়ে উঠলেন ও পরে মিথ্যাচারের জন্য দণ্ডিত হলেন। আর বিচারক তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে প্রকৃত মার হাতেই শিশুটি তুলে দেন। আমার মনে হয়, এই গল্পটি আমাদের দেশভাগের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত শিক্ষামূলক নজির রাখছে।

সত্যটুকু নিগূঢ় রহস্যচাপা রয়েছে ব্রিটিশ সরকার ১৮৩৫ সালে লন্ডন থেকে জনৈক কূটনীতি বিশারদ পাঠিয়ে জানতে পেয়েছিলেন, ভারত ব্রিটিশরাজ্য কায়েম রাখতে হলে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন রয়েছে। সেই কূটনীতিজ্ঞ তখন সাফ জবাব চেয়েছিলেন যে, তিনটে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে, সেই তিনটি ব্যবস্থা হল (১) বাঙালি তথা দেশবাসীর ঐক্য ভেঙে দিতে হবে (২) ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক অনুশীলন নাড়িয়ে দিতে হবে ও ধর্মচেতনার মূলে আঘাত হানতে হবে(৩) তাদের নৈতিক চেতনাকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। বাস্তবতঃ ব্রিটিশ সরকার পরে তাই করেছিলেন। সেই থেকেই উপ্ত হয়েছিল দেশভাগের পরিকল্পনা। ১৯০৫ সালে বাংলা বিভাজন ও ১৯১১ সালে বাংলাভাগ রদ করা হল। পুনরায় বাংলাভাগ হল ১৯৪৭ সালে একই ফর্মুলা মেনে।

আধুনিক ভারতে বারবি মসজিদ ও রামজন্মভূমি নিয়ে ভারতে মন্দিরভাঙার নজির স্থাপন করা হল ও এর চাক্ষুষ প্রতিক্রিয়া হতে বিশ্ববাসী জানতে পারেল টি, ভি যোগে দেখল বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রক্রিয়া কী পরিমাণ ভয়াবহ হতে পারে। এর প্রতিক্রিয়া বিশ্ববাসী মাত্রই দেখল বর্তমান বাংলাদেশ, পাকিস্তান ইত্যাতি মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চল গুলোতে মানুষ কতটুকু অমানবিক হয়ে উঠতে পারে।

ইংরেজীতে একটা প্রবাদবাক্য রয়েছে—"গড প্রপোজেস, স্যাটার্ন ডিজপোজস্ ''। অর্থৎ গড বা ভগবান মানুষের কল্যাণ কামনা করেন ও সেই কামনা ফলপ্রসূ করে তুলতে প্রয়াসও চালান। কিন্তু অশুভ শক্তি বা শয়তান (স্যাটান) সেই ক্যালাণকামী পরিকল্পনা নষ্ট করে দিতে খুবই তৎপর হয়ে ওঠে। সেই শয়তানরূপী অশুভ শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে এখন ভারতীয় রাজনীতিতে। যাদের জগৎ সম্পর্কে বিশ্বসৃষ্টি ও বিশ্বস্রষ্টা সম্পর্কে স্রষ্টার শ্রেষ্ট সৃষ্টি মানবাত্মীর ও মানব-মনস্তত্ত্বের বিন্দু বিসর্গ ধারনা নেই, পৃথিবী, মানুষ ও মানুষের সমাজ সম্পর্কেও যারা অনভিজ্ঞ ও অচেতন তারাই কিনা এখন সমাজের তথা রাষ্ট্রে চূড়ামণি সেজে বসেন। সেই তারাই হর্তা কর্ত্তা ও বিধাতা সেজে ধরাকে সরাজ্ঞান করে যথেচ্ছরূপে স্বৈরাচারিতা চালাতে মোটেও কুণ্ঠিত নন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

দৃষ্টান্তটি টানছি মানুষের ধর্ম ও ধর্মমত নিয়ে 'ধর্ম' শব্দটি হয়েছে সংস্কৃত ধৃ-ধাতু থেকে আর ধৃ-ধাতুর অর্থ বোধায় ধারন করা। জগতে সৃষ্ট প্রতি বস্তু,, প্রতি জীবসত্তা ও জড়সত্তা--- যা কিছু বিদ্যামান রয়েছে স্থাবর জঙ্গম, দৃশ্য বা অদৃশ্য---প্রত্যেকটিতেই নিজস্ব সত্ত্বা বা কোয়ালিটি রয়েছে, যা বস্তু বা ব্যষ্টির বা বিষয়ের ইনার পঠেনশিয়ালিটা যেমন কঠিন পদার্থ প্রস্তাব খণ্ড,মাটি, চিনি, কাঠ, লোহা প্রত্যেকটিরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট রয়েছে, যার অভাবে সেই পদার্থটিকে আর তার স্বনামে পরিচিতি পাওয়া যাবে না। এই বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেকটারিষ্টিক কেই বলা হয় বস্তুটির ধর্ম। সুতরাং ধর্ম বলতে বোঝায় "স্ব-ভাব" বা ইংরেজী 'নেচার' বা 'ক্যারেকটারিষ্টিক"। এর আরবীয় প্রতিশব্দ হচ্ছে "ইমান"। যার ইমান বা ধর্ম অটুট রয়েছে সে ইমানদার আর সেটি যে খুইয়ে বসেছি সে হচ্ছে বেইমান। তদ্রূপ দুধের তরলতা, সাদা রঙ (শ্বত থেকে সাদা, তাই 'স' হবে না বানানে) ও মধুরতা না থাকলে সেই তরল পদার্থকে দুধ বলা যাবে না। তাই দুধেরও নিজস্ব সত্ত্বা বা ধর্ম রয়েছে। তদ্রূপ বায়বীয় পদার্থ অক্সিজেনই হোক বা নাইট্রোজেন তাদেরও নিজস্ব ধর্ম রয়েছে। অনুরূপভাবে অনু (মলিক্যুল) পরমানু (অ্যাটম) কিংবা ইলেট্রন---যাই হোক না কেন, প্রতিটিরই নিজস্ব সত্তাগত গুন বা ধর্ম রয়েছে। সেই অনুসারে উদ্ভিদ জগতে, তৃণজগতে জীবনজগতে ও জীবকুলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনুষ্যকুলেরও নিজস্ব কোয়ালিটি অর্থাৎ তার স্ব-ভাব রয়েছে। মানবিক কোয়ালিটি নেই এমন প্রাণীকে আমরা মানুষ্যদেহী মানুষ না বলে দানব, জানোয়ার বা পশু বলে অভিহিত করে থাকি। তাই না? সুতরাং মানুষটির কোয়ালিটি বা ধর্ম হচ্ছে তার "মনুষ্যত্ব'' (Manhood) বা মানবত্ব (হিউম্যানিটি) বা মানবিকতা (হিউম্যানিজম)। তাই তো? এটাই মানুষের আসল পরিচয়। রুটালিটি বা অ্যানিম্যিলিটি মানুষের পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য নয়। সুতরাং হিন্দুত্ব (হিন্দুইজম), ইসলাম, খ্রীস্টানত্ব (খ্রীস্টানিটি), বৌদ্ধত্ব ,জৈনত্ব বা পসিয়ানা—কোন মানুষেরই সত্তাবাচক পরিচায়ক হওয়া সমীচীন নয়। কারণ এসব হজম সৃষ্টির বহু বহু পূর্বেই মানুষর জন্ম হয়েছিল। তখন, হিন্দুত্ব, বৌদ্ধত্ব,খ্রীষ্টানত্ব বা মুসলিমের জন্ম হয়নি। দ্বিতীয়ত এত সব হজমের প্রত্যেকটির সৃষ্টিকতা স্বয়ং পরমপুরুষ (সুপ্রীম কন্‌শাসনেশনক এদের প্রতিটির সৃষ্টি কর্তা একেক জন ব্যষ্টি বা গোষ্ঠী। হজম মানুষের বিভাজন করে—সমবয়সাধন করতে পারে না, তাই বলব---ধর্ম মানুষকে মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে বলে দর্ম সংশ্লেষণার্থক (Synthetic), বিশ্লেষনার্থক নয়। তাই, ইংরেজী রেলিজিয়ন অর্থে ধর্মমত তথা উপধর্মকে বোঝায় ধর্মকে নয়। ধর্ম এর সঠিক ও যুক্তিযুক্ত ইংরেজী প্রতিশ্বদ হওয়া উচিত (Dharma)তাই যারা বলছেন ও সমর্থন জানাচ্ছেন যে হিন্দুত্ববাদ ও ইসলাম মতবাদের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজন হয়েছিল তারা হয়ত নেহাতই অজ্ঞতা তথা কূপমণ্ডুকতারই পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। কারণ মুসলিম বা ইসলামাবন্ধীরা যেমন ধর্ম অর্থে ইমানকে অনুসরণ না করে মঝহবপন্থীরূপে স্রেফ সাম্প্রদায়িকতা করেছেন, তদ্রূপ হিন্দুত্ববাদ নিয়ে যারা বড়াই চালোচ্ছেন তারও কিন্তু একই সাম্প্রদায়িকতা তথা মঝহবি চিন্তা প্রসূত ভাবধারাই মেনে চলেছেন। অর্থাৎ তারাও কুয়োর ব্যাঙ ও ধর্মের নামে ধর্মবিরোধিতা তথা ধর্মচ্যুতি বা অর্ধমই ঘটাচ্ছেন। তদ্রূপ বৌদ্ধত্ব, খ্রীষ্টানত্ব, জৈনত্ব ও পার্সিয়ানা নিয়ে একই যুক্তি প্রযোজ্য। আর প্রকৃত মানবতা তথা ধর্মরক্ষার্থে এ সমস্ত কূপমণ্ডকতা বা গোঁড়ামিকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়ার সঙ্গত নয় কোন মতেই।

অথচ বাস্তবিকই অতীব পরিতাপের বিষয় হচ্ছে ভারতের বর্তমান কাণ্ডারী গোষ্ঠীর লোকেরা সেই মঝহবি পন্থাই আঁকড়ে ধরে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে শাসন পরিচালনা করছেন— যা শাস্ত্রীয়, ধর্মীয় মানবীয় সকলদিক থেকেই শুধু ন্যায়বর্জিত গঠিত ধর্মই নয়, তা ভারতের সংবিধান বহির্ভূত তো বটেই, ভারত যুক্তরাষ্ট্রে মূল লক্ষ্য থেকেও বহু দূরত্বে চলে গেছে বলতে হচ্ছে। কেননা, সদ্য পাশ হওয়া সিএএ বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে মুসলিমকে বাদা দেবার কথা বলা হয়েছে যা ভারতের সংবিধান স্বীকৃত ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতিকে লঙ্ঘন করেছে। অধিকন্তু বলব,এই সিএএ আইন ভারতের মূলনীতি "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে কেউ যাবে না ফিরে/ এই ভারতের মাহামানবের সাগরতীরে"।

—এই আদর্শায়িত মর্মবালীকে পদদলিত করেছে বক কথায়, হিন্দুত্ববাদের, পূজারীরা আর যা যা -ই করেন না কেন, তাদের দাম্ভিকতা, কূপমণ্ডুকতা, অজ্ঞতা বা মূর্খতা অধর্মাচারিতারই নামান্তর মাত্র। আরেকটি কথাও বলে রাখি। ভারতবর্ষের মাটি কিন্তু ধর্মের পীঠভূমি, ন্যায়দর্শের পুণ্যভূমি মানবতার প্রজ্জ্বলনের ও আতুড়ঘর। এই সত্যটি অতীতে যারাই অস্বীকার করেছেন, তাদের স্থান হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। সুতরাং, যে বর্তমান ভারতের একচ্ছত্র বিগতি কাণ্ডারীগণ, আপনারা সংযত হোন। নতুনবা দুর্যোধন, দুঃশাসন, হিটলার, মুসোলিনী, ইয়াহিয়া কিংবা চেঙ্গিজকানদের মতই আপনাদের পরিণতি হবে বাধ্য।

'সবকা বিকাশের' জরুরী মন্ত্র কার্য্যত উধাও

রাজদীপ সরদেশাই

চলতি বছরের ইউনিয়ন বাজেট আসন্ন। ১ ফেব্রুয়ারি তার ঘোষণা। মোক্ষম এই দিনটির জন্য, তার আগের দিনগুলিতে নর্থ ব্লকের নিষিদ্ধ দেওয়ালের ঘেরাটোপে মাননীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী নিজেকে প্রস্তুত করছেন, এমনটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু অনুজ মন্ত্রীমশাই অনুরাগ ঠাকুর সংবাদের শিরোনামে উঠে এলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ভুল কারণে। দিল্লির নির্বাচনী প্রচারে তিনি 'দেশ কে গদ্দার'-এর মতো স্লোগান দিচ্ছেন আর খেপে উঠছে জনতা। উত্তেজক বক্তৃতার সেই ভিডিও নিমেষে ভাইরাল হল। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে যেরক দম্ভের সঙ্গে এমন জ্বালাময় ভাষণ তিনি দিলেন, তাতে দেশের আইন শৃঙ্খলার প্রতি তাঁর নির্লজ্জ অবজ্ঞাই প্রতিভাত হয়। নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি যে কতখানি সীমাবদ্ধ ও আড়ষ্টতায় ভরা---তাঁর এই আচরণে একইসঙ্গে সেটিও প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই ঘটনা আরও একটি অপরিহার্য প্রশ্ন তুলে ধরে যে কোনও মূল্যে নির্বাচন জেতা কি সাম্প্রদায়িক শান্তিকে নিশ্চিত করার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ? আর হ্যাঁ, প্রশ্ন ওঠে এটাও যে, প্রশাসন তাহলে অগ্রাধিকার দিচ্ছে কীসে বাজেট ও অর্থনীতিতে মনোযোগ, না কি প্রকাশ্যে হিন্দু মুসলিমের সম্ভাব্য বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে তোলা? অন্য সময় এই প্রশ্নগুলোকে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করে নেওয়া যেত। কারণ, নির্বাচন জেতার কূটকৌশল এবং সুশাসন আনা---দু'টি ভিন্ন বিষয়। নির্বাচনের সময় ভোটারকে ধর্ম ও জাতের ভিত্তিতে মেরুকরণের পথে ঠেলে দেওয়ার ফন্দিফিকির দশকের পর দশক ধরে করে অসাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, তা বলা বাহুল্য। বিশেষত বিজেপি, নির্লজ্জের মতো ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করতে কখনও দ্বিধা বোধ করেনি। কিন্তু, অন্যদিকে,কেন্দ্রীয় বাজেট এমনই দীর্ঘ এক আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি, যেখানে প্রয়োজন হয় নিখুঁত পর্যবেক্ষণ এবং গভীর অধ্যবাসায়। সস্তা জনপ্রিয়তা হয়তো ভোটব্যাঙ্ক ভরাতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে বাজেট সংখ্যায় ভারসাম্য বজায় রাখা যায় না।

তবুও, আশ্চর্যভাবে এটাই এখন বিরল স্বাভাবিকতা, যেখানে কিনা রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ---দেশজুড়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিরোধ বনাম দেশের অর্থনীতি নিয়ে ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তা---সংবাদের শিরোনামে কে জায়গা করে নিতে পারে। এবং মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেন্দ্রীয় বাজেট এবং দিল্লি নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। আর, বাজেটের ঘোষণা হতে চলছে এমন এক সময়ে যখন দেশের অর্থনীতি সবদিক দিয়ে মেরামত-অযোগ্য হয়ে উঠেছে। ভেঙে পড়েছে যা তা ভাবে। আবার ওদিকে,দিল্লির নির্বাচন শুরু হতে চলেছে এমন এক রাজনৈতিক আবহাওয়ায়, যেখানে বিজেপি ক্ষমতা হারিয়ে ঝাড়খণ্ডে, মহারাষ্ট্রে ও তারা বেকুব হয়েছে।

'রিসেশন' (বাংলায় 'মন্দা') এবং 'স্ট্যাগফ্লেশন' (বাংলা তরজমায় নিশ্চলতার বাড়বাড়ন্ত) জাতীয় শ্বদ ভেসে বেড়াচ্ছে এবং ২০২০-এর বাজেটকে শিয়রে শমনের সংকত দিয়ে চলেছে। ফলে এই বাজেট মোদি সরকারের কাছে 'করর অথবা মরব' পস্থিস্থিতি। এই সরকারকে অর্থনীতির স্বাস্থ্যোদ্ধার করেই সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। আমরা হয়তো অতিরিক্ত শক্তি ক্ষয় করে থাকি বটে। কিন্তু বাজেট তৈরির বাইরে, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে, একটি সরকারঅনেক কিছু করতে পারে সংসদে দাঁড়িয়ে ৯০ মিনিটের বক্তব্য দেওয়া ছাড়াও তবুও অর্থনীতির এমন দুর্দশার দিনে, এক মুখ্য অর্থনৈতিক নথি (Principal finacial document) এবং উদ্দেশ্য বিবৃতি (Statement of intent) হিসাবে বাজেটের সমূহ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অর্থমন্ত্রকে অনুরাগ ঠাকুরের উর্ধ্বতন নির্মলা সীতারমন, বিগত আট মাস ধরে কঠিন নিরীক্ষণের আওতায়। দেশের প্রথম পূর্ণ সময়ের মহিলা অর্থমন্ত্রী বলে সীতারমনকে সবসময়ই একটু বেশি করেই আতশ কাচের তলায় আনা হয়েছে। কারণ কর্মক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো ভাঙা মোটেও খুব সহজ কাজ নয়। নির্মলার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং কথাকে আণুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, যা খানিকটা অনুচিত তো বটেই। যাই-হোক না কেন, দেশের অর্থনৈতিক সংকটের দোষারোপ সম্পূর্ণভাবে অর্থমন্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, সীতারমনের অর্থনৈতিক সংস্কারের আগে দেশের অর্থনীতিকে পূর্বের দু'টি অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলাফলে ভুগতে হয়েছে। ত্রুটপূর্ণ বিমুদ্রাকরণের পদ্ধতি এবং ভুল পদ্ধতিতে জিএসটি লাগু করা। দেশের অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণ যে এ দু'টি পদক্ষেপ, সেই ভুল স্বীকার করতে অজাও রাজি নয় এই সরকার। বাজেট পূর্ব বিভিন্ন মিটিংয়ে তাবড় তাবড় অর্থনীতিবিদ ও শিল্পপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও অগ্রজ মন্ত্রীদের ছবিগুলোয় মাননীয়া অর্থমন্ত্রীর লক্ষণীয় অনুপস্থিতির ঘটনাটি বাহ্যত চাঞ্চল্য তৈরি করেছিল আগেই। এই ঘটনা থেকে যে আশঙ্কা হয়, অর্থমন্ত্রীকে আসলে শিখণ্ডী হিসাবে খাড়া করিয়ে রাখা তিনি নামেই অর্থমন্ত্রী। মূল অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়রে কর্তৃত্ব রয়েছে আসলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়েই।

সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও যে অর্থবোধক, মোদি সরকার তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে,যখন দেখছে দেশজুড়ে এক কঠিন সময়েও অসন্তোষের তীব্রতা দিন কে দিন বাড়ছে, বই কমছে না। ২০১৯-এর মে মাসে প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকে, এই কেন্দ্রীয় সরকারের বার্তা যথেষ্ট পরিমাণে একটি স্বৈরাচারী সরকারের মতোই। তারা তাদের সংসদীয় সংখ্যাঘরিষ্ঠতা ব্যবহার করে মতাদর্শগত নীতিকে কার্যকর করতে তৎপর। সংবাদের শিরোনাম তো শাসন করছে মেরুকরণের নীতি বিষয়ক ঘটনাগুলি,তা ৩৭০ ধারই হোক বা এনআরসি বা সিএএ। অর্থনীতিকে স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করতে এই সরকারের সেরা প্রচেষ্টাগুলির কথাও জনমানসে এসে পৌঁছতে পৌঁছতে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। বিশয প্রভাব ফেলতে পারছে না। যেটুকুও বা প্রভাব ফেলেছে, তা বিলীন হয়ে গিয়েছে এই সরকারের সম্পূর্ণ ভুল বার্তা প্রদানে। কারণ, মেরুকরণের রাজনৈতিক ঊর্ধ্বগতির ন্যায়নীতি। 'বিকাশ'-এর অন্তর্ভুক্ত ধারণার সঙ্গেই অ-সমভাবে সেখানে সমান তালে বেড়ে উঠেছে। অকাধিপত্যের রাজনীতি, পক্ষপাতদুষ্ট আইব্যবস্থা। বিশেষ করে, 'নুতন ভারত' গড়ার যে রাজকীয় ঘোষণা করেছিল এই মোদি সরকার,তা থেকে 'সবকা বিকাশ'-এর ধারণা মুছেই গিয়েছে বলা ভাল। নতুন ভারতের আদর্শ তৈরি হয়েছিল চাকরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মধ্য দিয়ে, যেখানে পরিচয়ের রাজনীতিকে তোয়াক্কা করা হবে না। মোদির প্রথম পর্ব অন্ততপক্ষে বড় আকারের রাষ্ট্রচালিত এক জনকল্যাণমূলক প্রচারে মনোনিবেশ করেছিল। যার মধ্যে সাধারণ মানুষের মনে 'মেরা দেশ বদল রাহা হ্যায়' সুলভ এক আশা তৈরির চেষ্টা ধরা পড়ত। কিন্তু, মোদির দ্বিতীয় পর্ব যেন ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল। অর্থনৈতেক সংস্কারের তারা মনোনিবেশ করতে গেল বটে, কিন্তু পড়ল বিভ্রান্তিতে। ফলস্বরূপ, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছায় সাম্প্রদায়িক অসন্তোষকে বাড়িয়ে তুলল এমনসব সমস্যাকে সামনে এনে, যার ফলে জাতিগত অবিশ্বাস বৃদ্ধি পেল। অথচ, এরাই কিন্তু গত নির্বাচনে মোদি সরকারকে ভোট দিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি দেশজুড়ে এক জনমত সমীক্ষা ধারা যেতে পারে। সেখানে ৪৩ শতাংশ ভারতীয় মতে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের মাধ্যমে আসলে দেশের অর্থনৈতিক সংকট এবং চাকরির সমস্যার মতো 'প্রকৃত' সমস্যাকে ঝামাচাপা দেওয়া হল। বাকি ৩২ শতাংশের মত, বেকারত্বই দেশের আসল সমস্যা, যার সঙ্গে জুড়েই কৃষি সমস্যা এবং মূল্যবৃদ্ধি। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি থেকে সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন বোধ করছে আজকের যুবসমাজ, যারা-ই আসলে মোদির প্রধান ভোটারছিল। এই বিচ্ছিন্নতা বোধ, যুবসমাজের এই সরে আসা বিষয়ে সরকারের চিন্তিত হওয়া উচিত। কারণ, এই সরকারের মন্ত্রীরাই ঘৃণার দৃষ্টিতে প্রতিবাদকারীদের 'টুকরে টুকরে গ্যাং' বা 'অ্যান্টি-ন্যাশনাল' বলে দাগিয়ে বলছে, গুলি করে দেওয়াটাই তাদের প্রাপ্য।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডাঃ দীলিপ দাস। ছবি- নিজস্ব।

বিএনপির সহায়তা চাইলেন তাপস

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০২।। উন্নত ঢাকা গড়ার লয বিএনপির সহায়তা কামনা করেছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র পদে নির্বাচিত শেখ ফজলে নূর তাপস। রোববার সন্ধ্যায় রাজধানীর গ্রীন রোডের নিজস্ব কার্যালয়ে নির্বাচন পরবর্তী প্রথম সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ সহযোগিতা চান।

শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন, কোনো অশুভ শক্তি যেন ঢাকাকে অচল করতে না পারে সেদিকে আমরা খেয়াল রাখবো। আমরা ধৈর্যের সাথে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করবো। আমরা সবার জন্য কাজ করবো, দল-মত নির্বিশেষে। আমাদের প্রতিপ বিএনপির যে প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন তার প্রতি সমবেদনা রইলো। আমি আশা করবো উন্নত ঢাকা গড়বার লয তারাও আমাদেরকে সহযোগিতা করবে। তাদের প্রতিও আমাদের শুভ কামনা রইলো। আমাদের কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই, সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা উন্নত ঢাকা গড়ার লয কাজ করতে চাই।

বিএনপি নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে হরতাল পালন করছে- এ বিষয়ে সাংবাদিকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাপস বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক। ঢাকাবাসী যে রায় দিয়েছে সেটার বিরুদ্ধে এরকম একটা হরতাল ডেকে ঢাকাকে অচল করার যে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে সেটার আমি নিন্দা জানাই। এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। ঢাকাবাসী তাদের ভোট প্রয়োগ করে রায় দিয়েছে, এটাকে সবাই সম্মান করা উচিত ছিলো, এটাকে গ্রহণ করা উচিত ছিলো। আমি খুবই মর্মাহত। জনগণের রায়কে এভাবে প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হয়নি বলে আমি মনে করি।

মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম কোনো বিষয়টিতে নজর দেবেন- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তাপস বলেন, আগেই বলেছি প্রথম ৯০ দিনের মধ্যে মৌলিক সেবাগুলো ঢাকাবাসীর দোরগোড়ায় পৌছাতে চাই। আমরা দায়িত্বগ্রহণের সাথে সাথেই কাজ আরম্ভ করবো।পরাজিত প্রার্থী এবং বর্তমান যিনি নগর পিতা রয়েছেন, তাদের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটা দায়িত্ব গ্রহণের পর কেমন হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি সবাইকে নিয়েই কাজ করতে চাই। আমি নির্বাচনের আগেও বলেছি, নগর ভবনের দরজা সকল ঢাকাবাসীর জন্য সব সময় খোলা থাকবে। আমরা দলমত নির্বিশেষে, কিছুে ত্র রাজনীতির উর্ধে গিয়ে কাজ করতে চাই। যেটা ঢাকাবাসীর স্বার্থে এবং উন্নয়নে প্রয়োজন আমরা সেটাই করবো।সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাপস বলেন, আমার বিশ্বাস ছিল ঢাকাবাসী উন্নত ঢাকা গড়ার লয সাড়া দেবে এবং সেই সাড়া আমি গতকাল পেয়েছি। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ঢাকাবাসীর নিকট এসেছিলাম, নগরবাসী সেই রায় দিয়েছে। এই ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা দায়িত্বভার গ্রহণের মাধ্যমে কাজ শুরু করবো। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে একটি নবসূচনা করবো এবং ঢাকাবাসীর প্রত্যাশিত যে নগরী তারা চায়, তেমন একটি উন্নত ঢাকা গড়ার লয সততা, নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সাথে কাজ করবো। দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যানার ফেস্টুন ও পোস্টার সরিয়ে ফেলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের অনেক কাজ রয়েছে, অনেক কিছু করার রয়েছে। সকল নির্বাচিত কাউন্সিলর, এখন যারা রয়েছেন এবং সকল নেতাকর্মী ভাইবোনদের অনুরোধ করবো নির্বাচনের প্রচারণার সময় যেসব ব্যানার ফেস্টুন এবং ব্যানার লাগানো হয়েছিলো সেগুলো আগামীকালের মধ্যে যেন অপসারণ এবং পরিষ্কার করা হয়। আমরা চাই একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নগরী।

বিজেপি আমলে দেশের বাঙালিরা অস্তিত্ব সঙ্কটে, করিমগঞ্জে বলেছেন সর্বভারতীয় মহিলা কং নেত্রী সুস্মিতা

করিমগঞ্জ (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কেন্দ্র এবং রাজ্যের শাসকদলের নেতা ও মন্ত্রীরা আপাদমস্তক মিথ্যাবাদী। ওঁদের মুখে ভুলেও কখনও সত্য কথা বের হয় না। শুধুমাত্র ভোটের স্বার্থে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়াই হলো এঁদের মূল উদ্দেশ্য। গেরুয়া দলের শাসনামলে দেশের বাঙালিদের অস্তিত্ব আজ চরম সঙ্কটের মুখে। রবিবার করিমগঞ্জে এক জনজাগরণ সভায় এভাবেই বিজেপির বিরুদ্ধে কামান দেগেছেন সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব।

নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে কয়দিন আগে আয়োজিত জনজাগরণ সভায় করিমগঞ্জ শহরের যে স্থানে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসকে তুলোধুনো করেছিলেন বিজেপি সাংসদ রাজদীপ রায়, রবিবার সেই একই স্থানে দাঁড়িয়ে বিজেপি-র বিরুদ্ধে পাল্টা কামান দেগে তাঁদের হিন্দুত্ববাদ, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং দেশের উন্নয়ন নিয়ে দল ও সরকারের কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন সুস্মিতা। জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আহূত জনজাগরণ সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত হয়ে শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ তথা সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতা দেব বলেন, বিজেপি-র নেতা ও মন্ত্রীরা মিথ্যা কথায় পারদর্শী। ওঁরা সত্য কথা কখনও বলেন না। শুধু ভোটের স্বার্থে ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করাই হলো এঁদের মূল লক্ষ্য। বিজেপি সরকারের কার্যকালে বাঙালিদের অস্তিত্ব আজ সঙ্কটের মুখে। কংগ্রেস সকল জাতি গোষ্ঠীর ভাষা এবং সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে। তাই বলে আমাদের ভাষা সংস্কৃতিকে হনন করার অধিকার আমরা কাউকে দেইনি। বাঙালিরা লড়াই করে তাঁদের অস্তিত্বের জানান দেবে, জনসভায় হুঙ্কার দেন সুস্মিতা দেব।

সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব সিএএ নিয়ে বিজেপি নেতাদের কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, এই আইন একটি ললিপপ মাত্র। উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙালিদের সুরক্ষা দিতে পারবে না এই আইন। কিন্তু সত্য কথাটা জনসমক্ষে বলার মতো সাহস নেই বিজেপি নেতা ও মন্ত্রীদের। হিন্দুদের ধ্বজাধারী বিজেপি ক্ষমতায় এসে হিন্দুদের সুরক্ষা দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। সুস্মিতা বলেন, সাংসদ রাজদীপ রায় নাগরিকত্বের প্রলোভন দেখিয়ে বাঙালিদের কাছে বিজেপির জয়গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু, তাঁদের দলের সরকারের হাতে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হচ্ছে, বিএসএনএল-এর অকালমৃত্যু ঘটছে, উন্নয়ন বলতে কিছুই নেই, পাঁচগ্রাম পেপার মিল বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এলআইসি বেসরকারীকরণের পথে, নেই চাকরি, বেকারত্ব হু হু করে বাড়ছে। কিন্তু এর পরও ওঁরা কীভাবে বলেন সব কা সাথ সব কা বিকাশ। ওদের লজ্জা থাকা উচিত।

এনআরসি প্রসঙ্গে সুস্মিতা বলেন, বিজেপি সরকার ইচ্ছে করে অসমে এনআরসি কার্যকর করতে ঘোষণা করছে না। সদ্যঘোষিত এনআরসি নিয়ে সরকারের পরবর্তী সিদ্ধান্তের দিকে মানুষ তাকিয়ে রয়েছেন। কিন্তু বিজেপি ভোটের স্বার্থে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। তাঁদের উদেশ্য ডিটেনশন ক্যাম্পে এনআরসি-ছুট বাঙালিদের পাঠিয়ে দেওয়া। সুতরাং সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন সুস্মিতা দেব। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকদের সুরক্ষা একমাত্র কংগ্রেসই দিতে পারে। বিজেপি সরকারের এবারের অর্থিক বাজেট দেশের মানুষকে ভীষণ হতাশ করেছ। ওঁরা মিথ্যাবাদী, মুখে এক আর বুকে অন্য কথা নিয়ে বসে থাকে। ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে সচেতন রাজ্যবাসী এর মোক্ষম জবাব দিতে মুখিয়ে রয়েছেন বলে দাবি করেছেন সর্বভারতীয় নেত্রী সুস্মিতা দেব।

এদিকে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, সাংসদ রাজদীপ রায় ভারতবর্ষের ইতিহাস জানেন না। তিনি করিমগঞ্জ শহরের যে স্থানে দাঁড়িয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের পক্ষে সওয়াল করতে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা করেছেন এই স্থানটি স্বাধীনতার পূর্বে সিলেট জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা সিলেটের অধীনে ছিলাম। সিলেট জেলা তখন অসম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে দেশ ভাগ হল, খণ্ডিত হল সিলেট। সুতরাং আমরা বহিরাগত নই। আমরা আদি ভারতের নাগরিক। সাংসদ রাজদীপ রায়ের হয়তো এই ইতিহাসটুকু জানা নেই। বিজেপি দল এবং সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বিধায়ক কমলাক্ষ বলেন, বিজেপি নেতারা বর্তমানে নাগরিকত্ব আইনের দোহাই দিয়ে আক্ষরিক অর্থে বাঙালিদের অধিকার হনন করছেন। ধর্মের নামে তাঁরা সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে ঘোলা জলে মাছ ধরার অপেক্ষায় রয়েছেন। অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফাকে কার্যকর করতে গিয়ে বাঙালিদের সর্বনাশ ডেকে আনছে বিজেপি দল এবং সরকার। এনআরসি-র নামে বিজেপি সরকার বাঙালিদের চরম হয়রানি করেছেন। বরাকের মানুষকে নথি পরীক্ষার নামে শত শত কিলোমিটার দূরে ডেকে পাঠনো হয়েছে। এর পরও ১৯ লক্ষ লোকের নাম নেই চূড়ান্ত তালিকায়। কিন্তু নাগরিকত্ব আইন তো এ-সব এনআরসি-ছুট হিন্দু বঙ্গভাষী লোকদের কোনও সহায়তা করতে পারবে না। কারণ, এনআরসি-র আবেদনে তাঁরা তো ভারতীয় হিসেবে প্রামাণ্য নথি দাখিল করে ফেলেছেন। সুতরাং বিজেপি নেতাদের সঠিক সময়ে এ-সব কথার উপযুক্ত জবাব

ছয়ের পাতায়

ভারতীয় বন্য মহিষের আক্রমণে বাংলাদেশি নিহত, বিএসএফ সদস্যসহ আহত ৮

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০২।। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় ভারতীয় বন্য মহিষের আক্রমণে সাফিয়া খাতুন নামের এক বাংলাদেশি নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরী বাহিনী-বিএসএফ''এর দুই সদস্যসহ আহত হয়েছে আরও আটজন।রবিবার (২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার বায়েক ইউনিয়নের গৌরাঙ্গলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাফিয়া গৌড়াঙ্গলা গ্রামের ভূঁইয়া বাড়ির মকবুল হোসেনের স্ত্রী।

এ ঘটনায় আহত আট বাংলাদেশির মধ্যে সন্তোষ দাস নামের একজনকে কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।পুলিশ ও প্রত্যদর্শীরা জানান, রবিবার সকালে গৌরাঙ্গলা গ্রামের ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সিপাহিজলা জেলার গভীর জঙ্গল থেকে একটি মহিষ ভারতীয় বিএসএফ''এর দুই সদস্যকে আহত করে বাংলাদেশের লোকালয়ে প্রবেশ করে। এ সময় মহিষটি সামনে যাকে পায় তাকেই আঘাত করে আহত করতে থাকে। এরই এক পর্যায়ে সীমান্ত থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ভুঁইয়া বাড়ির সাফিয়া খাতুনকে আঘাত করে গুরুতর আহত করে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পরে গ্রামবাসী সীমান্ত এলাকা থেকে মহিষটিকে আহত অবস্থায় আটক করে জবাই করে হত্যা করে। এসময় বিজিবি ও বিএসএফ''এর সমঝোতায় মহিষটিকে বাংলাদেশের প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।নিহতের ছেলে মো. মোস্তফা জানান, হঠাৎ একটি বন্য মহিষ বাড়িতে ঢুকে তার মা সাফিয়া খাতুনকে শিং দিয়ে আঘাত করে। পরে মাকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেন তিনি। স্থানীয় বায়েক ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান আল মামুন ভূঁইয়া জানান,আমার ইউনিয়নটির সঙ্গে ভারতীয় সীমান্ত রয়েছে। সীমান্তের অপর পাশে ত্রিপুরা সিপাহিজলা জেলায় গভীর জঙ্গল রয়েছে। জঙ্গল থেকে বন্য মহিষটি বাংলাদেশে এসে অন্তত আটজনকে আহত করে। কসবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লোকমান হোসেন জানান,খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিজিবির সহযোগীতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনি।

বিএসএফ''এর বরাত দিয়ে তিনি আরও জানান,আমরা জানতে পেরেছি দুই বিএসএফ সদস্য আহত হয়েছেন। এছাড়া সীমান্তের এপাশে আরও কয়েকজন গ্রামবাসী আহত হয়েছে। বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে আলোচনা করে জবাইকৃত মহিষটি নিহতের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কসবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদ-উল আলম জানান, মহিষটিকে হত্যা করার আগে অজ্ঞান করার জন্য অস্ত্র খোঁজা হচ্ছিল। কিন্তু কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কোথাও অজ্ঞান করার অস্ত্র পাওয়া যায়নি। তাই মহিষটিকে গ্রামবাসী আহত করে জবাই করে হত্যা করে।

বিশ্ব জানুক বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য: শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০২।। দেশের শিল্প, কলা, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দেওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।রবিবার দুপুরে বাংলা একাডেমিতে অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০২০ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা জানান।

তিনি বলেন,আমাদের শিল্প, কলা, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে আমরা আরো উন্নতমানের করে শুধু আমাদের দেশে না, বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিতে চাই।আমাদের সাহিত্য আরো অনুবাদ হোক। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ আমাদের সাহিত্যকে জানুক, আমাদের সংস্কৃতিকে জানুক, সেটাই আমরা চাই। বাংলা একাডেমি এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে।একুশে বইমেলার আবেদনের কথা বোঝাতে প্রধানমন্ত্রী বলেন,একুশের এই বইমেলা .. গ্রন্থমেলা বলেন আর বইমেলা বলেন, বইমেলা বলতেই একটু আপন আপন মনে হয় বেশি।

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ায় ছাত্রজীবনের মত বইমেলায় স্বাধীনভাবে বেশি সময় কাটাতে না পারায় আপেও ঝরে তার কণ্ঠে।এই বইমেলা বা গ্রন্থমেলা এটা আমাদের প্রাণের মেলা। যদিও সত্যি কথা বলতে কি.. প্রধানমন্ত্রী হয়ে সবসময় এটাই দুঃখ লাগে যে এখন আর সেই স্বাধীনতা নেই, আগে যেমন ছাত্রজীবনে এখানে দিনের পর দিন.. ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতাম এবং ঘুরে বেড়াতাম বই মেলায়। পুরো সময়টা পারলে থাকতাম।সেটা আর এখন হয়ে ওঠে না। এই একটা দুঃখ এখনো থেকে যাচ্ছে। সেই স্বাধীনতা আর পাচ্ছি না। তারপরও আমি বলব এই বইমেলা আসলেই ভালো লাগে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলা একাডেমি প্রকাশিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'আমার দেখা নয়া চীন' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চীন সফরের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন।জাতির পিতার সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কারাগারে যে খাতা কিনে দিতেন তাতেই বঙ্গবন্ধু তার লেখা শুরু করেছিলেন উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন,কারাগারে যখন তিনি ছিলেন আমার মা সব সময় লেখার খাতা কিনে দিয়ে কিছু লেখার জন্য অনুরোধ করতেন। সেই থেকে তার লেখা শুরু।

বইয়ের বিশেষ একটি দিক নজরে আসার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, একজন রাজনৈতিক নেতা যিনি এত অত্যাচারিত হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন পাকিস্তানি শাসক দ্বারা। কেবল তিনি এই নির্যাতন ভোগ করেই তিনি বিদেশে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি পাকিস্তানি শাসকরা যে তাকে এত অত্যাচার করেছে বা এখানে এত কিছু করেছে সে বিষয়ে কিন্তু কোনো কথা কারও কাছে বলেন নাই। বরং তিনি বলছেন আমাদের দেশের ভেতরে যা হচ্ছে সেটা- আমরা তো বিদেশে এসে দেশের বদনাম করতে পারিনা।

আমরা এখানে দেখি আমাদের দেশে অনেকেই বিদেশিদের কাছে আমাদের দেশের বদনাম করতে গেলেই যেন আরো বেশি উৎসাহিত হয়ে যা না ঘটে তা আরেকটু বেশি করে বলে। এই প্রবণতাটা আমরা দেখি।বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' প্রকাশিত হলেও চীন সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখাটি সব থেকে পুরনো বলেও উল্লেখ করেন তার শেখ হাসিনা।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর প্রধানমন্ত্রী মেলা ঘুরে দেখেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু হেনা মোস্তফা কামাল, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবীবুল্লাহ সিরাজী, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আরিফ হোসেন ছোটন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০১৯ বিতরণ করেন।এবার এই পুরস্কার পেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় একাত্তরের সেক্টর কমান্ডার ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম,প্রবন্ধ/গবেষণায় স্বরোচিষ সরকার, অনুবাদে খায়রুল আলম সবুজ, নাটকে রতন সিদ্দিকী, শিশু সাহিত্যে রহীম শাহ, বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞানে নাদিরা মজুমদার, ফোকলোরে সাইমন জাকারিয়া এবং আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনীতে ফারুক মঈনউদ্দীন।

ঢাকা সিটি নির্বাচনে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানালেও অশনি সংকেত দেখছে ওয়ার্কার্স পার্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০২।। ঢাকার সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় শেখ ফজলে নূর তাপস ও আতিকুল ইসলামকে অভিনন্দন জানিয়েছে ওয়ার্কার্স পার্টি। একইসঙ্গে এ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ার বিষয়টিকে গণতন্ত্রের জন্য অশনি সংকেত বলে আখ্যায়িত করেছে দলটি।

রোববার দলের সভাপতি রাশেদ খান মেনন ও সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, নির্বাচনীপ্রচার থেকে শুরু করে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে নির্বাচনী প্রচারে যে উৎসাহ ও অংশগ্রহণ ছিল নির্বাচনে ভোট প্রদানেরে ত্রে তার প্রতিফলন ঘটেনি।

ভোট কেন্দ্রে ভোটারের উপস্থিতি নৈরাশ্যজনকভাবে কম ছিল। বিএনপি বিগত সংসদ নির্বাচনের মতোই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়নি। পোলিং এজেন্ট দেয়নি অথবা থাকেনি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে দলীয় নেতৃবৃন্দ দুই তরুণকে তাদের রাজনীতির বলি করেছেন। একই সময় নির্বাচনে মাঠে না থেকে হরতাল আহ্বান করে সেখানেও মাঠে না থাকা বিএনপির নৈরাজ্যিক চরিত্রেরই প্রমাণ দিয়েছে।

প্রথমে পূজার দিনে নির্বাচন আয়োজনের সিদ্ধান্ত, পরে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন, নির্বাচনের দিন ঢাকা মহানগরের সকল যান্ত্রিক যান নিষিদ্ধ করা, ত্রুটিপূর্ণ ইভিএম যন্ত্র ও অনভিজ্ঞ কর্মকর্তা- এসব বিষয় জনগণকে ভোটদানে নিরুৎসাহিত করেছে বলেও মনে করেন তারা।নেতারা বলেন, নির্বাচন সম্পর্কে জনগণের অনীহা গণতন্ত্রেও জন্য অশনি সংকেত এবং ক্রমাগত রাজনৈতিক দলকেই অপ্রাসঙ্গিক করে তুলবে। এ কারণেই ওয়ার্কার্স পার্টি নির্বাচনের ব্যাপারে জনগণের এই অনীহা দূর করে নির্বাচনকে সঠিক জায়গায় স্থাপনের কথা বলে এসেছে।নগরের নব নির্বাচিত মেয়ররা অচল ঢাকাকে সচল, দূষণমুক্ত করে একটি পরিবেশবান্ধব আধুনিক নগর হিসেবে গড়ে তুলতে তাদের তারুণ্য ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন বলে বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করেন নেতারা।

ঢাকায় হরতালের পর এবার বিভে কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপির

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০২।। ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে দিনব্যাপী হরতাল পালন শেষে বিভে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে থানায় থানায় বিভে কর্মসূচি পালন করবে দলটি।

রোববার বেলা পৌনে ৫টায় নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন।জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল সফল করেছে- এমন দাবি করে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল বলেন, জনগণ স্বতঃ স্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছে আমরা এ জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এই হরতাল শুধু সিটি নির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে ছিল না। এটা মূলত ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য।বিএনপি মহাসচিব বলেন, আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে থানায় থানায় বিভে কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। একই সঙ্গে সিটি নির্বাচনে যে অনিয়ম-কারচুপি হয়েছে সে বিষয়ে গণমাধ্যমের কাছে তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরবেন তাবিথ এবং ইশরাক হোসেন।নির্বাচনের ওপর মানুষের আস্থা চলে যাওয়ায় ভোটার উপস্থিতি কম হয়েছে- মন্তব্য করে ফখরুল আরও বলেন, মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়ায় জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে কমিশনকে। সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারপারসেনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব, যুগ্ম-মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, হাবিব-উন-নবী খান সোহেল, সিটি নির্বাচনে অংশ নেয়া ইশরাক হোসেন ও তাবিথ আউয়াল উপস্থিত ছিলেন।

ফের চিতার আতঙ্ক শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া, পাতা হল খাঁচা

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফের চিতার আতঙ্ক শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া এলাকায় উ রবিবার সকালে দাঁড়াবক্স জোতের একটি ছোট চা বাগান এলাকায় ফের চিতা বাঘের আতঙ্ক ছড়ায়। দিন তিনেক আগেও স্থানীয়রা চিতা বাঘ দেখেছেন বলে জানালেও সে সময় পায়ের ছাপ মেলেনি। রবিবার সকালে গ্রামবাসীরা দাবি করেন ফের দেখা মিলেছে চিতা বাঘের। মিলেছে পায়ের ছাপ। ঘটনার জেরে অবশেষে পাতা হল খাঁচা। গত তিন দিন ধরে চিতা বাঘের আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়ার রহমুজোতের বাসিন্দাদের। গত পরশু তিনটে লেপার্ড দেখতে পেয়েছিল বলে দাবি গ্রামবাসীদের। রবিবার সকালে ফের চিতা বাঘ দেখা যায় বলে দাবি তোলেন স্থানীয়রা। এদিন স্থানীয় বাসিন্দা ললিতকুমার সিং জানান, আজ সকালে একটি চিতা বাঘ চা বাগানের মধ্যে রোদ পোহাচ্ছিল। চিৎকার করাতে পালিয়ে যায়। এরপরই গ্রামবাসীরা জড়ো হন। সকলের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। তিন দিন ধরে কার্যত ঘুম নেই এলাকাবাসীর। সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে কেউই বের হচ্ছেন না। আজ ফের খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। বাগডোগরার রেঞ্জারের নেতৃত্বে বিশেষ টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পায়ের ছাপ মেলায় তা পর্যবেক্ষণ করেন বন দফতরের কর্তারা। এর জেরে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

এদিন, পায়ের ছাপ দেখার পর বাগডোগরার রেঞ্জার সমীরন রাজ জানান, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে তা বুনো বেড়ালের হতে পারে। তবু তা নিশ্চিত হতেই ভালোভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আজই এলাকায় একটি খাঁচা পাতা হয়েছে। এর আগে শহর শিলিগুড়িতেও চিতা বাঘ দেখা গিয়েছিল। শহরতলির উত্তরায়ণ উপনগরী, ফাঁসিদেওয়া, বাগডোগরা এলাকায় চিতাবাঘের আনাগোনা রয়েছে। তবে ফুলবাড়ি ব্যারাজ সংলগ্ন এই এলাকায় আগে কখনও চিতা বাঘ বা অন্য কোনও বন্য প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়নি। খাঁচা পাতার পর কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে বন দফতর এলাকায় অযথা আতঙ্ক ছড়াতে নিষেধ করেছে। এক বা দু''জন নয়, বেশ কয়েকজন একসঙ্গে এলাকায় বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বন দফতর। এদিন এলাকায় ফের বাজি ফাটায় বন দফতরের কর্মীরা। তবে দিনভর আর চিতার দেখা মেলেনি। বন দফটরের দাবি, চিতা বাঘ থাকলে তিন দিনের মধ্যে খাঁচাবন্দী হবে।

চীনা নাগরিকদের বাংলাদেশি ভিসা বন্ধ: পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ০২।। চীনা নাগরিকদের বাংলাদেশে প্রবেশে অন অ্যারাইভাল ভিসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন।

রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলন এ কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসন্ন ইতালি সফর নিয়ে আয়োজন করা হয় এ সংবাদ সম্মেলন।তিনি বলেন, আমি ঢাকায় দেশটির রাষ্ট্রদূতকে বলেছি এখানে তাদের অবস্থানরত লোকদের যেন এখনি সেখানে যেতে দেওয়া না হয়। অন্তত এক মাস তারা যেন বাংলাদেশে থাকে।গত ডিসেম্বরে উহান শহর থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে এখন পর্যন্ত চীনে ৩০৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। একজনের মৃত্যু হয়েছে ফিলিপাইনে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ভারতসহ ২৭টি দেশে এই ভাইরাসে ১৪ হাজার ৫৫১ জনের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণের এ ভাইরাস ঠেকাতে চীন ভ্রমণে কড়াকড়ি আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপানসহ বহু দেশ। ফিলিপাইনসহ অনেক দেশই এই ভাইরাসের প্রকোপ ঠেকাতে চীন থেকে আগতদের অন-অ্যারাইভাল ভিসা বন্ধ করে দেয়। সেই তালিকায় এবার যোগ হলো বাংলাদেশও। অনেক দেশের এয়ারলাইন্স চীনগামী ফাইটও বন্ধ করে দিয়েছে। করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্ব থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে চীন।

কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রশংসা নীতিশের মুখে

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। কৃষকদের হিতের কথা ভেবেই এই বাজেট তৈরি করা হয়েছে। এমনকি আয়কার ছাড়ের যে ব্যবস্থা করা হয়েছ, তাতে সুবিধা হবে মধ্যবিত্তের বলে জানিয়েছেন তিনি।

দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট প্রার্থীদের জেতানোর জন্য দিল্লির সঙ্গম বিহারে জনসভা করেন নীতিশ কুমার। জনসভায় উপস্থিত বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডাকে অভিনন্দন জানান। নীতিশ কুমার বলেন, বিহারবাসীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রি-পেইড বিদ্যুতের মিটার নিয়ে আসছে। এতে করে বিদ্যুতের সাশ্রয় অনেকাংশে হবে। বধ্যা জমিতে সোলার প্লেট আরও বেশি পরিমাণ বসানোয় সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

নাম না করে দিল্লির বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কটাক্ষ করে নীতিশ কুমার জানিয়েছেন, বিগত পাঁচ বছর দিল্লির উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ পেলেও কোনও কাজ করা হয়নি। কোনও উন্নয়নই চোখে পড়ছে না। সরকার (আপ) কেবল বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছে। কিন্তু কাজে মন নেই। সবজি মাণ্ডিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এখনও আক্রান্তরা কোনও আর্থিক সহায়তা পায়নি। দিল্লি থেকে বিহার পর্যন্ত বাস চালাতে না দেওয়ার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন নীতিশ। দিল্লির বেহাল রাস্তার নিয়েও কটাক্ষ করে তিনি।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি জানিয়েছেন, ১৫ বছর দিল্লিতে ক্ষমতায় থাকা সত্বেও তেমন উল্লেখজনক কাজ করেনি কংগ্রেস। উল্লেখ করা যেতে পারে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচন দিল্লিতে। এই বিধানসভা নির্বাচনে দুইটি আসনে লড়ছে জেডি(ইউ)।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

রোজকার খাবারের একটি ভুলে হতে পারে ক্যান্সার

সব থেকে বেশি পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার হচ্ছে শাক-সবজি। অনেক খাবার এমন আছে যা কাঁচা খাওয়াই পুষ্টিকর। কারণ সে খাবারগুলো রান্না করলে খাবারের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়।তাই শরীর সুস্থ রাখতে টাটকা খাবার খাওয়া খুব প্রয়োজন। কিন্তু এমন কিছু খাবার আছে যেগুলো একবার রান্না করার পর আবার গরম করে খাওয়া হয়, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে শরীরের। এই ভুলের কারণে ক্যান্সার পর্যন্তও হতে পারে। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক কোন খাবারগুলো গরম করে খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর-৷৷ কাঁচা অবস্থায় বিটে পুষ্টিগুণ প্রচুর পরিমাণে থাকে। কিন্তু গরম করে খেলে পুষ্টিগুণ নষ্ট নয় এবং শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে।৷৷ পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন এবং নাইট্রেট থাকে। কিন্তু পালং শাক গরম করলে কার্সিনোজেনিক নামক এক উপাদান তৈরি করে, যা শরীরের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক।৷৷ ডিমে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। কিন্তু ডিম রান্নার পর আবার গরম করে খেলে টক্সিন তৈরি করে, যা হজমে বাঁধা দেয়।৷৷ মাশরুম কাটার সঙ্গে সঙ্গে রান্না করে খাবেন। ভুলেও ফ্রিজে রাখবে না। এতে পুষ্টিগুণ নষ্ট হয় এবং শরীরের ক্ষতি করে।৷৷ রান্নার তেল বেঁচে গেলে অনেকেই একাধিক বার ব্যবহার করেন। এটি কখনই করবেন না। তাছাড়া বাইরের যেকোনো ভাজা খাবার না খাওয়াই ভালো। কারণ বাইরের দোকানে ভাজা পোড়া তেল অধিকবার ব্যবহার করা হয়।৷৷ মুরগিতে অধিক পরিমাণে প্রোটিন থাকে। কিন্তু মুরগির মাংস ফ্রিজে রেখে দিলে পুষ্টিগুণ নষ্ট হয় এবং শরীরের ক্ষতি করে। তাই ফ্রিজে মুরগির মাংস রাখলে ভালো করে সেদ্ধ করে রান্না করতে হবে।৷৷ রান্না করা ভাত ফ্রিজে রেখে খেলে শরীরের ক্ষতি করে। তাই আগের দিনের ভাত যদি খেতে চান তবে জল ঢেলে রাখবেন।

খাদ্য শরীরের গঠন, বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পুষ্টিবিজ্ঞানে কাঁচা সবজি সবচেয়ে বেশি পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ বলে মনে করা হয়। এর কারন হল, রান্না করলেই খাদ্যের পুষ্টিগুন নষ্ট হয়ে যায়। তাই শরীর সুস্থ রাখতে খাবারের যেমন প্রয়োজন, একইভাবে টাটকা খাবার খাওয়াও প্রয়োজন। এমন অনেক খাবার রয়েছে যেগুলি একবার রান্না করার পর, খাবার সময়ে আবারও তা গরম করে খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এতে যে শুধু খাবারের পুষ্টিগুণ নষ্ট হচ্ছে এমনটা নয়, এতে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে এমনকী, হতে পারে ক্যানসার-এর মত মারণ রোগও।বিট: আয়রনে পরিপূর্ণ একটি সবজি হল বিট। কাঁচা অবস্থায় বা স্যালাডে খেলে এর যা পুষ্টিগুন থাকে রান্না করে বা ফ্রিজে রাখার পর সেই সবজি গরম করে খেলে, তা হতে পারে ততটাই ক্ষতিকারক। পালং শাক: বিটের মত পালং শাকেও রয়েছে প্রচুর পরিমানে আয়রন এবং নাইট্রেট। এই দুই উপাদান থাকার কারণে পালং শাক গরম করলে কার্সিনোজেনিক নামক এক উপাদান উতপন্ন করে, যা শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক।ডিম: ডিমকে বলা হয় প্রোটিনের পাওয়ার হাউজ। ডিমের যে কোনও পদ রান্না হওয়ার পর তা আবার গরম করলে টক্সিন উতপন্ন হয়, যা হজমের মত সমস্যার সৃষ্টি করে।মাশরুম: মাশরুম কাটার সঙ্গে সঙ্গেই এর পুষ্টিগুন কমতে শুরু করে। তাই মাশরুম কাটার সঙ্গে সঙ্গেই তা রান্না করে খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা। তাই মাশরুম কখনই ফ্রিজে রেখে খাওয়া উচিত নয়।আরও পড়ুন- পাঁচ নয়া ফিচার হোয়াটসঅ্যাপে! দেখে নিন কি কি সেই ফিচাররান্নার তেল: রান্নার অতিরিক্ত তেল অনেকেই রেখে পরবর্তী সময়ে তা ব্যবহার করেন। একবারের অধিক রান্নার তেল ব্যবহার করা মারাত্ম ক্ষতিকর। সেই কারনেই বাইরের খাবার খেতে নিষেধ করেন অনেকেই। বাইরের দোকানগুলি সব সময়েই ভাজা পোড়া তেল অধিকবার ব্যবহার করেন।চিকেন: চিকেন-এ আছে প্রচুর পরিমানে প্রোটিন। চিকেন ফ্রিজে রেখে দিলেই এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হতে শুরু করে। এরপরে খাবারের সময় তা গরম করলে হতে পারে হজমের সমস্যা। তাই ফ্রিজে চিকেন রেখে খেতে হলে তা খুব ভালো মত সেদ্ধ করে নিতে হবে। এতে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে।ভাত: ভাতের পুষ্টিগুণ নির্ভর করে চালের উপর। ধান উতপাদনের সময় ব্যবহার করা হয় প্রচুর পরিমানে কীটনাষক। সেইগুলি থেকে যায় চালের মধ্যেই। এরপর যখন আমরা রান্না করা ভাত ফ্রিজে রেখে আবার গরম করি তা শরীরের মারাত্ম ক্ষতি করে। তাই আগের দিনের ভাত খেতে হলে জল ঢেলে রাখুন।

বিগবসের ঘরেই ''মিটু'', দেবলীনার নিশানায় সিদ্ধার্থ

মুম্বই: বিতর্ক ছাড়া রিয়্যালিটি শো বিগ বস অসম্পূর্ণ। বিগ বস সিজন ১৩-ও বিতর্কে পিছিয়ে নেই। এই সিজনের অন্যতম জনপ্রিয় প্রতিযোগী সিদ্ধার্থ শুক্লা ও দেবলীনা ভট্টাচার্য। সম্প্রতি একটি টাস্ক ঘিরে দুজনের মধ্যে বচসা খুব খারাপ জায়গায় পৌঁছয়।টাস্কটি ঘিরে প্রথম থেকেই দুই দলের মধ্যে সমস্যা লেগেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় যখন সিদ্ধার্থ শুক্ল টাস্ক চলাকালীন দেবলীনাকে স্পর্শ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার প্রতিবাদ করেন দেবলীনা। এমনকী, দেবলীনা টাস্কের সময়ই হুঁশিয়ারি দেন, তিনি সিদ্ধার্থের নামে মিটু অভিযোগ আনবেন। এর পরেই দুজনের মধ্যে বচসা আরও খারাপ জায়গায় পৌঁছয়। এছাড়াও সিদ্ধার্থ তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ দেবলীনার।বিগবসে এর আগেও বিভিন্ন বিষয়ে ধৈর্য হারিয়েছেন তিনি দেবলীনা ভট্টাচার্য। কিছুদিন আগে বিগবসের আর এক প্রতিযোগী শেহনাজ গিলের সঙ্গেও বচসা জড়ান তিনি।

পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে দেবলীনা শেহনাজকে চড় পর্যন্ত মারেন। শেহনাজও তাঁকে ফিরে মারতে যান। সেই পরিস্থিতি সামাল দেন আরতি সিং। একটি টাস্ককে ঘিরেই এই ঘটনা ঘটে। ফলে বিগবসকে ততক্ষণাত এই টাস্ক বন্ধ করতে হয়।তবে সিদ্ধার্থও অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে একাধিকবার দুর্ব্যবহার করেছেন।

সেই জন্য নেটিজেনদের কাছে অনবরত সমালোচিত হচ্ছেন তিনি। তবে বিগবস এখনও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করেনি।এই বিগবসের অন্যান্য জনপ্রিয় প্রতিযোগীদের মধ্যে রয়েছেন রশমি দেসাই, পরস ছাবড়া, মাহিরা শর্মা। এই সিজনে সলমন খানের সঙ্গে সহ-সঞ্চালিকা হিসেবে রয়েছেন আমিশা পটেল।

যে শহরে সেলফি স্টিক নিষিদ্ধ!

ইদানীং সেলফি হাওয়ায় ভেসে বেড়ান অনেকেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিত্যনতুন সেলফি আপলোড করে আলোচনা সমালোচনায়ও আসছেন। আবার ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় সেলফি তুলতে গিয়ে মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর ঘটনাও ঘটেছে। যদিও এসবের কারণে সেলফি তোলা থেমে নেই তবে ইতালির এক শহরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেলফি স্টিক।হ্যাঁ ইতালির মিলান শহরে সেলফি স্টিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওই শহরে সেলফি স্টিকের পাশাপাশি কাচের বোতল এবং খাদ্যবোঝাই ট্রাকও চলাচল নিষিদ্ধ। মূলত পাবলিক প্লেসে এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। শহরটিতে উগ্র আচরণ নিয়ন্ত্রণে, নিরাপত্তার স্বার্থে এই নিয়মগুলো জারি হয়েছে।বর্তমানে গ্রীষ্মকালে সাময়িকভাবে যা কার্যকর থাকছে (১৩ আগস্ট পর্যন্ত)। প্রতিক্রিয়া দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।সেলফি স্টিকের মতো এক্সটেনশন পোলগুলো অতিথিদের নিরাপত্তার জন্য চিন্তার কারণ হওয়ায় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো টেনে লম্বা করার কারণে তা পর্যটকদের জন্য সমস্যার হতে পারে। এসব স্টিক কোথাও লেগেও দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।নতুন দুটি অ্যাকশন ক্যামেরা বাজারে ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে গোপ্রো। ১৫ ও ২৪ অক্টোবর বাজারে ছাড়া হবে যথাক্রমে নতুন হিরো ৮ ব্ল্যাক এবং ম্যাক্স।সেলফি স্টিক বা অন্য যেকোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত করার জন্য নিজস্ব মাউন্ট থাকছে গোপ্রো হিরো ৮ ব্ল্যাকে। এখন থেকে আলাদা ফ্রেমের প্রয়োজন পড়বে না। ফোরকেসহ উচ্চ মানের রেজল্যুশনে ভিডিও ধারণ করতে পারে ক্যামেরাটি। এ ছাড়া গোপ্রোর দ্বিতীয় প্রজন্মের ডিজিটাল স্ট্যাবিলাইজেশন প্রযুক্তি হাইপারস্মুদ ২.০ সংস্করণে ভিডিও করার সময় ক্যামেরা নড়লেও ভিডিও চিত্রে তার প্রভাব পড়বে না। ক্যামেরাটির টাইমওয়ার্প সুবিধাও হালনাগাদ করা হয়েছে। তবে লেন্স বদল করার সুযোগ নেই এতে। এর বদলে নতুন নকশায় শটগান মাইক, ভ্লগিংয়ের জন্য ডিসপ্লে এবং এলইডি লাইটের মতো বিভিন্ন আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সুবিধা যুক্ত করার সুবিধা থাকছে। গোপ্রো যাকে বলছে মড।

প্রিয়াঙ্কার ব্যান্দ্রার ফ্ল্যাটে শাহিদ

প্রেসকার্ড নিউজ ডেস্ক ; সম্প্রতি ''নো ফিল্টার নেহা''-তে হাজির হন শাহিদ কাপুর। সেখানেই তাঁকে প্রাক্তন বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। প্রাক্তন বান্ধবী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কীভাবে নিক জোনাসের সঙ্গে তাঁর সংসার টিকিয়ে রাখবেন, এমন প্রশ্নই করা হয় শাহিদ কাপুরকে।যার উত্তরে শাহিদ বলেন, প্রিয়াঙ্কা এবং নিক দু''জনে পৃথক পৃথক জায়গা থেকে এসেছেন। তাই একে অপরকে আরও ভালভাবে বোঝা উচিত বলে মন্তব্য করেন শাহিদ। প্রসঙ্গত, ''কামিনে''-র শ্যুটিংয়ের সময় থেকেই নাকি প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং শাহিদ কাপুর ''ডেট'' শুরু করেন। যদিও কেউ কখনও তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেননি। এমনকী, শাহিদ-প্রিয়াঙ্কা একে অপরের ভাল বন্ধু বলেই বার বার দাবি করেছেন শাহিদ কাপুর এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। প্রসঙ্গত ২০১১ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মুম্বইয়ের ব্যান্দ্রার ফ্ল্যাটে হাজির হয় আয়কর দফতর। জানা যায়, ওই সময় প্রিয়াঙ্কার ফ্ল্যাটে ছিলেন শাহিদ কাপুর। আয়কর আধিকারিকদের সামনে পড়ে ওইদিন দুজনেই চমকে যান। ওই সময় প্রিয়াঙ্কার ফ্ল্যাট ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারেননি শাহিদ। ফলে আয়কর আধিকারিকদের তল্লাসির সময় সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন শাহিদ কাপুর। যে খবর প্রকাশ্যে আসার পর জোর শোরগোল শুরু হয়ে যায়।

বিক্রম, রাজ থেকে কার্তিক আরিয়ন পরিণীতি চোপড়া তারকারা ব্যস্ত ভাইফেঁটায়

দীপাবলির রেশ কাটতে না কাটতেই প্রত্যেকে মেতেছেন ভাইফোঁটায়। বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের দিন শুরু হল বোন মেঘার হাতে ভাইফেঁটা নিয়েই। বাকি দিনটাও পরিবারের মানুষদের সঙ্গে কাটাবেন বিক্রম।

ভাই-বোনেদের সঙ্গে চুটিয়ে মজাও করেছেন। বোনের কাছ থেকে ফেঁটা নেওয়ার ছবি শেয়ার করলেন সোশাল মিডিয়ায়।রাজ চক্রবর্তীও এই দিনটা তুলে রেখেছিলেন দিদিদের জন্য। সকাল সকাল তৈরি হয়ে ফেঁটা নিতে বসে পড়েছিলেন কলকাতার চলচ্চিত্র উতসবের চেয়ারপার্সন। সোশাল মিডিয়ায় সেই ছবি দিয়ে লিখলেন, ''জীবনের দু''জন শক্ত খুঁটি''। তবে কেবল উপহার বা ফেঁটা নেওয়া নয়, জমিয়ে খাওয়া দাওয়াও করছেন তা বলাই বাহুল্য।

পরিণীতি চোপড়া সহজ ও শিবাঙ্গ- দুই ভাইয়ের থেকে দূরে রয়েছেন। ফলে ফেঁটা দেওয়া না হলেও ভিডিও কলে ভাইদের সঙ্গে কথা বলতে ভুললেন না। হবে নাই বা কেন, পরিণীতির ভীষণ কাছের তারা, বন্ধুও বলা যেতে পারে। তাই দুটো শহরের দূরত্ব তাদের আটকাতে পারেনি।কেবলমাত্র পরিণীতি নয়, কার্তিক আরিয়ন, শক্তি মোহন, কুণাল খেমু এবং মাধুরী দীক্ষিত প্রত্যেকেই শেয়ার করলেন ভাইফেঁটার ফোটো এবং ভিডিও। কুণাল খেমুকে ফেঁটা দেওয়ার সময় তাঁর দু''বছরের মেয়েও গেয়ে উঠলেন গায়ত্রী মন্ত্র।কার্তিক আরিয়ন পোস্ট করলেন ভাইফেঁটার সময় বোনের সঙ্গে খুনসুটির ছবি। কখনও কান মুলছেন তো কখনও প্রণাম করার সময় মজা করছেন। কার্তিক ইনস্টাগ্রামে ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, ''বোন বিশ্বের সেরা ভাই পেয়েছে। এটা আমি নই বোনই বলে থাকে''।ভাইয়ের সঙ্গে ছবি শেয়ার করলেন মাধুরী দীক্ষিতও।শিচম ভারতে এই উতসব ''ভাই দুজ'' নামেও পরিচিত। মূলত পাঁচদিন ব্যাপী দীপাবলি উতসবের শেষদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। আবার, মহারাষ্ট্র, গোয়া ও কর্ণাটকে ভাইফেঁটাকে বলা হয় ''ভাইবিজ''। নেপালে ও পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে এই উতসব পরিচিত ''ভাইটিকা'' নামে। এই উতসবের আরও একটি নাম ''যমদ্বিতীয়া''।

মেকাপের দুর্বলতা ছাড়িয়ে নজর কাড়ে অভিনয়ের দক্ষতা, সন্ড কী আঁখ

গল্পঃ সত্য ঘটনা অবলম্বণে তৈরি এই ছবির পরতে পরতে মিশে রয়েছে এক না বলা গল্পের রেশ। দুই বৃদ্ধা বন্দুকবাজদের গল্প নিয়েই তৈরি সন্ড কি অঁখ ছবি। ষাঠ বছরের বেশি বয়সের দুই বৃদ্ধার অনবদ্য লক্ষ্যভেদের ইতিহাসই তুলে ধরল এই ছবি।

শুধথু দুই বৃদ্ধাই নয়, তাঁরা তাঁদের নাতনীদেরও নিশানায় পাক্কা তৈরি করতে উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু এক সময় এই রহস্য আর গোপন রাখা সম্ভব হয় না, তখনই বদলে যায় গল্পের মোড়।অভিনয়ঃ অনবদ্য তাপসী পান্নু ও ভুমি পেডনেকরের অভিনয়। দুই নায়িকাই একে অন্যকে টেক্কা দিয়ে পর্দায় ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। গল্পের উর্দে গিয়েই অভিনয়ের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন তাঁরা। গৃহ বধূ থেকে শুরু করে বন্দুক বাজ, প্রতিটি বয়সের ভাঁজেই তাঁরা যেন পার্ফেক্ট।চিত্রনাট্যঃ ছবির টিত্রনাট্য খুব যত্নের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। উত্তরপ্রদেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার একটি ছাপ চোখে পড়ে এই ছবিতে। যেখানে মেয়েদের সমাজে পরিচিতি বলে কিছু থাকে না। কেবল মাত্র ওড়নার রঙ দিয়েই কেটে যেত একটা মেয়ের জীবন। এমনই এক পরিবার থেকে উঠে এসে ঘুড়ে দাঁড়ানোর গল্প বলে এই ছবি।সিনেম্যাটোগ্রাফিঃ সিনেম্যাটোগ্রাফি অনবদ্য। ক্যামেরার কাজ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে মেকাপ আরও একটু ভালো হতে পাড়ত। অধিকাংশ সময়ই দেখে মনে হয় জোর করে মেকাপ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও ছবির এই খামতিকে শক্ত হাতে কাটিয়ে উঠেছেন তাপসী ও ভূমি। গল্প কোথাও গিয়ে যেন খানিক দর্শকদের এক পেশে মনে হতে পারে। তবে তা যে অনুপ্রেরণা যোগাতে সক্ষম, সেই বিষয় কোনও দ্বিমত নেই।পরিচালনাঃ ছবির পরিচালনায় বিশেষ কোনও খামতি রাখেননি পরিচালক। অনবদ্য গল্প বলার ধরন। ছবির দুই অর্ধে খুব সুক্ষ্ম ভারসাম্য ধরে রাখা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ঘরোয়া পরিবেশ থেকে শুরু করে গ্রামীণ মানুষদের চিত্রায়ণ বেজায় সকলের নজর কাড়ে। তবে গল্পকে আরও একটু ফিল্মি কায়দায় তুলে ধরতে গিয়ে মাঝে মধ্যে বিষয়বস্তু থেকে খানিক সরতে হয়েছে পরিচালককে।

প্রথম দিনেই বাজিমাত ''হাউসফুল ৪'', দেখুন বক্স অফিস কালেকশন

দু দশকেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে বলিউডে। একের পর এক হিট ছবি করে বলিউডে নিজের জায়গাটাও বেশ পাকা করে নিয়েছেন তিনি। মার্শাল আর্টেও রীতিমতো দক্ষতা রয়েছে তার। আর সেই কারণের জন্যই বলিউডের খিলাড়ি নামেও তিনি পরিচিত। তিনি হলেন বলিউডের অক্ষয় কুমার।অক্ষয় কুমার মানেই বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ, অক্ষয় কুমার মানেই হিটের ফর্মুলা, আবার অক্ষয় কুমার মানেই বক্স অফিসে লক্ষ্মীলাভের প্রধান উপকরণ। একের পর এক হিট ছবি দিয়ে তিনি বাজিমাত করছেন বক্স অফিস। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি যে যে ছবিতে কাজ করেছেন সেগুলিই হিটের তকমা পেয়েছে। এই বয়সে এসেও তিনি বাজিমাত করছেন।আরও পড়ুন-দিল্লীর এক ক্লাব পার্টিতে গৌরীকে প্রথম দেখেন শাহরুখ, আর প্রথম দেখাতেই পড়েন প্রেমে...কালই মুক্তি পেয়েছে ফারহাদ শামজি পরিচালিত ''হাউজফুল ৪''। দিওয়ালির ধামাকা ফাটিয়ে দিয়েছে বলিউডের আক্কি।ছবিটিতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার, রীতেশ দেশমুখ, ববি দেওল, কৃতি শ্যানন আরও প্রমুখ। একদিকে ''হাউজফুল ৪'' আর অন্যদিকে ''মেড ইন চায়না''-সমানে সমানে টক্কর চলছিল ছবি দুটির। টক্করে বেশ খানিকটা এগিয়ে রয়েছে ''হাউজফুল ৪'' ছবিটি।''হাউজফুল'' ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রথম দুটি ছবি যেভাবে দর্শকদের মনে ধরেছিল সেদিক থেকে দেখতে গেলে''হাউজফুল ৩'' বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবে এই ছবির ক্ষেত্রেও অনেকটাই তেমনই ধারণা হয়েছিল সবার। কারণ কমেডি ছবির দুনিয়ায় সাজিদ-ফারহাদের যথেষ্ঠ নাম ডাক রয়েছে। কিন্তু অর্ধেক আসন ভরানোর দৌড়ে এবার তারা অনেকটাই পিছিয়ে। সেসব কিছুকে পিছনে ফেলে প্রথম দিনেই ছবিটি ১৮ কোটি ৮৫ লাখ টাকার ব্যবসা করে বক্স অফিস বাজিমাত করেছে। এখনও পর্যন্ত কমেডি ছবির ট্রেন্ডে প্রথম দিনের ব্যবসার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে জায়গা করে নিল এই ছবি। প্রথম স্থানে রয়েছে রোহিত শেট্টি পরিচালিত ''গোলমাল এগেনই''।

জেলে রাত কাটিয়েছিলেন, ভয়ঙ্কর অতীতের কথা নিজেই জানালেন শাহরুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেরিয়ারের শুরুতে নাকি জেল খাটতে হয়েছিল কিং খান। এমন কথা কি আগে কখনও শিখেছেন? তবে কথাটা এক্কেবারেই সত্যি। সম্প্রতি, ডেভিড লেটারম্যান সঞ্চলনায় নেটফ্লিক্সে ''মাই নেক্সড গেস্ট নিডস নো ইন্টোডাকশন'' এসে এমনই কঠিন সত্যি স্বীকার করে নিয়েছেন বলিউড বাদশা।জানেন কী ঘটেছিল শাহরুখের সঙ্গে?শাহরুখের কথায়, ''''সেসময় সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। এত টিভি চ্যানেল, অনলাইন মাধ্যমও ছিল না। ছিল বলতে খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন। আর যেহেতু সেসময় আমি এক্কেবারেই বলিউডে নতুন ছিলাম, তাই আমার সম্পর্কে প্রকাশিত যেকোনও ভুলভাল খবরে আমি ভীষণই রেগে যেতাম। এমনই একটি খবরে আমি ভীষই বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ওই ম্যাগাজিনের সম্পাদককে ফোন করে প্রশ্ন করে বসেছিলাম, এই প্রতিবেদন টা কি আপনি লিখেছেন? উনি আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন এটা নেহাতই মজা, এতে রাগার কিছুই নেই। আমি পাল্টা প্রশ্ন করি, এটাকে আপনার মজার বিষয় মনে হচ্ছে? এরপরই আমি ওনার অফিসে যাই, আর ওনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ফেলি।''''শাহরুখ আরও জানান, ''''এরপর আমি একদিন শ্যুটিং করছিলাম, পুলিস এসে খুব নমনীয়ভাবেই আমায় বলে, আপনাকে বেশকিছু প্রশ্ন করার আছে। আর এরপরেই যখন আমায় জেলে ভরে দেওয়া হল, তখন আমি বুঝতে পারলাম, জায়গাটা কী অসম্ভব অপরিষ্কার। দেখি একটা ছোট্ট কয়েদখানার মধ্যেই অসংখ্য লোকজন থাকে। খুব খারাপ একটা পরিবেশ। পরে অবশ্য আমি পুলিসকে অনুরোধ করি আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য, বলি এমনটা আর কখনও হবে না। তাঁরা আমাকে ছেড়েও দেন। ''''এখানেই অবশ্য শেষ নয়, ডেভিড লেটারম্যানের শো ''মাই নেক্সড গেস্ট নিডস নো ইন্টোডাকশন''-এ এসে আরও অনেক কথাই শেয়ার করেছেন শাহরুখ। যাঁর ঝলক মিলেছে শোয়ের ট্রেলারে।''জানবাজ''-এর শ্যুটিংয়ে কৌশানির সঙ্গে রোম্যান্টিক দৃশ্যে বাড়াবাড়ি হলেই বাবার ধমক খেয়েছি: বনিপ্রসঙ্গত শাহরুখকে শেষবার দেখা গেছে আনন্দ এল রাই-এর জিরো ছবিতে। ছবিটি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ার পর থেকে আপাতত বড়পর্দা থেকে দূরেই রয়েছেন কিং খান।

ক্যাটরিনা ও ভিকি কৌশলকে নিয়ে নতুন গুঞ্জন বলিউডে

বলিউডের ব. অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হতে সময় লাগে না। সম্প্রতি ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশলকে নিয়ে শুরু হয়েছে তেমনই একটি গুঞ্জন। ভিকিকে বলা যায় বলিউডের নব্য তারকা। আর ক্যাটরিনার সঙ্গে সলমন খান ও রণবীর কাপুরের সম্পর্ক নিয়ে অতীতে কম গসিপ হয়নি। এবছর দীপাবলির একটি পার্টিতে ক্যাটরিনা ও ভিকিকে দেখা গিয়েছিল একসঙ্গে। তার পরেই শুরু হয়েছে বলিউডের নতুন গসিপ।বলিউডের নায়ক-নায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নেন। যাঁরা কখনও একসঙ্গে অভিনয় করেননি, তাঁদের মধ্যেও গভীর বন্ধুত্বের উদাহরণও কম নেই। ক্যাটরিনা প্রায় ষোলো বছর কাটিয়ে দিয়েছেন বলিউডে। আর ভিকি খ্যাতির শিখরে উঠেছেন বিগত দু-তিন বছরে। এই নব্য তারকার সঙ্গে ক্যাটরিনার দেখাও হয়েছে বিভিন্ন বলিউড ইভেন্টে। কিন্তু দুজনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব বেড়েছে সম্প্রতি তেমন কিছু জানা যায়নি।অনুরাগের সঙ্গে পরের ছবি একটি সুপারন্যাচারাল থ্রিলার: তাপসীএবছর দুজনেই উপস্থিত ছিলেন একটি দীপাবলি পার্টিতে। তার পর থেকেই বলিউডে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। হিন্দুস্থান টাইমসের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই পার্টি থেকে একই সময় বেরিয়ে আসেন ক্যাটরিনা ও ভিকি। বাইরে অপেক্ষা করছিলেন ফোটোগ্রাফাররা। চটপট একটি ভিডিওতে মুহূর্তটি ধরে ফেলেছেন তাঁরা। সেই ভিডিও দেখলে মনে হয়, ফোটোগ্রাফারদের উপস্থিতিতে একটু যেন অস্বস্তিতেই পড়েছেন ভিকি।কিন্তু পার্টি থেকে একই সময় বেরোলেও ভিকি ও ক্যাটরিনা কিন্তু একই গাড়ি ব্যবহার করেননি। প্রত্যেকেই নিজের নিজের গাড়িতে করেই পার্টি থেকে পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেন। এটা জানা যায়নি যে দুজনেরই পরবর্তী গন্তব্য এক ছিল কি না। তবে ক্যাটরিনা ও ভিকির মধ্যে বন্ধুত্বের অতিরিক্ত কোনও সম্পর্ক গড়ে উঠছে কি উঠছে না, এই নিয়ে গসিপ শুরু হয়ে গিয়েছে।জীবনে মাত্র একটি ছবির জন্যই অডিশন দিতে হয়েছে করিনাকেদুই তারকা এখনও পর্যন্ত নিজেদের বন্ধুত্ব নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি সংবাদমাধ্যমের কাছে বা সোশাল মিডিয়াতেও একত্রে কোনও ছবি আপলোড করেননি।

আমার ছেলে অভিনেতা হবে না: শাহরুখ খান

নিজস্ব প্রতিবেদন : ছেলের মধ্যে একজন ভাল অভিনেতা হওয়ার রসদ নেই। তবে একজন ভাল লেখক হওয়ার প্রতিভা আছে। আরিয়ানের কেরিয়ারের বিষয়ে বলতে গিয়ে এমনটাই বললেন শাহরুখ খান। ছেলে আরিয়ানও যে অভিনয় করার বিষয়ে আগ্রহী না, সেটাও জানালেন তিনি।ডেভিড লেটারম্যানের এক টক শোতে হাজির ছিলেন শাহরুখ। সেখানে অভিনয় ছাড়াও বিভিন্ন বক্তিগত বিষয়েও আলোচনা করতে দেখা যায় কিং খানকে। ছোটবেলা, গৌরির সঙ্গে সম্পর্ক, অভিনয় জীবন ইত্যাদি বিষয়ে খুল্লামখুল্লা ছিলেন বাদশা। আলোচনার মাঝেই উঠে আসে ছেলে আরিয়ানের প্রসঙ্গ। সেখানেই শাহরুখ বলেন, 'ওর(আরিয়ান) মধ্যে একজন ভাল অভিনেতা হওয়ার রসদ নেই। তবে একজন ভাল লেখক হওয়ার প্রতিভা আছে।' তবে এটা যে কেবলমাত্র শাহরুখের নিজের উপলব্ধি তা কিন্তু নয়। বাদশা জানান, ছেলে আরিয়ান নিজেই একদিন তাঁকে এসে জানান যে তিনি অভিনেতা হতে চান না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরিয়ান বলেন, 'আমি অভিনয় করব না। কারণ আমি অভিনয় করতে গেলেই সবাই আমাকে বাবার সঙ্গে তুলনা করবে।' শাহরুখ নিজেও মনে করেন যে সেটি একটি বড় সমস্যা হয়ে ওঠতে পারে।এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় ফিল্ম স্কুলে পড়াশুনা করছেন আরিয়ান। তবে, অভিনয় নয়, সিনেমার পরিচালনা ও স্ক্রিপ্ট রাইটিংয়েই ঝোঁক তাঁর। আর ছেলের সেই ইচ্ছাকেই সমর্থন করতে চান কিং খান। তবে, শাহরুখের মেয়ে সুহানা আপাতত অভিনয়ে মন দিতে চান। ইতিমধ্যে একটি শর্ট ফিল্মেও অভিনয় সেরে ফেলেছেন তিনি।

প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির ভাইফেঁটা

মূলত পাঁচদিন ব্যাপী দীপাবলি উতসবের শেষদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। প্রতিবছর নিয়ম করে বালিগঞ্জের বাড়িতে ভাইফেঁটা উদযাপন করেন প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়। আজও ভাতৃদ্বিতীয়ার দিন বোনেদের থেকে ফেঁটা নিয়ে দিন শুরু হল বাংলার ইন্ডাস্ট্রির। বোন পল্লবী চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা সিং ফ্লোরা দাদার মঙ্গল কামনায় তাঁর কপালে ফেঁটা দেন। তবে টলিউডের ইন্ডাস্ট্রির বাড়ির এই অনুষ্ঠান বরাবরই ভীষণ স্পেশাল। কোনও নিয়মের ধার এদিন ধারেন না সকলের প্রিয় বুম্বাদা।প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় আর পল্লবী চট্টোপাধ্যায়ের বন্ডিং অত্যন্ত গাঢ়। সম্প্রতি গুমনামী-তেও একসঙ্গে দেখা গিয়েছে তাদের। কিন্তু এই একটা দিন সকাল থেকে নিজে হাতে সমস্ত তৈয়ারি করেন পল্লবী। মাংস খেতে ভালবাসেন প্রসেনজিত, তাই সেটাও রেঁধে দাদার জন্য তৈরি করে রাখেন তিনি। এছাড়াও পায়েস, মিষ্টি তো আছেই। দাদাও শাড়ি উপহার হিসাবে দিয়েছেন বোনকে।তবে এই ভাই ফেঁটা নিয়ে বা ভাতৃদ্বিতীয়া নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন বেদে বা পুরাণে বোনের হাতে যমের ভাইফেঁটা নেওয়ার কথা নেই! পাশাপাশি বলা হয়েছে যমী অর্থাত যমের বন নাকি কস্মিনকালেও যমকে ভাইফেঁটা দেননি! উপরন্তু ভাই-বোন হওয়া সত্বেও তাঁদের স্বামী-স্ত্রী-র নিরিখেই বিচার করা হয়।দীর্ঘকাল পর যমুনা দিদিকে দেখার জন্য কালী পুজোর দুদিন পরে অর্থাত ভাতৃদ্বিতীয়ার দিন যম যমুনার বাড়ি যাত্রা করে।শর্মিলা সিং ফ্লোরাও নিয়ম করে ভাইফেঁটা দেন প্রসেনজিতকে। এদিন প্রসেনজিত বলেন, ''ও প্রতিবছর ঘড়ি দেন। বাড়িতে তো ঘড়ির লাইন পড়ে গিয়েছে।'' বোনেরাও ফেঁটা দিয়ে দাদার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে ভোলেন না। যমের দুয়ারে কাঁটা দিয়ে দাদার আগামীর যাত্রা শুভ করাই যে একমাত্র কামনা।

রবিবার আগরতলায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

করোনাভাইরাস ঠেকাতে সাময়িক চিনের ভিসা বন্ধ করল ভারত

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চিনের ভিসা বন্ধ করল ভারত ঊ করোনাভাইরাস যাতে ভারতে ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্যই চিনে বসবাসকারী বিদেশি এবং চিনের নাগরিকদের জন্য সাময়িকভাবে ভিসা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। রবিবার টুইটারে এই তথ্য দিয়েছে বেজিংয়ে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ।

চিনের উহান শহর থেকে ভীষণ দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। ভারত, আমেরিকা, ইংল্যান্ড সহ বিশ্বের প্রায় ২৫টা দেশে ইতিমধ্যেই করোনাভাইরাসের জীবাণু মিলেছে। ইতিমধ্যেই দুই দফায় চিন থেকে ৬৪৭জন ভারতীয়কে দেশে ফেরান হয়েছে ঊ এই অবস্থায় করোনাভাইরাস যাতে ভারতে ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্যই চিনে বসবাসকারী বিদেশি এবং চিনের নাগরিকদের জন্য সাময়িকভাবে ভিসা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত ।বেজিংয়ে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস রবিবার টুইট করে জানিয়েছে, 'বর্তমান পরিস্থিতির কারণে চিনের নাগরিকদের এবং সে দেশে বসবাসকারী বিদেশিদের সাময়িক ভাবে ভারতে আসার ই-ভিসা দেওয়া বন্ধ করা হল।' যাঁরা ইতিমধ্যেই ই-ভিসা পেয়েছেন, তাঁদের ভিসাও আর কার্যকর থাকবে না।

ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এও জানানো হয়েছে, যাঁদের ভারতে আসাটা অত্যন্ত জরুরি এই সময়সীমার মধ্যে, তাঁরা যেন অবশ্যই বেজিং, সাংহাই বা গুয়ানঝুতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এই শহরগুলিতে অবস্থিত যে কোনও ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও চলবে।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিনে মৃত্যু হয়েছে তিনশোরও বেশি মানুষের। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৫৬২ জন। এই পরিস্থিতিতে এখনও কোনও প্রতিষেধক না তৈরি হওয়া এই ভাইরাস নিয়ে সারা বিশ্বেই আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ঊকরোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতেই সাময়িক ভিসা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত।

পাথারকান্দিতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন এলপি ও এমই স্তরের বৃত্তি পরীক্ষা

পাথারকান্দি (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক শিক্ষাখণ্ডের অধীনে মোট পাঁচটি পরীক্ষাকেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হল মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ বৃত্তি পরীক্ষার। পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক শিক্ষাখণ্ডের অধীনে এবার আসিমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, বারইগ্রাম জাফরগর এক্সটেন্ডেড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, পাথারকান্দি মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, শিবেরগুল মহাবীর পাবলিক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এবং সোনাখিরা এসপি রায় হাইস্কুল মিলিয়ে মোট পাঁচটি পরীক্ষাকেন্দ্রে পৃথক পৃথক ভাবে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই পরীক্ষায় নিম্ন প্রাথমিক স্তরে ৯৩৫ এবং মধ্য প্রাথমিক স্তরে ৫৮৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। গতকাল শনিবার ছিল নিম্ন প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষা এবং আজ ছিল মধ্য প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষা। দুদিন অনুষ্ঠীত পরীক্ষাকেন্দ্র সমূহের পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক শিক্ষা খণ্ডের আধিকারিক অজয়ভূষণ দাস এবং বিভাগীয় সিআরসিসি অ্যাকাউনটেন্টরা।

সিএএ, এনআরসির বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনের জন্য দায়ী মোদী, কলকাতায় বলেছেন তরুণ গগৈ

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ), জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) এবং জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধন বা এপিআর-এর বিরুদ্ধে গোটা ভারতে আন্দোলন চলছে। অসম এবং পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলন জোরদার সংগঠিত হচ্ছে। এই আন্দোলনের জন্য যদি কেউ দায়ী, তা-হলে তিনি নরেন্দ্র মোদী কিংবা তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার। বক্তা অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈ। রবিবার সল্টলেকের একটি অভিজাত হোটেলে দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে সিএএ, এনআরসি ও এনপিআর সংক্রান্ত এক আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করছিলেন তরুণ গগৈ।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আয়োজিত আলোচনা সভায় অন্যতম বক্তা হিসেবে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ আরও বলেন, চলমান আন্দোলনের ফলে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের বাসিন্দা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষের ভাব গড়ে সংঘাতের সৃষ্টি করা হচ্ছে। অথচ এই ভারতের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য হচ্ছে অটুট নিরবচ্ছিন্ন সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব। সিএএ নামের আইন দেশের পক্ষে সাংঘাতিক ক্ষতিকারক, একে কালো আইন বলেছেন বক্তা। বলেন, এই আইন বাতিলের দাবিতে দেশ জুড়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তাকে তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। অসমেও এর বিরুদ্ধে মানুষ রাজপথে বেরিয়ে এসেছেন। এই কালো আইনকে প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত মানুষ আন্দোলন চালিয়ে যাবেন, দাবি করেছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গগৈ।

অসুস্থ হাতিকে সুস্থ করে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে পাঠাল বনদফতর

ঝাড়গ্রাম, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসুস্থ হাতিটিকে সুস্থ করে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে পাঠাল বনদফতর। বেশ কিছুদিন ধরে ঝাড়গ্রাম জুলোজিক্যাল পার্কে চিকিৎসা চলার পর রবিবার তাঁকে পাঠানো হয়। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে নিয়ে গিয়ে হাতিটিকে কুনকি হাতির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বনদফতর হাতিটির নাম দিয়েছে 'ঝাড়গ্রাম'।

উল্লেখ্য গত ২৩ শে জানুয়ারি জামবনী ব্লকের ঝাড়খন্ড সীমানা লাগোয়া আমতোলিয়া গ্রামের কাছে অসুস্থ অবস্থায় কোন মতে খুড়িয়ে খুড়িয়ে এসে পৌছায়। শুঁড়ের নিচে ক্ষত নিয়ে খাওয় দাওয়া করতে পারছিলনা। বনদফতর এবং স্থানীয়রা খাবারের ব্যবস্থা করেছিল। তারপর গত ২৫ জানুয়ারি হাতিটি বনদফতরের কর্মী ও জলদাপাড়া থেকে দুই জন মাহুত গিয়ে দেখে হাতিটি পোষা হাতি বলে জানান তারা। এরপরেই হাতিটিকে চিকিৎসার জন্য ঝাড়গ্রাম জুলোজিক্যাল পার্কে নিয়ে আসা হয়েছিল। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে হাতিটি গত একমাস আগে ঝাড়খন্ড রাজ্য থেকে এরাজ্যে এসেছিল। তবে হাতিটির মালিক ছিল। সেই মালিক হাতিটিকে ছেড়ে যাওয়ার পরেই উদভ্রান্তের মত ঘুরতে ঘুরতে জামবনীতে এসে পৌঁছায়। তারপর হাতিটিকে গ্রামের মানুষজনেরা হাতিটিকে তাড়ানোর সময় তাঁর হাতির ল্যাজধরে টানার ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। এবিষয়ে ঝাড়গ্রামের ডিএফও বাসব রাজ হোলচ্ছি বলেন, ' হাতিটিকে কুনকি হাতির প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গে পাঠানো হল।'

বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসে নিজের ফিরলেন ছত্রধর

ঝাড়গ্রাম, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দশ বছর চার মাস চব্বিশ দিনের মাথায় বাঁধভাঙ্গা জনতার উচ্ছ্বাসে নিজের ঘরে ফিরলেন জঙ্গলমহলের জনসাধারণের কমিটির অন্যতম মুখপাত্র ছত্রধর মাহাতো। রাজনৈতিক চাপানউতোর যাই থাকুক না কেন রবিবার ঝাড়গ্রামের যে পথ দিয়ে তাঁর গাড়ি গেছে সেখানে উৎসুক জনতার ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। কেউ গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছেন, কেউ করছেন করমর্দন।

রবিবার কলকাতা থেকে জামিনে মুক্ত ছত্রধর মাহাতো লালগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এদিন দুপুরে প্রথমে লোধাশুলিতে তিনি পৌঁছান। সেখানে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। তাঁর গাড়ি থামিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর পর ১০০ টি মোটরবাইকের মিছিল সহকারে ঝাড়গ্রাম শহরর পৌঁছান। ঝাড়গ্রামে তৃণমুলের নেতারা ছত্রধর মাহাতোকে সম্বর্ধিত করেন। এরপর ঝাড়গ্রাম থেকে তিনি বেতকুন্দরীতে পৌঁছায়। সেখানেও উৎসুক জনতার ভিড় ছিল ছত্রধর মাহাতোকে দেখার জন্য। এরপর তিনি লালগড়ে পৌঁছালে লালগড় ব্রিজ থেকে মিছিল করে এসআই চকে যায় ছাত্রধর মাহাত ও তৃণমুলের নেতা কর্মীরা। সেখানেও তাঁকে সংবোর্ধনা দেওয়া হয়। এখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁর মা বেদনাবালা মাহাতো ।তাঁকে দেখেই জাড়িয়ে ধরে সজল চোখে আদর করেন। মানুষের আবেগ দেখে ছত্রধরবাবুর চোখে জল চলে আসে। তিনি এদিন জানিয়েদেন মানুষের পাশে থেকে তিনি কাজ করে যেতে চান। লালগড়ে এত উন্নয়ন দেখেও তিনি আপ্লুত হয়। তবে এখনই তৃণমূলে যোগ দেবেন কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা জিয়েই রাখলেন। দীর্ঘ এক দশক জেলে থাকার পরে পরে শনিবারই তিনি মুক্তি পেয়েছেন। তিনি প্রত্যেক জায়গায় মানুষের ভিড় দেখে বারে বারে বলেন, "এক দশক পরেও এত মানুষ আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন তা ভাবতে পারিনি। আমি মানুষের পাশে আছি আর তাদের পাশে থেকে কাজ করে যেতে চাই।"

২০০৮ সালে পুলিশ সন্ত্রাশ, অনুন্নয়ন, রাস্তা ঘটা, খদ্যের অভাব এই সব গুলি নিয়ে প্রতিবাদী আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিলেন লালগড়ের আমলিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছত্রধর মাহাতো। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরাকার তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, নাশকতা সহ অসংখ্য মামলায় অভিযুক্ত করে কেস রুজু করে।২০০৯ সালে ২৬ সেপ্টম্বর লালগড়ের ছোটপেলিয়া থেকে পুলিশ ও সিআইডি সাংবাদিকের ছদ্মবেশে ছত্রধরকে গ্রেফতার করে। দীর্ঘ এক দশক পরে জেল থেকে মুক্ত হয়ে ছত্রধর তাঁর নিজের জন্মভূমি লালগড়ের পরিবর্তন দেখে রীতিমত খুশি। তিনি এর জন্য রাজ্যের মুখ্যমুন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান ।তিনি বলেন, "আমার জন্মভূমি লালগড়। চব্বিশ ঘন্টা এখানে কাটাতাম। আজ আমার সেই লালগড়কেই চিনতে পারছি না। রাস্তাঘাট সহ এত উন্নয়ন দেখে কোন রাস্তা দিয়ে আসছি তা বুঝতে পারছিলাম না। প্রচুর কাজ উন্নয়ন এবং পরিবর্তন হয়েছে। সব থেকে বড় বিষয় মানুষের খাদ্য সঙ্কট নেই। আর এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। আমি মানুষ পাশে থেকে কাজ করতে চাই। তৃণমূলে যোগ নিয়ে এখনই কিছু ভাবিনি।"

ছত্রধরের স্ত্রী নিয়তী মাহাতো বলেন, "এত বছর উনি বাড়ি ফিরেছেন আমরা পরিবারের সবাই খুবই আনন্দিত ।আমাদের এলাকায় এক সময় অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত ঢুকত না। এখন ঢোকে ।রাস্তা ঘাট, চিকিৎসা সব দিক থেকে উন্নয়ন হয়েছে। মানুষের খাদ্য সঙ্কট আর নেই। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।"

ছত্রধরবাবুর মা বেদনাবালা মাহাতোও এদিন ছেলে ফিরে এসেছে তার জন্য রাজ্যের মুখমন্ত্রীকে ধন্যবান জানিয়েছেন। অন্যদিকে এক সময়ের ছত্রধরের আন্দোলনের সঙ্গী মনোজ মাহাতো,দিলীপ মাহতো, বীরেন্দ্র বেজ সহ আরেও অনেকে আবেগে আপ্লুত। তাঁদের বক্তব্য, "দাদা ফিরে এসেছে ।খুবই ভালো লাগছে।"

ছত্রধর মাহাতোর আইনজিবী কৌশিক সিনহা বলেন "ছত্রধর মাহাতোর বিরুদ্ধে তৎকালীন বাম সরকার মিথ্যা মামলা করেছিল। তিনি প্রতিবাদ আন্দোলন করেছিলেন তাই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্য মামলা দেওয়া হয়েছিল ।বাকি মামলা গুলি থেকেও তিনি মুক্ত হবেন আশা রাখি।"

অন্যদিকে, এদিন মানুষ ভিড়ে দেখা গিয়েছিল তৃণমূলের পতকা, ছিল শ্লোগান। এই প্রসঙ্গে ছত্রধরবাবু বলেন, "যারা আজ আমার জন্য এসেছেন তারা আমার এক সময় সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা নিজেদের পছন্দের দল করতেই পারেন।" এদিন জেলা দূরদূরান্ত থেকে আগত মানুষের জন্য খিচুড়ি রান্না করা হয়েছিল। ছত্রধরবাবু এদিন সারাদিন পরে লালগড় এসআই চকে সাবার সাথে বসে খিচুড়ি খান ঊ তিনি যে মানুষের মধ্যে ছিলেন ও আছেনও তা এদিন হাজারো মানুষের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিয়েছে।

পুঞ্চে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

পুঞ্চ, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। রবিবার পুঞ্চের মেন্ধর সেক্টরে রাত ৭টা নাগাদ নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর থাকা ভারতীয় সেনা ছাউনিগুলি লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় মর্টার এবং মাঝারি ও ছোট স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে অবিরাম ধারায় গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। পাল্টা যোগ জবাব দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী।

এমনকি নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর থাকা ভারতীয় গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করতে থাকে তারা। এই ঘটনার জেরে স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়াও। গ্রামবাসীদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে জঙ্গিদের প্রবেশ করানোর জন্য এই সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান। যদিও সজাগ রয়েছে ভারত।

চিনের ভিসা বন্ধ করল বাংলাদেশও

ঢাকা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এবার চিনের ভিসা বন্ধ করল বাংলাদেশও ঊকরোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত চিনা নাগরিকরা আপাতত নিজ দেশে ফিরতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন। চিনের নাগরিকদের বাংলাদেশে আসার ভিসাও সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ।

মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণের করোনাভাইরাস ঠেকাতে চিন ভ্রমণে কড়াকড়ি আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপানসহ বহু দেশ। ফিলিপাইনসহ অনেক দেশই এই ভাইরাসের প্রকোপ ঠেকাতে চিন থেকে আসার ভিসা বন্ধ করে দিয়েছে। সেই তালিকায় এবার যোগ হল বাংলাদেশও। অনেক দেশের এয়ারলাইন্স চিনগামী ফ্লাইটও বন্ধ করে দিয়েছে।

করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করার জন্য বিমানবন্দরে বসানো হয়েছে থার্মাল স্ক্যানার। কোনও রোগী শনাক্ত করা হলে তাকে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য কুর্মিটোলা হাসপাতালে প্রস্তুত রাখা হয়েছে আইসোলেশন ইউনিট। এছাড়া এ ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার প্রস্তুত বলেও জানাচ্ছেন ঊর্ধতন কর্মকর্তারা।

তিলোত্তমায় অরিজিৎ সিং, জনজোয়ারে বিনোদন পার্কে

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : তিলোত্তমায় পা রাখলেন সঙ্গীত প্রেমীদের হার্টথ্রব অরিজিৎ সিংঊরবিবার ছুটির বেলায় অরিজিৎ সিং- র এক ঝলক দর্শন পেতে জনজোয়ার কলকাতার অন্যতম বিনোদন পার্ক ইকোপার্কে ।হাজারো হাজারো মানুষের ভিড় ইকোপার্কে।

রোমান্টিক গানের অন্যতম জনপ্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং। ৮ থেকে ৮০ সকলেরই অত্যন্ত পছন্দের তিনিঊবলিউডে অরিজিৎ সিং-এর দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এদিন ইকোপার্কে লাইভ পারফমেন্স করলেন অরিজিৎ সিং ।অরিজিৎ সিংকে দেখতে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমিয়েছে কলকাতার বিনোদন পার্কে ।একের পর এক সুপারহিট গান উপহার দিয়ে চলেছেন অরিজিৎ সিং । বলিউড হোক টলিউড সর্বত্রই অবাধ বিচরণ তাঁরাঊ প্রেমের গান হোক বা দুঃখের ,মজার হোক বা একেবারে হালফিলের ঝিনচ্যাক, অরিজিৎ সিং যেন সবেতেই একশো তে একশো । ইয়াং জেনারেশনের কাছে অরিজিৎ সিং মানে ভালবাসার অপর নামঊ বিয়েবাড়ি থেকে পুজোর প্যান্ডেল সব জায়গাতেই চলে অরিজিৎ সিং-এর গানঊএবার সেই অরিজিৎ সিং- র গানে মেতে উঠলো বিনোদন পার্ক ইকো পার্কও।

পেটিএম জালিয়াতির মূল পাণ্ডা-সহ ৫জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পেটিএম জালিয়াতির অন্যতম মূল পাণ্ডা-সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত দেওঘর এবং জামতাড়ার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁদের রবিবার স্থানীয় আদালতে পেশ করা হবে। সেখান থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসা হবে কলকাতায়।

কলকাতা শহর জুড়ে পেটিএম জালিয়াতির ঘটনায় অন্যতম মূল পাণ্ডা-সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এটিএম প্রতারণার মতোই শহরের বেশ কয়েক ডজন মানুষ এই জালিয়াতদের পেটিএম জালিয়াতিতে লাখ লাখ টাকা খুইয়েছেন। ঘটনার কথা জানতে পেরে তদন্ত শুরু করে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। তদন্তের শুরুতেই তাঁদের সন্দেহ গিয়ে পড়ে ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া গ্যাং'র দিকে। তবে জামতাড়ায় এই ধরনের প্রতারণার সঙ্গে একাধিক গ্যাং যুক্ত, তাই ঠিক কোন দল এই কারবার চালাচ্ছে তা চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়নি তাঁরা।

অবশেষে শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত দেওঘর এবং জামতাড়ার বিভিন্ন জায়গায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। তাদের রবিবার স্থানীয় আদালতে পেশ করে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

কলকাতা পুলিশের এক তদন্তকারী অফিসার বলেন, 'ধৃতদের কলকাতায় এনে জেরা করলে বোঝা যাবে ওই গ্যাংয়ের প্রকৃত চেহারা। শুধু কলকাতা নয়, একই ভাবে এরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতারণা করছে।' কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ১৫ জানুয়ারি সমীর কুমার সিনহা নামে এক ব্যক্তি শেক্সপীয়র সরণি থানায় প্রতারণার অভিযোগ জানান। তিনি পুলিশকে জানিয়েছিলেন, তিনি একটি ফোন পান। সেই ফোনে বলা হয় পেটিএমে তাঁর কেওয়াইসি আপডেট করতে হবে। তাঁকে একটি লিঙ্ক পাঠানো হয় এসএমএস-এ। সেই লিঙ্ক-এ ক্লিক করে কেওয়াইসি আপডেট করা মাত্রই তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয়ে যায় প্রায় সাত লাখ টাকা। শুধু ওই ব্যক্তি নন, শহর জুড়ে তিরিশের বেশি এ ধরনের প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে। প্রতি ক্ষেত্রেই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির ফোন পেয়ে মেসেজে পাঠানো লিঙ্ক ক্লিক করে কেওয়াইসি আপডেট করতে গিয়ে টাকা খুইয়েছেন মানুষ। অবশেষে এল সাফল্য ঊ গ্রেফতার হল পাঁচজন

শালগঙ্গা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ ব্রজরমণ গোস্বামীর ১১১-তম জন্মতিথি উপলক্ষে ধারা কার্যসূচি

শালগঙ্গা (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার শালগঙ্গার শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধসাধক অনন্তশ্রী প্রভুপাদ ব্রজরমণ গোস্বামীর ১১১-তম জন্মতিথি উপলক্ষে ব্যাপক কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। শালগঙ্গার প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ ব্রজরমণ গোস্বামীর প্রপুত্র বরণ্য গোস্বামী রবিবার সাংবাদিকদের এ বিষয়ে বিশদে তথ্য তুলে ধরেন।

বরণ্য গোস্বামী জানান, প্রভুপাদের ১১১-তম জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসবের সূচনা হয়েছে গত ১২ জানুয়ারি। ওই দিন যুবদিবস উপলক্ষে ব্রজরমণ গোস্বামীর ভাবাদর্শে পরিচালিত ব্রজাদিত্য সেবা সংস্থার সব শাখায় বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে উৎসবের সুচনা হয়। এর পর ১৯ জানুয়ারি ১১১-তম জন্মতিথি উপলক্ষে দুস্থদের মধ্যে খ্যদ্য সামগ্রী বিতরণ, ২৩ এবং ২৬ জানুয়ারি দুস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরণ, ২ ফেব্রুয়ারি কালাইন শাখায় রক্তদান শিবির, ৩ ফেব্রুয়ারি শালগঙ্গা আশ্রমে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির, ৪ ফেব্রুয়ারি বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির, ৬ ফেব্রুয়ারি বিনামূল্যে রক্তদান শিবির এবং ওইদিন সন্ধ্যায় শিলচর থেকে আগত সঙ্গীত শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। এর পর ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বশান্তি কামনায় গীতা যজ্ঞের মাধ্যমে ধারা কার্যসূচির সমাপ্তি ঘটবে।

কাছাড় জেলায় ''আইদেউর বুলনি'' অনুষ্ঠিত

শিলচর (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসম প্রদেশ মহিলা মোর্চার উদ্যোগে সমগ্র রাজ্যের প্রত্যেক মণ্ডলে ''আইদেউর বুলনি'', অর্থাৎ 'নারী হোক অনন্যা' শীর্ষক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এরই সাথে সঙ্গতি রেখে রবিবার কাছাড় জেলার অন্তর্গত বিজেপি-র কাটিগড়া মহিলা মোর্চা কর্তৃক এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন, অসম প্রদেশ মহিলা মোর্চার উপ-সভানেত্রী সন্ধ্যা আচার্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য তথা শিলচর ১২ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার ভাগ্যরানি পাল, দক্ষিণ কাটিগড়া জেলা পরিষদ সদস্য অসীম দত্ত প্রমুখ। এদিন সকাল ১১:৩০টায় কাটিগড়া মণ্ডল কার্যালয়ে অতিথিবর্গ এবং মহিলা মোর্চা মণ্ডল সভানেত্রী বাবলি নাথ প্রদীপ প্রজ্বলন করে 'নারী হোক অনন্যা' শীর্ষক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এর পর এক ধামাইল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েঠে।

কাটিগড়া খণ্ডের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ৯-টি ধামাইল দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন এবিভিপি কাটিগড়া শাখার সভাপতি প্রদীপকুমার দে এবং স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা পুতুলরানি দাস।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল উপ-সভাপতি অপূর্ব দাস, গৌতম নাথ, রিপন দাস, দুলেন্দু মালাকার প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক জয়াশিস দাস। কালাইন মণ্ডলেও অনুরূপ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সবশেষে কাটিগড়া মহিলা মোর্চার মণ্ডল সভানেত্রী বাবলি নাথের ধন্যবাদসূচক বক্তব্যের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

এদিকে ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চা লক্ষ্মীপুর মণ্ডেলের উদ্যোগেও আজ কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুরে ''আইদেউর বুলনি'' অর্থাৎ 'নারী হোক অনন্যা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে ধামাইল নৃত্য, ঝুমুর নৃত্য, মণিপুরি নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অনেক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। অন্য অংশগ্রহণকারীদের সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন রিনা সিংহ, সঞ্জয় কুমার ঠাকুর। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গুঞ্জন কর, নব্যেন্দু রায়, শম্পা দাস, বাণীতম্বি শর্মা, আলপনা বিবি, চিরঞ্জিত রায়, রজত ঘোষ প্রমুখ।

সবশেষে কাটিগড়া মহিলা মোর্চার মন্ডল সভানেত্রী বাবলি নাথ ধন্যবাদ সূচক বক্তব্যের মাধ্যমে ঐদিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

কাছাড়ের সোনাবাড়ি এলাকায় জনৈক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার, উত্তেজনা

সোনাই (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার সোনাবাড়ি এলাকা থেকে জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধারকৃত মৃতদেহকে জনৈক মাইজুল হক লস্কর (৩৫)-এর বলে শনাক্ত করা হয়েছে। মাইজুলের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

জানা গেছে, শনিবার রাতে রক্তাক্ত অবস্থায় মাইজুল হক লস্করের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর বাড়ি সোনাই বিধানসভা এলাকার বাগপুর গ্রামে। পুলিশের কাছে জানা গেছে, গতকাল সে একটি মোটর বাইকে চড়ে এসেছিল। এখানে আসার পর ঘিরে আটকান গ্রামের মানুষ। পুলিশ জানিয়েছে, নানা অসামাজিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে কয়েকদিন আগে মাইজুল হক কারাবাস থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছিল। এই এলাকায় সে ডাকাত হিসেবেই পরিচিত ছিল। তাই উত্তেজিত মানুষের পিটুনিতে সে মারা গেছে কিনা তা তদন্ত সাপেক্ষ, জানিয়েছেন পুলিশের জনৈক অফিসার ।এদিকে সোনাবাড়ি এলাকায় জনৈক ব্যক্তির লাশ উদ্ধারের খবর পেয়ে ছুটে আসেন এলাকার প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি আলতাফ হুসেন। তিনি যখন আসেন তখেন সেখানে শত শত উত্তেজিত মানুষের ভিড় ছিল। মাইজুলের অসামাজিক কার্যকলাপে জনতা উত্তেজিত ছিল। তিনি পুলিশকে খবর দেন। ঘটনার খবর পেয়ে ডিএসপি এজে বরুয়া শিলচর সদর থানার ওসি পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পুলিশ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে এনে মাইজুলের রক্তাক্ত দেহ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসকরা জানান অনেক আগেই সে মারা গিয়েছে। এর পর তার মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয় ।এদিকে পুলিশ এই ঘটনাকে এক খুনজনিত মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। আসল রহস্য বের করতে পুলিশ সব ধরনের প্রয়াস চালাচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী অফিসার।

প্রধানমন্ত্রী নিজে করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে, দাবি হর্ষ বর্ধনের

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করোনাভাইরাস নিয়ে গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। পাশাপাশি করোনাভাইরাস মোকাবিলা করার জন্য কেরল সরকারকে সমস্ত রকমের সহায়তা দেবে কেন্দ্র বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন হর্ষ বর্ধন জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত ভাবে গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমনকি কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। চিন, থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর থেকে আগতদের ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে তবেই ছাড়া হচ্ছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে কেরলে দ্বিতীয় ব্যক্তির শরীরে করোনাভাইরাসের জীবাণু পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে ওই ব্যক্তি চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে কেরল সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

৪১-এর বেশি আসন পাবে বিজেপি, দাবি স্বামীর

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন জোর কদমে চলছে নির্বাচনী প্রচার। একদিকে যখন ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি। তখন ক্ষমতায় আসার জন্য ব্যাপক পর্যায় প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। এমন পরিস্থিতিতে রবিবার বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা সুব্রাহ্মনিয়ম স্বামী দাবি করেছেন যে ৭০ আসন বিশিষ্ট দিল্লি বিধানসভায় আসন্ন নির্বাচনে ৪১টির বেশি আসন পাবে বিজেপি।

এদিন সুব্রাহ্মনিয়ম স্বামী জানিয়েছেন, শাহিনবাগ আন্দোলনের ফলে দীর্ঘ সময় ধরে দিল্লির একাংশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে দেশের অর্থ ব্যবস্থা নিয়ে কেউ কোনও ভাবনা চিন্তা করছে না। টুকড়ে টুকড়ে গ্যাঙয়ে আন্দোলনের জন্য আদতে বিজেপি যে লাভবান হবে এমন আশাপ্রকাশ করে তাঁর দাবি এই আন্দোলনের ফলে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে নির্বাচনী প্রচার যখন শুরু হয়েছিল তখন পাল্লা আম আদমি পার্টির দিকেই হেলেছিল। শাহিন বাগ আন্দোলনের ফলে দিল্লিবাসী এখন বিজেপির দিকে ঝুঁকেছে। প্রচারের শেষ দফায় বিজেপি নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়েছে বলে মনে করেন স্বামী। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচন দিল্লিতে।

করোনা-আতঙ্ক এবার উত্তরাখণ্ডে, আক্রান্ত সন্দেহে ঋষিকেশ এইমস-এ চিকিৎসাধীন মহিলা

ঋষিকেশ (উত্তরাখণ্ড), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মারণ- করোনাভাইরাস-আতঙ্ক এবার ছড়িয়ে পড়ল উত্তরাখণ্ডে। করোনাভাইরাস সংক্রমিত সন্দেহে উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশ-এর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সস (এইমস)-এ ভর্তি করা হয়েছে একজন মহিলাকে। ঋষিকেশ এইমস-এ চিকিৎসা চলছে ওই মহিলার। চিকিৎসকরা ওই মহিলাকে এই মুহূর্তে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। সম্প্রতি চিন থেকে ভারতে এসেছিলেন ওই মহিলা। তিনি করোনাভাইরাস আক্রান্ত কি না, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

মরুরাজ্য রাজস্থানেও ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস-এর আতঙ্ক। রাজস্থানের আজমের-এর জওহরলাল নেহরু হাসপাতালের আইসোলেসন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন একজন রোগী। তিনি করোনাভাইরাস আক্রান্ত কি না, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। প্রায় দেড় বছর ধরে চিনে ছিলেন ওই যুবক। সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন তিনি।

দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বাজেটে কিছুই নেই : এম কে স্ট্যালিন

চেন্নাই, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের ২০২০-২১ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটকে 'দিশাহীন' আখ্যা দিলেন ডিএমকে সভাপতি এম কে স্ট্যালিনঊ এম কে স্ট্যালিনের মতে, কেন্দ্রীয় বাজেটে দরিদ্র এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের জন্য কিছুই নেইঊ রবিবার চেন্নাইয়ে স্ট্যালিন বলেছেন, 'বাজেটে দরিদ্র এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের জন্য কিছুই উল্লেখ নেইঊ বরং ধনীদের ছাড় দেওয়ার জন্য বিবৃতি পড়ার মতোই ছিলঊ বাজেটে দরিদ্রদের কল্যাণের স্বার্থে কিছুই ছিল না, বেকার সমস্যার সমাধানের জন্যও বাজেটে কোনও উল্লেখ নেইঊ'এদিকে, সিএএ (সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন), এনআরসি (জাতীয় নাগরিক পঞ্জি) এবং এনপিআর (ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্ট্রার)-এর বিরোধিতায় সই সংগ্রহ অভিযানে নামল ডিএমকে এবং সহযোগীরাঊ ২ ফেব্রুয়ারি, রবিবার থেকে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার পর্যন্ত সিএএ, এনআরসি এবং এনপিআর-এর বিরুদ্ধে সই সংগ্রহ করবে ডিএমকে এবং সহযোগীরাঊ এরপর সেই সমস্ত সই রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাতে তুলে দেওয়া হবেঊ এম কে স্ট্যালিন জানিয়েছেন, ডিএমকে এবং সহযোগীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিএএ, এনআরসি এবং এনপিআর-এর বিরুদ্ধে সই সংগ্রহ অভিযান চালানো হবে তামিলনাড়ুতেঊ ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলছে সই সংগ্রহ অভিযানঊ তারপর সেই সমস্ত সই রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেওয়া হবে

জনসভা নীতিশের

আটের পাতার পর

জেডি(ইউ)-র রাজনৈতিক বিস্তারের জন্য দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে দুইটি আসনে প্রার্থী দিয়েছে নীতিশের দল। পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলের মতে ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে জেতার পর মন্ত্রক বন্টন নিয়ে বিজেপি এবং জেডি(ইউ)-র মধ্যে মনোমালিন্য হয়েছিল। এবারের যৌথ জনসভা সেই দূরত্ব গোচাবে।

অমিত ও জগতপ্রকাশ

আটের পাতার পর

এলাকায় জনসম্পর্ক অভিযান করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্থানীয়দের হাতের দলের নির্বাচনী প্রচার পত্র তুলে দেন অমিত শাহ। এর আগে সকালে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর জানিয়েছিলেন, 'আর পাঁচদিন বাকি দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের। রবিবার ছুটি থাকার কারণে প্রচারের জন্য আদর্শ দিন। দিল্লির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে জনমুখী কাজের কথা তুলে ধরার জন্য এদিন বাড়ি বাড়ি প্রচার চালাবে এক লক্ষ বিজেপিকর্মী।'

উল্লেখ করা যেতে পারে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন। গণনা হবে ১১ ফেব্রুয়ারি।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চিন থেকে দিল্লিতে ফিরল দ্বিতীয় বিমান, স্বস্তিতে ৩২৩ জন ভারতীয় নাগরিক

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মারণ-করোনাভাইরাসের উতত্তিস্থল চিনের হুবেই প্রদেশঊ হুবেই প্রদেরে উহান শহর থেকে দিল্লিতে ফিরল এয়ার ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় বিশেষ বিমানঊ রবিবার সকালে এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিশেষ বিমানে দিল্লিতে ফিরেছেন ৩২৩ জন ভারতীয় নাগরিকঊ এছাড়াও মালদ্বীপের ৭ জন নাগরিককেও ওই বিমানেই উহান থেকে দিল্লিতে ফিরিয়ে আনা হয়েছেঊ মালদ্বীপের নাগরিকদের উহান থেকে দিল্লিতে নিয়ে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লা শাহিদঊ

রবিবার ভোররাত ৩.১০ মিনিট নাগাদ চিনের উহান থেকে টেকঅফ করে এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমানঊ ওই বিমানে ছিলেন ৩২৩ জন ভারতীয় নাগরিক এবং মালদ্বীপের ৭ জন নাগরিকঊ সকাল ৯.১০ মিনিট নাগাদ দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করে এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিশেষ বিমানঊ মালদ্বীপের ৭ জন নাগরিককে উহান থেকে দিল্লিতে নিয়ে আসার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে ধন্যবাদ জানিয়ে মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লা শাহিদ বলেছেন, 'মালদ্বীপের ৭ জন নাগরিককে উহান থেকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এ জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে অসংখ্য ধন্যবাদঊ' উহান থেকে ভারতে ফিরে আসা ভারতীয় ও মালদ্বীপের নাগরিকদের আগামী বেশ কিছু দিন পর্যবেক্ষণে রাখবেন চিকিতকরা

হরিয়ানায় ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনা, মর্মান্তিক মৃত্যু ৬ জন যুবকের

চণ্ডীগড়, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হরিয়ানার কৈথাল জেলায় ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৬ জন যুবকঊ শনিবার রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কৈথাল জেলায়, পুন্ডরী-ধান্দ রোডেঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নিঊ পুলিশ সূত্রের খবর, মৃতদের প্রত্যেকের বয়স ১৯ থেকে ২৫ বছরের মধ্যেঊ

রবিবার পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, শনিবার গভীর রাতে হরিদ্বার থেকে কৈথাল জেলায় আসছিল একটি এসইউভি গাড়িঊ রাতের অন্ধকারে পুন্ডরি থানার অন্তর্গত পুন্ডরী-ধান্দ রোডে এসইউভি গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি গাড়িঊ জোরালো সংঘর্ষের জেরে গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়ঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রত্যেককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ ঘাতক গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছেঊ

করোনাভাইরাস-এর দ্বিতীয় আক্রান্তের খোঁজ মিলল কেরলে : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি ও তিরুবনন্তপুরম, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে নোবেল করোনাভাইরাসঊ কেরলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এক ছাত্রের সন্ধান ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছেঊ ওই ছাত্র চিকিতাধীন রয়েছে ত্রিশূর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেঊ রবিবার কেরলে ফের মিলল করোনাভাইরাসের সন্ধানঊ কেরলের এক ব্যক্তির শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছেঊ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে রবিবার জানানো হয়েছে, কেরলে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় পজিটিভ উপসর্গ ধরা পড়েছেঊ ওই রোগী চিনে গিয়েছিলেন, এমন রেকর্ডও রয়েছেঊ তাঁকে একটি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছেঊ

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ওই রোগী শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, চিকিতকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনিঊ কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা জানিয়েছেন, 'আলাপ্পুঝা মেডিক্যাল কলেজে চিকিতা চলছে ওই রোগীরঊ যদিও, পুণের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ভাইরোলজি থেকে এখনও রিপোর্ট পাইনি আমরা, তবে ওই রোগীর করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছেঊ' ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের প্রথম সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল কেরলেইঊ দ্বিতীয় আক্রান্তেরও সন্ধান পাওয়া গেল দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যেঊ চিনের গণ্ডি পেরিয়ে ধীরে ধীরে বিশ্বের দেশে ছড়িয়ে পড়ছে করোনাভাইরাসঊ

ইয়েদুরাপ্পা

আটের পাতার পর

রবিবার এ কথা জানিয়েছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পাঊ রবিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হবে, রাজভবনে শপথ নেবেন বিধায়করাঊ

প্রসঙ্গত, কংগ্রেস এবং জেডি (এস) থেকে ১০ জন বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেনঊ সেই ১০ জন-সহ মোট ১৩ জন বিধায়ক ৬ ফেব্রুয়ারি শপথ নেবেনঊ ২০১৯ সালের ৫ ডিসেম্বর বিধানসভা উপনির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক আসনে জয়লাভ করার পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল বিজেপিঊ তারপর থেকে বহুদিন হয়ে গেলঊ অবশেষে ৬ ফেব্রুয়ারি বি এস ইয়েদুরাপ্পা মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হবেঊ এদিন বেঙ্গালুরু শহরতলির রেল প্রকল্প সম্পর্কে বি এস ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করব আমরাঊ ৩ বছরের মধ্যে সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে চাই আমরাঊ যত দ্রুত সম্ভব কাজ শুরু করা হবে

সরব দিগ্বিজয়

আটের পাতার পর

শঙ্করাচার্য এবং রামানন্দচার্যকে যুক্ত করা উচিত। এই দুই আচার্যকে যুক্ত না করলে মন্দির নির্মাণ নিয়ে রাজনীতি করবে বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং আরএসএস।

নিজের বিরুদ্ধে ওঠা তোষণের অভিযোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'আমি মুসলমান এবং হিন্দুদের তোষণ করি না। আমি মানুষকে তোষণ করি।'

উল্লেখ করা যেতে পারে বরাবরই বিতর্কিত মন্তব্য করে সংবাদের শিরোনামে থেকেছে দিগ্বিজয়। রবিবারও তার অন্যথা হল না।

কং নেত্রী সুস্মিতা

তিনের পাতার পর

দেবেন রাজ্যের বঙ্গভাষী জনসাধারণ। বিধায়ক বলেন, নাগরিকত্ব আইনের দোহাই দিয়ে বাঙালিদের চাকরি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ভূমি এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক অধিকার যদি কেড়ে নেওয়া হয় তা-হলে এই আইন আমরা চাই না।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, সাংসদ রাজদীপ রায় ভারতবর্ষের ইতিহাস জানেন না। তাই তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস অধ্যয়নের পরামর্শ দেন সতুবাবু। তাছাড়া বিজেপি দলের ইতিহাসকে বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস বলে তিনি উল্লেখ করেন। বলেন, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির জন্য কংগ্রেস নেতারা যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন, তখন বিজেপি দলের কিছু নেতা ব্রিটিশের দালালিতে লিপ্ত ছিলেন। সুতরাং বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস থেকেই বিজেপি দলের জন্ম বলে অভিযোগ তুলে বক্তব্য পেশ করেছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়।

আজকের জনজাগরণ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক মণিলাল গোয়ালা, উত্তম মজুমদার, সুব্রত দেব, তাপস পুরকায়স্থ, রজত চক্রবর্তী, জেলা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সংঘমিত্রা দাস, শাহদত আহমদ চৌধুরী প্রমুখ।

করোনাভাইরাস সংক্রমণে চিনে মৃত্যু বেড়ে ৩০৪, সতর্কতা জারি হু-এব

বেজিং, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ধীরে ধীরে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হচ্ছে চিন। মারণ করোনাভাইরাস-এর হানায় চিনে মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৩০০। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৪৫ জনের। রবিবার সকাল পর্যন্ত চিনে করোনাভাইরাস-এর সংক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন ৩০৪ জন। চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, করোনাভাইরাস-এর সংক্রমণে আরও ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। হুবেই প্রদেশেই ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারি রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৩০৪, সংক্রমিত ১৪, ৩৮০ জন।

মারণ-করোনাভাইরাস ইতিমধ্যেই চিনের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। এবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-এর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

মাসের প্রথম রবিবারে শীতের দাপট অব্যাহত দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শীতের দাপট অব্যাহত রাজধানী দিল্লিতে। রবিবার সকালে দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে এদিন সারাদিন ধরে ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় হিমেল হাওয়া বইবে রাজধানী জুড়ে। শীতের জেরে জবুথবু অবস্থা দিল্লিবাসী। রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার পাশে আগুন জ্বালিয়ে শরীর গরম করছে পথবাসীরা।

এদিন কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে দিল্লির বায়ু দূষণের মান এয়ার কুয়ালিটি ইনডেক্স সকাল ৯টা পর্যন্ত ছিল ২২৩। কিন্তু এদিন দিল্লির শীতকে উপেক্ষা করেই প্রচারে বেরোয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা।

মোদী সরকার সংস্কার নিয়েই উদ্বিগ্ন, এ জন্যই রাজনীতিতে এসেছি : এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) সুব্রহ্মণম জয়শঙ্কর প্রত্যক্ষ রাজনীতির লোক নন তিনিঊ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারে বিদেশ দফতরের ভার ছিল তাঁর কাঁধেইঊ কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী হিসেবে এস জয়শঙ্কর ইতিমধ্যেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেনঊ বহু মানুষের মনেই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করে, এস জয়শঙ্কর রাজনীতিতে কেন এলেন? এস জয়শঙ্কর নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রীর কথায়, নরেন্দ্র মোদী সরকার সংস্কার নিয়েই উদ্বিগ্ন, এ জন্যই রাজনীতিতে যোগদান করেছিঊ রবিবার এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, 'আমি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার একটি কারণ হল, এই সরকার সংস্কার নিয়েই কথা বলেঊ এই সরকারের কাছে সংস্কারের অর্থ পুষ্টি, নারী শিক্ষা এবং মধ্যবিত্তদের জন্য সেবাঊ তখন আমি ভেবেছিলাম, এই সংস্কারে আমারও অবদান রাখা উচিতঊ' এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, 'বিগত ৫ বছরে, এই সরকারের অধীনে, আমরা এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছি, যার ফলে বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে ভারতীয়রা সমস্যার মধ্যে পড়লে, আমরা তাঁদের পাশেই রয়েছি

দক্ষিণ ফ্লোরিডার গীর্জায় চলল গুলি, নাবালক-সহ মৃত্যু ২ জনের

ফ্লোরিডা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে দক্ষিণ ফ্লোরিডায় গীর্জার ভিতরেই চলল গুলি। গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ২ জন। একজনের বয়স ১৫ বছর, অপরজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। এছাড়াও একজন মহিলা ও নাবালক গুরুতর জখম হয়েছেন। স্থানীয় সময় অনুযায়ী শনিবার বিকেল ২.৩৪ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ ফ্লোরিডার রিভিয়েরা বিচের ডাব্লু ২০ স্ট্রিটের ভিক্টরি সিটি গীর্জায় এলোপাথাড়ি গুলি চলে। প্রায় ১৩ রাউন্ড গুলি চালানো হয়।

রিভিয়েরা বিচ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার বিকেলে ভিক্টরি সিটি গীর্জায় এলোপাথাড়ি গুলি চলে। প্রায় ১৩ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ২ জন। জখম হয়েছেন একজন মহিলা ও নাবালক। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আততায়ীকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

শিশু পুত্রের

● প্রথম পাতার পর

সুষ্ঠু তদন্ত ও ঘাতক গাড়ি চালকের চালকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও অসহায় গৌতমের পরিবারের ক্ষতিপূরণ দাবি করছে।

এদিকে যান সন্ত্রাসে প্রাণ গেল পাঁচবছরের এক শিশুর। ঘটনা শনিবার বিকেলে বিশালগড় থানাধীন দুই নং গেইট এলাকার আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কে। শিশুটির বাড়ি সবরপাড়া এলাকায়। শিশুটির নাম আমেন সবর। জানা গেছে একটি বাস গাড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। মৃত শিশুটির মা একজন বাগানের শ্রমিক। শিশুটির মা হরিশনগর চা-পাতা বাগানের অফিসে গিয়েছিলেন কাজের টাকা আনতে। তখন শিশুটির দিকে আর তার মার নজর ছিল না। শিশুটি জাতীয় সড়কে চলে আসে। সেখানে তাকে একটি যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। প্রথমে তাকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে গেলে, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রেফার করা হয় হাপানিয়া হাসপাতালে। পরে হাপানিয়া হাসপাতালেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে বলে জানা যায়। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

আটক

● প্রথম পাতার পর

সংবাদ প্রতিনিধিদের জানায় ঐ মহিলা ও এক যুবক পার্কের অভ্যন্তরে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়েছিল। এমনকি তারা একটি হোটেলে বসে মদ্যপানও করেছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠছে পার্ক গুলির অভ্যন্তরে নজরদারি বৃদ্ধির। কারন এইদিনের ঘটনা প্রমান করে দিল পার্ক গুলির অভ্যন্তরে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ চলে। এখন দেখার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এইদিকে জোলাইবাড়ি ফাঁড়ি থানার পুলিশ নাবালিকা ও ঐ মহিলার পরিবারের লোকজনদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে বলে খবর।

অনুষ্ঠিত

● প্রথম পাতার পর

সদস্যদের মানুষের কাছে যেতে হবে। তাদের সত্যটা তুলে ধরে বিভ্রান্তি থেকে দূরে রাখতে হবে বলে বার্তা দেন তিনি। যেই দল দেশের স্বার্থে কাজ করবে তাঁর পাশে দাড়াতে হবে। যারা দেশকে নষ্ট করতে চায় তাদের দূরে ঠেলে দেওয়ার আহ্বান জানান। এদিনের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এ বি ভি পি-র উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক সম্পাদক নীরভ গেলানী, ত্রিপুরা প্রদেশ সভানেত্রী মিলন রানী জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা।

মন্ত্রক

● প্রথম পাতার পর

পাওয়া গিয়েছিল কেরলেই। দ্বিতীয় আক্রান্তেরও সন্ধান পাওয়া গেল দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে। চিনের গণ্ডি পেরিয়ে ধীরে ধীরে বিশ্বের দেশে ছড়িয়ে পড়ছে করোনাভাইরাস।

নিম্নমানের কাজের অভিযোগ, বুদবুদের মাড়ো গ্রামে ঢালাই রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামবাসীরা

দুর্গাপুর, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বালির বদলে মাটি। ৮ ইঞ্চির বদলে ৪-৫ ইঞ্চি ঢালাই। তৈরির আগেই ভেঙে পড়ছে নর্দমা। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজের অভিযোগ। আর ওই অভিযোগ তুলে গ্রামের রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামবাসীরা। নজিরবীহিন ঘটনাটি ঘটেছে বুদবুদের মানকর পঞ্চায়েতের মাড়ো গ্রামে। প্রায় কুড়িদিন ধরে বন্ধ ঢালাই রাস্তা নির্মাণের কাজ। প্রশাসন তদন্ত করতে না আসার কারণে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়।

বুদবুদের মানকর পঞ্চায়েতের মাড়ো গ্রাম। ওই গ্রামের বাউরীপাড়ার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল ছিল। বর্ষায় চলাফেরা করা দুঃসাধ্য ছিল। এক হাঁটু জল-কাদার মধ্যে যাতায়াত করতে হত বাসিন্দাদের। সম্প্রতি ওই রাস্তাটি নিকাশি নালা সহ ঢালাই করার অনুমোদন হয়। প্রায় ১৬০০ মিটার রাস্তার কাজের বরাত পায় স্থানীয় এক ঠিকাদার। কাজও শুরু হয়। কাজের ধরণ দেখে বেজায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। অভিযোগ কাজের "ওয়ার্ক অডার" মোতাবেক কাজ হচ্ছে না। দেওয়া হচ্ছে নিম্নমানের সামগ্রী। আর তাতেই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। নিয়ম মেনে কাজের দাবিতে সরব হয়। ক্ষোভের মুখে পাততড়ি গুটিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয় ঠিকাদার।

স্থানীয় কৌশিক কোনার, কৈলাস মেটে, পাড়ু বাউরী, শ্যামল বাউরী প্রমুখ বাসিন্দা জানান,' ওয়ার্ক অডার অনুযায়ী নর্দমা সহ ১৬৭০ মিটার মোট রাস্তার কাজ। রাস্তায় ৩ ইঞ্চি ইট, ৪ ইঞ্চি বালি ভরাট করে ৮ ইঞ্চি ঢালাই করার বরাত রয়েছে। অথচ ইট"তো দুর অস্ত, নিম্নমানের মাটি ভরাট করে ঢালাই করা হচ্ছে। কোথাও ৩ ইঞ্চি আবার কোথাও ৫ ইঞ্চি ঢালাই করা হচ্ছে। যেভাবে কাজ হচ্ছে রাস্তাটি মাস ছয়েকের মধ্যে ভেঙে পড়বে। ইতিমধ্যে নর্দমার দেওয়াল ভেঙে পড়ছে।' বাসিন্দারা জানান,' সরকারি টাকার দুর্নীতি হচ্ছে। সিডুল(নিয়ম) মেনে কাজ করতে হবে। বিষয়টি লিখিত ভাবে বিডিওকে জানানো হয়েছে। অথচ পনেরো দিন পরও সরজমিন তদন্তে প্রশাসনিক কর্তারা আসেনি।' স্থানীয় বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানান,' সরকারি টাকার নয়ছয় হচ্ছে। কাটমানি খেয়ে কোনভাবে দায়সারা কাজ করতে চাইছে। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে গলসী-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় জানান,'

ওই এলাকার রাস্তাটি দীর্ঘদিনের সমস্য ছিল গ্রামবাসীদের। কাজের মান অবশ্যই সরজমিন তদন্ত করে খতিয়ে দেখা হবে। বিজেপি অযথা রাজনীতি করছে। উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে।'

পার্ক সার্কাসে সিএএ, এনআরসি বিরোধী ধরনা মঞ্চে প্রতিবাদী প্রৌঢ়ার মৃত্যু

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সিএএ, এনআরসি বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন পার্ক সার্কাসের ধরনা মঞ্চেই শনিবার গভীর রাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন প্রতিবাদী প্রৌঢ়া শামিদা খাতুন(৫৭)। চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ইসলামিয়া হাসপাতালে। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। সেখানেই প্রৌঢ়ার মৃত্যু হয়

এই ঘটনায় পরিবারের লোকজন থেকে শুরু করে পার্ক সার্কাসের সিএএ, এনআরসি বিরোধী হাজার হাজার প্রতিবাদী রবিবার শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন। গত ৭ ডিসেম্বর থেকে মধ্য কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে সিএএ ও এনআরসির প্রতিবাদে ধরনা শুরু করেন স্থানীয় মহিলারা। সেই দিন থেকেই প্রতিদিন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পার্ক সার্কাস ময়দানে আসতেন সিআইটি রোডের বাসিন্দা শামিদা খাতুন। রোজ বাড়ির কাজকর্ম সেরে তিনি দ্রুত চলে আসতেন।

সকলকে উৎসাহ দিয়ে বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু শনিবার তাঁর শরীর আর সঙ্গ দিল না। উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিসের সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন তিনি। শনিবার রাতে ধরনা মঞ্চে আচমকা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন শামিদা। অন্যান্য আন্দোলনকারীরা তাঁকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালেই মারা যান তিনি।

এই মৃত্যুর পর সমবেতরা সকলে ঠিক করেছেন কোনও শ্লোগান ছাড়াই রবিবারের অবস্থান বিক্ষোভ চলবে। তবে সূত্রের খবর, বেলা বাড়ার পরে আন্দোলনের পরবর্তী রূপরেখা স্থির হতে পারে।

কর্মসূচী

● প্রথম পাতার পর

বলেন, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি হলে এডিসির খরচের বহর আরও বাড়বে। এডিসি প্রকৃতপক্ষে একটি ডেভলপমেন্ট এজেন্সি। তারা উন্নয়নের টাকা সঠিকভাবে খরচ করবে এটাই নিয়ম। কিন্তু আসন সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে এডিসি এলাকার জনগণের প্রকৃত সমস্যা সমাধান করা যাবে না বলে মন্তব্য করেন গৌতমবাবু।

সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি-আইপিএফটি সরকারের আমলে জনজীবনের উপর চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেগা, টুয়েপ সহ অন্যান্য প্রকল্পে কাজ নেই। কাজ ও খাদ্যের অভাবে মানুষ দিশেহারা। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে শূন্যপদের নিয়োগ নেই। বর্তমান ক্ষমতায় আসার আগে একবছরে ৫০ হাজার শূন্যপদ পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি সরকার। উপরন্তু বিদ্যুৎ ও সমাজকল্যাণ দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরে ঠিকেদারের মাধ্যমে লোক নিয়োগ করে কাজ চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ধরনের নিয়োগের ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা বেতন গ্রেচ্যুরিটি পেনশন ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা পাবে না। এক্ষেত্রে এসসি, এসটিদের জন্য সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা নেই। সরকার রাজ্যের সকল স্তরের জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এইসবের বিরুদ্ধে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি এক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। বেকার যুবকদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক। রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করার জন্য বিরোধী শক্তিকে আরও শক্তিশালী করার উপরও গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি।

দপ্তর

● প্রথম পাতার পর

থেকে নামেন নি কিন্তু জাহাজটি চীনের বন্দরে নোঙর করেছিল। এই যুবক কয়েকদিন আগে রাজ্যে ফিরে এসেছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে খবর পেয়ে ঐ যুবকের বাড়িতে স্বাস্থ্য কর্মীদের পাঠানো হয় এবং তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। ওই পরিবারটিকে মাস্ক এবং কিছু প্রতিষেধক স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এরকম ভাবেই আরও একজন ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল যিনি সম্প্রতি বিদেশে একটি সেমিনারে গিয়েছিলনে। সেখানে চীনের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। ঐ ব্যক্তির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

ডাক্তার দেববর্মা জানান , আগরতলা সরকারী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকদের জন্য প্রি প্রোটেকশন ইকুইপমেন্টেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোরোনার জেরে ইতিমধ্যেই চিনে ৩০০-র বেশি মানুষ মারা গেছেন । ১৪ হাজার ৫৬২ জন আক্রান্ত । বিশ্বের ২৫টি দেশে এই মুহূর্তে কোরোনা ছড়িয়ে পড়েছে ।

র‍্যালী

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে শামিল হয়ে বলেন, পর্যাপ্ত গ্যাস ও তেল থাকলেও তার অপচয় ঘটানো সঠিক নয়। যতখানি প্রয়োজন ঠিক ততোখানিই ব্যবহার করতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও রেখে যেতে হবে। উন্নয়ন শুধু এই প্রজন্মের জন্য করলেই চলবে না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথাও মাথায় রাখতে হবে।

ক্রিকেট প্রতিভা তুলে আনতে উদ্যোগ নিতে হবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

গ্রাম থেকে ক্রিকেট প্রতিভা তুলে আনতে উদ্যোগ নিতে হবে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে। ক্রিকেট খেলার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে রাজ্যের ৮ জেলায় ৮টি ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। আগরতলা শহরের বাইরে রাজ্যের অন্যান্য জেলায় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের প্রয়োজন রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের পুরস্কার বিতরণী ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথাগুলো বলেন।

প্রদীপ জেলে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, ১৯৬৮ সালে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে ত্রিপুরা বি সি সি আই-র স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে। তিনি বলেন, আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার ছিলেন বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হলেও রাজ্যের শিক্ষা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিল্প স্থাপন, সাহিত্য, সংস্ক'তি ও খেলাধূলার প্রসারে তিনি উজ্জল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে পশ্চিম জেলার এম বি বি কলেজ ও নরসিংগড়ে ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে। রাজ্যের ৮ জেলায় নতুন ৮টি ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়তে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে উদ্যোগ নিতে হবে। কেননা এক জায়গায় খেলা কেন্দ্রীভূত হলে খেলার সার্বিক প্রসার সম্ভব নয়। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন রাজ্যের ১১০০ গ্রামে একজন করে ক্রিকেট কোচ নিযুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব বলেন, শুধু ক্রিকেট নয়, রাজ্য সরকার খেলাধূলার প্রসার ও উন্নয়নে গুচ্ছ কর্মসূচি নিয়েছে। খেলাধূলায় যুব সমাজকে আগ্রহী করে তুলতে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর থেকে দুর্গাপূজার আগে ১১০০ ক্লাবের মধ্যে বিভিন্ন খেলাধূলার সামগ্রী বন্টন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিন-তিনটি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে দীপা কর্মকার। জিমনাস্ট দীপা কর্মকার, প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্ত, ফুটবলে লক্ষীতা রিয়াং, দাবারু অর্শিয়া দাস প্রমুখ খেলোয়াড় ভারতবর্ষে ত্রিপুরার পরিচিতি দিয়েছে। আমরা আরো চাই দীপা কর্মকার-লক্ষীতা রিয়াং।

সম্পতি উত্তর প্রদেশে জিমন্যাস্টে প্রিয়াঙ্কা দাশগুপ্ত ইণ্ডিয়া বেস্ট পুরস্কার পেয়েছে। ফুটবলের গোলকিপার হিসেবে লক্ষীতা রিয়াং ভাল সাফল্য পেয়েছে। গত বছর অনূর্ধ-১৭ বছরের মহিলা ফুটবলে ত্রিপুরা চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। আমরা চাই খেলাধূলাকে আরও এগিয়ে নিতে। কিন্তু বিগত সরকার সে কাজটি করেনি। তিনি বলেন, আমরা ত্রিপুরাতে কোয়ালিটি স্পোর্টস চাই। বর্তমান সরকার খেলাধূলা নিয়ে রাজনীতি করে না। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব গতকাল সংসদে পেশ করা কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ বাজেটের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, এই বাজেট নতুন ভারতের আকাঙ্খার বাজেট। এজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণকে ধন্যবাদ জানান। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব বলেন, এই সাধারণ বাজেট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারতের স্বপকে বাস্তবায়িত করার একটি বাজেট। এতে গ্রাম, ক'ষক ও নারীদের অগ্রগতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। একই সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এই বাজেট কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের আয় বাড়াতে সহায়তা করবে। ২০২২ সালের মধ্যে ক'ষকদের আয় দিগুণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। এই বাজেট ভারতকে এক নতুন দিশা দেবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ক্রিকেট খেলোয়াড় মিটন দেববর্মার প্রয়াণে শোক 'াপন করে বলেন, খেলোধূলাকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই তার প্রতি প্রক'ত শ্রদ্ধা জানানো হবে।

বিশেষ অতিথির ভাষণে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, সরকার রাজ্যের সর্বত্র খেলাধূলা প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছে। গ্রামস্তর থেকে ক্রীড়া প্রতিভা বের করে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সভাপতির ভাষণে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা বলেন, ত্রিপুরায় প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের অভাব নেই। তাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রী সহ অতিথিগণ প্রয়াত মিটন দেববর্মার প্রতিক'তিতে পুপার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা 'াপন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব প্রয়াত মিটন দেববর্মার মা নমিতা দেববর্মার হাতে ১০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তিমির চন্দ। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ ১০ জন প্রাক্তন খেলোয়াড়, ১০ জন অফিসিয়াল, ৫ জন ক্রীড়া সংগঠক, ৪ জন প্রশিক্ষক সহ মোট ১৪৮ জনকে ট্রফি ও চেক দিয়ে পুরস্ক'ত করেন। অনুষ্ঠানে বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি জয়নাল দাস ছাড়াও বহু স্বনামধন্য খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, প্রাক্তন খেলোয়ার, বিভিন্ন ক্লাব ও মহকুমা কোচিং সেন্টারের সদস্য-সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন গীতিমাল্য সংস্থার শিল্পীগণ।

মিথ ভেঙে সাত বাঙালিকে সই করাল মণিপুরের ট্রাউ

কলকাতা লিগের ডার্বিতে দু" প্রধানের প্রথম একাদশে বাঙালি ফুটবলারের সংখ্যা ছিল মাত্র চার। একসময়ে ইস্ট-মোহন ম্যাচে বাঙালি ফুটবলাররাই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতেন। এখন বাঙালি ফুটবলারই খুঁজে পাওয়া যায় না ডার্বিতে।আই লিগের নতুন ক্লাব ট্রাউ ভিন্ন রাস্তায় হেঁটে সাত জন বাঙালি ফুটবলারকে সই করিয়েছে। মণিপুরের ক্লাবে এই সংখ্যক বাঙালি ফুটবলারের উপস্থিতি কিন্তু বেশ ভালই। রাহুল বৈষ্ণব, জয়দেব দাস, অবিনাশ রুইদাস, তন্ময় ঘোষ, সায়ন রায়, অভিষেক দাস, মিঠুন সামন্তরা কলকাতা ময়দানে পরিচিত মুখ। এ বারের আই লিগে ট্রাউয়ের জার্সি পরে তাঁরা খেলবেন। ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অবিনাশ রুইদাস আইএসএল-এও খেলেছেন। লাল-হলুদের প্রাক্তন ব্রাজিলীয় কোচ মার্কোস ফালোপা তোঅভিষেক দাসের নাম দিয়েছিলেন "কাফু"। নিজেদের মেলে ধরার জন্য অবিনাশ-অভিষেকরা পাচ্ছেন পাহাড়ের নতুন ক্লাব।সব জায়গায় যখন বাঙালি ফুটবলারের সংখ্যা কমছে, তখন ট্রাউ বঙ্গ ফুটবলারদের উপরে আস্থা রাখল কেন? ট্রাউয়ের সচিব ফুলেন মিতেই বললেন, ""আমরা অভিজ্ঞ ফুটবলার খুঁজছিলাম। সেই কারণেই অবিনাশ রুইদাস, অভিষেক দাসের মতো অভিজ্ঞ ফুটবলারকে দলে নিয়েছি। আমাদের ক্লাবের টাইটেল স্পনসর কলকাতার একটি সংস্থা। তারা আমাদের তিন কোটি টাকা দিচ্ছে।

শীর্ষস্থান হারালেন বিরাট সিংহাসনে স্মিথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: না, খুব একটা সময় নিলেন না নিজের জায়গা পুনরুদ্ধার করতে। মাত্র ৩টি ইনিংস। নির্বাসন কাটিয়ে টেস্টে প্রত্যাবর্তনের পর মাত্র তিন ইনিংসেই বাজিমাতকরলেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে সরিয়ে আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষস্থানে উঠে এলেন স্টিভ স্মিথ।অ্যান্টিগায় প্রথম টেস্টে দুই ইনিংসে বড় রান পেলেও আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিলেন বিরাট কোহলি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে কিংস্টনে প্রথম ইনিংসে ৭৬ রান করলেও, দ্বিতীয় ইনিংসে কেমার রচের বলে গোল্ডেন ডাক। আর তাতেই কোহলির সিংহাসন টলমল। আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় দু নম্বরে নেমে গেলেন বিরাট।২০১৮ সালে কেপ টাউন টেস্টে বল বিকৃতি কাণ্ডে জড়িয়ে এক বছরের নির্বাসন কাটিয়ে টেস্টে প্রত্যাবর্তন হয়েছে স্টিভ স্মিথের। অ্যাসেজে তিনটি ইনিংসে মোট ৩৭৮ রান করেছেন তিনি। ব্যাটিং গড় ১২৬।

কনকাশনের কারণে লর্ডস টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে খেলেননি স্মিথ। হেডিংলিতে তৃতীয় টেস্টেও খেলেননি স্টিভ স্মিথ। কিন্তু ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দুই টেস্টে বিরাটের পারফরম্যান্স মোটের ওপর ভালো নয়। ফলে ২০১৮ সালের অগাস্ট মাস থেকে আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষস্থানে উঠে আসার পর এবার সেই জায়গা খোয়ালেন কোহলি। ৯০৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দু নম্বরে কোহলি। ৯০৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে স্টিভ স্মিথ।

হনুমা বিহারীর জন্য রোহিতের টেস্ট কেরিয়ার কি শেষের পথে?

আজকাল ওয়েবডেস্ক: সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তাঁর পারফরম্যান্স দুর্দান্ত। ২০১৯ বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক তিনি। কিন্তু রোহিত শর্মার টেস্ট কেরিয়ার কি শেষের মুখে? ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হনুমা বিহারী যে পারফরম্যান্স করলেন। তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে ক্রিকেট মহলের একাংশ।ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে ভারতের প্রথম একাদশ নিয়ে জল্পনা ছিল তুঙ্গে। উইকেটের পিছনে কে দাঁড়াবেন? ঋষভ পন্থ নাকি ঋদ্ধিমান সাহা? এ নিয়ে বিস্তর জলঘোলা চলছিল। কিন্তু রোহিতকে যে বিরাট কোহলি প্রথম একাদশে রাখবেন না! এমনটা অনেকেরই ভাবনার বাইরে ছিল। রোহিতকে বসিয়ে বিহারীকে নেওয়ায় ক্যাপ্টেন কোহলির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিন্তু অধিনায়কের আস্থার মর্যাদা রেখে দুই টেস্টেই নজর কাড়েন বিহারী। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৩ রান করেন। আবার দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে করেন শতরান। দ্বিতীয় ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে করেন অর্ধশতরান। জামাইকা টেস্টে ম্যাচ সেরার পুরস্কারও পেয়েছেন বিহারী। তাঁর এই উত্থানই যেন রোহিতের প্রথম এগারোয় ফেরার রাস্তা আরও সংকীর্ণ করে দিল।বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার মধ্যে অন্তর্দন্দ্ব এখন আর চাপা নেই। কোহলিকে সোশ্যাল মিডিয়াতেও ফলো করেন না রোহিত। তাছাড়া টিম ম্যানেজমেন্টে রোহিত থেকেও যে নেই, বিশ্বকাপ চলাকালীন সে বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রোহিত বলে ফেলেছিলেন, দলে চার নম্বরে কে খেলবে, তা টিম ম্যানেজমেন্টই ঠিক করবে। এমন পরিস্থিতিতে বিহারীর ভাল পারফরম্যান্স আরও তাতপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ভাল খেলার পর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও বিহারীর খেলার সম্ভাবনাই এখন বেশি। টুইটারেও এসব নিয়েই শুরু হয়েছে আলোচনা। অনেকেই মনে করছেন, বিহারীই হয়তো রোহিতের টেস্ট কেরিয়ারের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিলেন। অনেকে আবার বলছেন, খরগোস ও কচ্ছপের দৌড়ের মতোই রোহিতকে ছাপিয়ে ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপেই বাজিমাত করলেন বিহারী। তবে এখনই এসব নিয়ে ভাবছেন না রোহিত। দলের টেস্ট সিরিজ জয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত।

জসপ্রীত বুমরার ঢালাও প্রশংসায় সচিন তেন্ডুলকর কী বললেন মাস্টার ব্লাস্টার

সাবিনা পার্কে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দুই ইনিংসে হ্যাটট্রিক সহ সাত উইকেট নেওয়া জসপ্রীত বুমরার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ক্রিকেট বিশ্ব। ২৫ বছরের ক্রিকেটার যে আগামী দিনে ভারত তো বটেই বিশ্ব ক্রিকেটকেও শাসন করবে, তা এক কথায় স্বীকার করে নিচ্ছেন প্রত্যেকে। সেই দলে রয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরও। বুমরার প্রশংসায় কী বললেন সচিন, এক নজরে দেখে নিন।সাবিনা পার্কের টেস্টে হ্যাটট্রিক সহ ছয় উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস একাই গুড়িয়ে দেন ভারতের জসপ্রীত বুমরা। তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক করার পাশাপাশি ব্যাটসম্যানদের নতুন ত্রাসে পরিণত হয়েছেন গুজরাত তনয়।ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টে জসপ্রীত বুমরার পারফরম্যান্সে উচ্ছ্বসিত সচিন তেন্ডুলকর। টেস্ট ক্রিকেটে বুমরার উন্নতিকে দুর্দান্ত ও ভয়ঙ্কর বলে আখ্যা

দিয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদেরই মাটিতে টেস্টে সিরিজ হারানোর জন্য টিম ইন্ডিয়াকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর।ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে অজিঙ্ক রাহানে ও দ্বিতীয় টেস্টে হনুমা বিহারীর ব্যাটিং-র ভূয়শী প্রশংসা করেছেন সচিন তেন্ডুলকর। জীবনের প্রথম শতরানের জন্য হনুমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার।

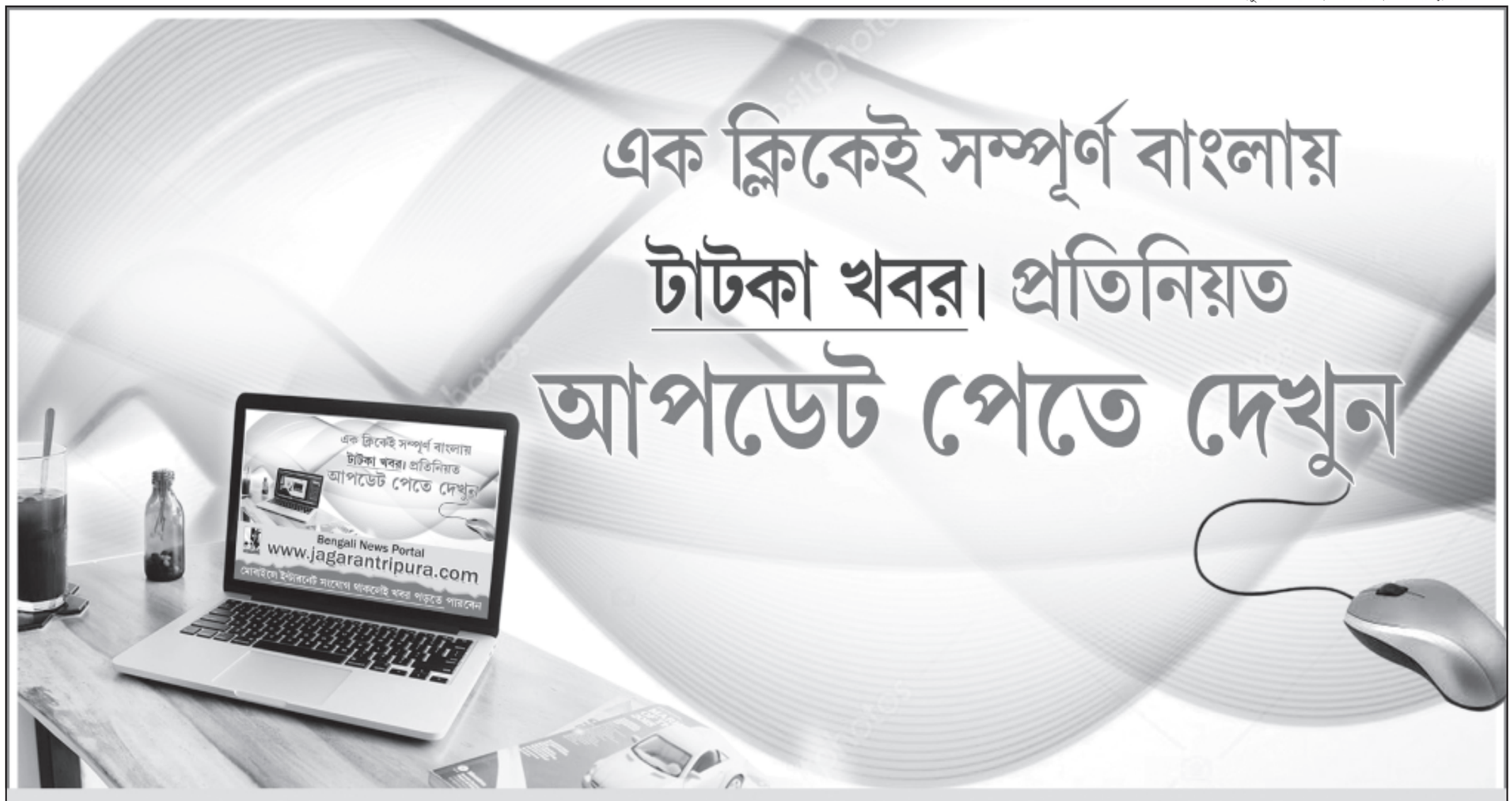

আমরা বাঙালির কর্মী সম্মেলন আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ফেব্রুয়ারী।। আমরা বাঙালি রাজ্য কার্যালয়ে রবিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কটির এক দিনের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দুলাল চন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে ১১ জনের পশ্চিম ত্রিপুরা আমরা বাঙালি জেলা কমিটি পুর্নগঠন সহ বিস্তৃত আন্দোলন সুচি গৃহিত হয়। সভায় রাজ্য সচিব আইন সচিব অর্থসচিব, মহিলা শাখা সচিব সহ ছাত্র যুব নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় অসম, ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষে বাঙালিদের জাতিসত্বাকে ধ্বংস করে দেবার জন্যে কায়েমী স্বার্থবাদী সাম্রাজ্য বাদী চত্র বর্তমানের এনআরসি ক্যা ইত্যাদি আইনের মাধ্যমে গভীর ষড়যন্ত্র করে চলেছে তা নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেন।

বাজেট সমর্থনে বিশালগড়ে র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ ফেব্রুয়ারী।। দেশের মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য আয়করে ছাড় দিতে দ্বিতীয় মোদি সরকারের নতুন বাজেট ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে আলোচ্য বিষয়। কৃষকদের আয় দ্বিগুন করা সহ আরো অন্যান্য বিষয় নিয়ে নতুন এই বাজেট নিয়ে দেশ জুড়ে প্রতিক্রিয়ার মাঝে বিশালগড় বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে বাজেটকে জনমুখী বলে বাজেটের সমর্থনে একটি র‍্যালির আয়োজন করে। র‍্যালিটি বিশালগড়ের মূল সড়কে প্রদক্ষিণ করে। বিশাল সংখ্যায় বিজেপি সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

চড়িলাম নতুনবাজার ব্যবসায়ী কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ ফেব্রুয়ারী।। চড়িলাম নতুন বাজার ব্যবসায়ী কমিটির নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে রবিবার সকালে। পুরাতন কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির নতুন সভাপতি হিসাবে রাধাভল্লব দেবনাথ, সহ সভাপতি পদে সুকান্ত দত্ত, সম্পাদক হিসাবে ভবতোষ দত্ত সহ সম্পাদক নারায়ন ঘোষ এবং কোষাধ্যক্ষ মিঠুন চক্রবর্তী। এছাড়া দশজনকে সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

বিশালগড় প্রেস ক্লাবের কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ ফেব্রুয়ারী।। রবিবার বিশালগড় প্রেস ক্লাবের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টা থেকে বিশালগড় বিবেকানন্দ পাঠাগাারে শুরু হয় সাধারণ সভা। সাধন দেবনাথ, কৃষ্ণ পাল, সমীর ভৌমিক সভাপতি মন্ডলীর আসন গ্রহণ করে সভা পরিচালনা করেন। ক্লাবের ৮০ শতাংশ সদস্য সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে বিশালগড় প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত রঞ্জিত কুমার দেবনাথ সহ দেশ বিদেশের শহিদ এবং প্রয়াত সাংবাদিকদের স্মৃতিতে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অসুস্থ দুই সাংবাদিক তথা বিশালগড় প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি সুব্রত সাহা এবং সদস্য ধীরাজ্ব দেববর্মার দ্রুত আরোগ্য কামনা কর হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন দেশ করেন বিদায়ী সম্পাদক ভবতোষ ঘোষ। প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা করেন ছয়জন সদস্য। পরে জবাবী ভাষণ রাখেন বিদায়ী সম্পাদক ভবতোষ ঘোষ। এরপর বিদায়ী সভাপতি পুরনো কমিটি ভেঙে দেন। সর্বসম্মতক্রমে সাত সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কার্যকরী কমিটির সভাপতি সাধন দেবনাথ, সহ সভাপতি ভাজুল ইসলাম, সম্পাদক ভবতোষ ঘোষ, সহ সম্পাদক জীবন সাহা, কোষাধক্ষ্য বিশ্বজিৎ দেব, কার্যকরী সদস্য খোকন ঘোষ এবং সমীর ভৌমিক নির্বাচিত হন।

রবিবার আগরতলায় সক্ষম ২০২০ নিয়ে আয়োজিত র‍্যালীতে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

প্রকাশ্য দিবালোকে হিন্দুত্ববাদী নেতাকে গুলি করে খুন, তদন্তে পুলিশ

লখনউ, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিশ্ব হিন্দু মহাসভার নেতাকে গুলি করে খুন। রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে লখনউয়ের হজরতগঞ্জ এলাকায়।
রবিবাসরীয় সকলে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী শহর লখনউয়ের হজরতগঞ্জ এলাকায় নিজের বন্ধুর সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণের বেড়িয়েছিলেন বিশ্ব হিন্দু মহাসভার নেতা রঞ্জিত বচ্চন(৪০)। সেই সময় মোটরবাইক বাইকে করে আসা দুই দুষ্কৃতি তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রঞ্জিতের। পাশাপাশি গুরুত্ব জখম হন তাঁর বন্ধু। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে এদিন সকাল ৭টা নাগাদ হজরতগঞ্জের সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (সিডিআরআই) ভবনের সামনে রঞ্জিতকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতিরা। কিং জর্জ মেডিক্যাল ইউনির্ভাসিটির ট্রামা সেন্টারে চিকিৎসাধীন রয়েছে তাঁর বন্ধু।
প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে বাইকে করে আসা দুষ্কৃতিরা রঞ্জিতের গলায় থাকা সোনার চেইন এবং স্মার্ট ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রঞ্জিত বাধা দেওয়ায় দুই তরফে মধ্যে বচসা হয়। শেষে রঞ্জিতের মাথায় গুলি করে দুষ্কৃতিরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। যদিও পুলিশের অনুমান খুনের মূল কারণ থেকে নজর ঘোরানোর জন্য চেইন ছিনতাই করতে চেয়েছিল দুষ্কৃতিরা। পুলিশের মধ্য লখনউয়ের ডেপুটি কমিশনার দীনেশ সিং জানিয়েছেন, রঞ্জিতের মাথায় জখম গুরুতর ছিল। সেই কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বন্ধু এখন বিপদমুক্ত। ফরেনসিক বিভাগের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে গিয়েছে। সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে এই খুনের ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অপরাধীদের ধরার জন্য ছয় সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে সাইকেলিস্ট হওয়ার সূত্রে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছিলেন গোরক্ষপুরের বাসিন্দা রঞ্জিত। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে হাতেখড়ি হয়েছিল সমাজবাদী পার্টি দিয়ে। বর্তমানে বিশ্ব হিন্দু মহাসভার নেতা ছিলেন রঞ্জিত। তাঁর স্ত্রী স্থানীয় বিজেপি নেত্রী। প্রসঙ্গত গত বছর অক্টোবরে হিন্দু সমাজ পার্টির জাতীয় সভাপতি কমলেশ তিওয়ারিকে খুরশিদ বাগ এলাকায় খুন করা হয়।

মণিপুর : সিনিয়র অ্যাকাউনটেন্টকে সাতদিনের সিবিআই জিম্মায়

ইমফল (মণিপুর), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দুর্নীতির দায়ে ধৃত এজি অফিসের জনৈক সিনিয়র অ্যাকাউনটেন্ট ইয়ুমনাম শরৎকে সাতদিনের সিবিআই জিম্মায় পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই)-র ইমফল ইস্ট স্পেশাল কোর্ট। ইমফলে অবস্থিত এজি অফিসের এই সিনিয়র অ্যাকাউনটেন্টকে প্রিভেনশন অব করাপশন অ্যাক্টের বলে আটক করে রবিবার সিবিআইয়ের স্পেশাল কোর্টে হাজির করা হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইয়ুমনাম শরৎকে দশদিনের জিম্মায় চেয়ে আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন সিবিআইয়ের কেঁসুলি। কিন্তু আদালত সাতদিনের জন্য তাঁকে সিবিআই হেফাজত মঞ্জুর করেছে। আদলতে শুনানিকালে গত ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে সংগঠিত এক কোটি ৪০ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৮৭ টাকার কেলেংকারির সঙ্গে সিনিয়র অ্যাকাউনটেন্ট ইয়ুমনাম শরৎ জড়িত ছিলেন বলে তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরেছিলেন সিবিআই কেঁসুলি। শরতের আবাসে তালাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্তকৃত বহু প্রামাণিক দস্তাবেজ যেমন ৭৮টি পেনশন বুক, নগদ টাকা, অলঙ্কার, ব্যাংকের পাসবুক, এটিএম কার্ড, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট ইত্যাদি কেনার নথিপত্র আদালতে পেশ করেছিলেন আইনজীবী।
এদিকে ইয়ুমনাম শরতের কেঁসুলি তাঁর মক্কেল কিডনি স্টোনের রোগী বলে আদালতে ডাক্তারি নথি আদালতকে প্রদর্শন করে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার আবেদন করেছিলেন। আদালত জামিনের বদলে অভিযুক্ত শরৎকে সিবিআই প্রহরায় হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করতে নির্দেশ দেয়।

চিনের নাগরিকদের অন অ্যারাইভাল ভিসা সাময়িক বন্ধ : বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী

ঢাকা, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাস-এর প্রেক্ষিতে চিনের নাগরিকদের অন অ্যারাইভাল ভিসা সাময়িকের জন্য বন্ধ করে দিল বাংলাদেশঊ রবিবার বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন জানিয়েছেন, 'বাংলাদেশে আসার জন্য চিনের নাগরিকদের অন অ্যারাইভাল ভিসা সাময়িকের জন্য বন্ধ করা হয়েছেঊ বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, আগামী এক মাসের জন্য ভিসা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছেঊ তবে, তাঁরা ভিসা নিয়ে আসতে পারবেনঊ চিনের সঙ্গে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরাঊ'
বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী আরও জানান, চিনের বহু নাগরিক বাংলাদেশে কাজ করেনঊ সেজন্যই সতর্কতা নেওয়া হয়েছেঊ বাংলাদেশে আসতে হলে চিনের নাগরিকদের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবেঊ প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে চিনঊ করোনাভাইরাস-এ আক্রান্ত হয়ে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাঊ রবিবার পর্যন্ত চিনে করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন ৩০৪ জনঊ আক্রান্ত ১৪ হাজারেরও বেশি মানুষঊ

কর্ণাটক মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ৬ ফেব্রুয়ারি : ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কর্ণাটক মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হবে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবারঊ ৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ রাজভবনে শপথ নেবেন ১৩ জন বিধায়কঊ

ছয়ের পাতায় দেখুন

৪ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে ব্রহ্মাস্ত্র

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আলিয়া ভট্ট ও রণবীর কাপুর অভিনীত বহু প্রতিক্ষিত ছবি "ব্রহ্মাস্ত্র" মুক্তি পাবে চলতি বছরের ৪ ডিসেম্বর।
নির্মাণের সময় থেকে জনমানসে ছবিটি নিয়ে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বারাণসী সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ব্রহ্মাস্ত্রে আলিয়া, রণবীর ছাড়া রয়েছে বলিউডের শহেনশাহ অমিতাভ বচ্চন, নার্গাজুনা, মৌনী রায়। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন করণ জোহর। হিন্দি ছাড়াও তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, কন্নড় ভাষায় মুক্তি পাবে ছবিটি। সূত্রের খবর অনুযায়ী ছবিটিতে ভিএফএক্স প্রচুর কাজ রয়েছে। তা শেষ করার জন্য এতটা সময় লাগছে। ইস্টাগ্রামে ভিডিও পোস্ট করে ছবিটির মুক্তির দিন ঘোষণা করা হয়।
উল্লেখ করা যেতে পারে বাহুবলীর ছবির মতো ব্রহ্মাস্ত্রও সিক্যুয়েল তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছে ছবির নির্মাতারা।

দিল্লিতে জনসম্পর্ক অভিযান নামলেন অমিত ও জগতপ্রকাশ

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে রবিবার দলীয় কর্মসূচি জনসম্পর্ক অভিযান করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।
এদিন দিল্লির গ্রেটার কৈলাশে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাঝে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপচারিতা করেন জগতপ্রকাশ। স্থানীয়দের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের কথা মন দিয়ে শোনেন তিনি। উপস্থিত জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার অনুরোধ করেন। অন্যদিকে, দিল্লির ক্যান্টমেন্ট

ছয়ের পাতায় দেখুন

৬ ফেব্রুয়ারি ১২ ঘণ্টার ডিমা হাসাও জেলা বনধের ডাক

হাফলং (অসম), ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলাকে দুই ভাগ করে দুটি পৃথক স্বশাসিত জেলা ও পৃথক স্বশাসিত পরিষদ গঠনের দাবিতে এনসি হিলস ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৫-টা থেকে বিকেল ৫-টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টার ডিমা হাসাও জেলা বনধের ডাক দিয়েছে।
২০১০ সালে তদানীন্তন উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার নাম বদল করে ডিমা হাসাও জেলা করা হয়েছে। এর পর থেকে এনসি হিলস ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম এই জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করে ষষ্ঠ তফশিলির (৩) (সি) এবং ২ (১) অনুচ্ছেদ ২৪৪ (২) এবং ২৭৫(১)-এর অধীনে দুভাগে বিভক্ত করে পৃথক স্বশাসিত জেলা ও পৃথক স্বশাসিত পরিষদ গঠনের দাবিতে আন্দোলন করছে। ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার একটি টাস্ক ফোর্সও গঠন করে দিয়েছিল। সে সময় রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত ওই টাস্ক ফোর্স পৃথক জেলা গঠনের পোষকতা করে তাদের প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের কাছে দাখিল করেছিল। তার পরও রাজ্য সরকার ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরামের পৃথক জেলা ও পৃথক পরিষদ গঠন নিয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাই অবিলম্বে রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত টাস্ক ফোর্সের দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সফল রূপায়ণ করে ডিমা হাসাও জেলাকে দুই ভাগ করে দুটি পৃথক জেলা গঠন করার পাশাপাশি পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের দাবি জানিয়ে এনসি হিলস ইন্ডিজেনাস পিপলস ফোরাম আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি ১২ ঘণ্টার জেলা বনধের ডাক দিয়েছে। রবিবার এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

দিল্লিতে শাহ ও নাড্ডার সঙ্গে যৌথ জনসভা নীতিশের

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের হাত শক্ত করতে রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডার সঙ্গে একই মঞ্চে দেখা যাবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে।
দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে সঙ্গম বিহার এবং বুরারই কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে জেডি(ইউ)। রবিবার বিজেপির সঙ্গে দুইটি জনসভা করবেন নীতিশ কুমার। সম্প্রতি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে দলের অন্দরেই বিরোধের মুখে পড়েছিলেন নীতিশ। পবন বর্মা এবং প্রশান্ত কিশোরকে বহিষ্কার করে সেই বিরোধ মিটিয়ে ফেলেছেন তিনি। বিহারের বাইরে

ছয়ের পাতায় দেখুন

এবারের বাজেট লক্ষ্যহীন দিশাহারা, ব্রাত্য অসম, বলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি

গুয়াহাটি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গতকাল দেশের অর্থমন্ত্রী সংসদে যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে লক্ষ্যহীন, দিশাহারা আখ্যা দিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার সদস্য রিপুন বরা। তাঁর মতে বাজেটে এবারও অসমকে ব্রাত্য রেখেছে মোদী সরকার। তাছাড়া সংসদে যখন বাজেটের ব্যয়বরাদ্দ পাঠ করছিলেন অর্থমন্ত্রী, তখন বিশ্বের সেনসেক্স ১০০-এর নীচে নেমে যাওয়ার ঘটনাকে লজ্জা এবং দুঃখজনক বলে খেদ ব্যক্ত করেছেন রিপুন।
রবিবার গুয়াহাটিতে দলের সদর দফতর রাজীব ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি রিপুন বরা ২০২০-২১ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেট সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, এবারের বাজেটকে দীর্ঘতম বাজেট বলে দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু এই বাজেট সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণের জন্য নয়। মানুষের প্রতি কোনও আশার খবর নেই এতে। এই বাজেটে আদানি, আম্বানি এবং পুঁজিপতি গোষ্ঠীর পাশাপাশি কেবল বিজেপিরই বিকাশ হবে। এই বাজেটে পুঁজিপতি গোষ্ঠী লাভবান হবে। এর দ্বারা সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ হবে না। বরার ভাষায়, ১ শতাংশ ধনীক গোষ্ঠীর হাতে দেশের ৪২ শতাংশ সম্পদ জমা রয়েছে। ৭০ শতাংশের যত সম্পদ আছে, তার চেয়ে বেশি সম্পদ ১ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে। তাই এই বাজেটে মোটেও সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ প্রতিফলিত হয়নি।
রিপুন বরা বলেন, কর্পোরেট ট্যাক্স কামানো হয়েছে। যার ফলে পুঁজিপতি, ধনী ব্যবসায়ীরা লাভান্বিত হয়েছেন। সরকার ৯০০টি ট্রেনকে বেসরকারি সেক্টরে বিক্রির চেষ্টা করছে। ভারতের জিডিপি যে হ্রাস পেয়েছে, বাংলাদেশের চেয়ে কম, তা বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। ১১ বছরের মধ্যে এ বছর জিডিপি সব থেকে সর্বনিম্ন। ১২ শতাংশ থেকে কমে এই বাজেটে ১০ শতাংশ হয়েছে। তাছাড়া জিএসটি-র পর ট্যাক্সও কমেছে বহু। ২০ বছরের মধ্যে এবার ট্যাক্স সংগ্রহ সবচেয়ে কম হয়েছে।
সাংসদ রিপুনের বক্তব্য, ১০০টি মহানগরকে স্মার্টসিটির জন্য নির্বাচিত করা হলেও বাজেটে মাত্র পাঁচটি মহানগরকে স্মার্টসিটি হিসেবে নেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ভারতের অন্যান্য স্মার্টসিটির মাত্র ১১ শতাংশ কাজ গত ২০১৬ সাল থেকে সম্পূর্ণ হয়েছে। বলেন, আগে বলা হয়েছিল ৬০০০ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক রেলওয়ে টর্যাক সংস্থাপন করা হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সে কাজ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। অথচ, গতকাল যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে আবার নতুন করে ২৭ হাজার কিলোমিটার বৈদ্যুতিক রেলওয়ে লাইন নির্মাণের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।
কৃষকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি বলেন, ২০১৪ থেকে আজ পর্যন্ত কৃষকদের উৎপাদন দুগুণ করতে পারেনি মোদী সরকার। এখন আবার নতুন করে কীভাবে তাঁরা করবেন তা বুঝতে পারছেন না রিপুন। বলেন, এত কৃষক যে আত্মহত্যা করছেন, তা কোন মন্ত্রে নিয়ন্ত্রণ করবেন তা তাঁরা কখনও বলেন না।
বাজেটে বেকারদের কর্মসংস্থানের কোনও বিষয় উল্লেখ না করায় মোদী সরকারকে যুবক-বিরোধীও বলেছেন তিনি। আরও বলেন, এমজিএনরেগা প্রকল্পের ১০ হাজার কোটি টাকা কেটে দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ, গ্রামাঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন লাগে না, কটাক্ষ রিপুন বরার। বলেন, গোটা দেশে স্কিল ডেভেলপমেন্ট বাবদ মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকান ধার্য করা হয়েছে। কোটি কোটি যুবকের জন্য মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকা, বিষয়টিকে হাস্যাস্পদ বলে মনে করেন তিনি। এছাড়া, স্বচ্ছ ভারত-কে ফ্লপ শো বলে দাবি করে বলেন, শৌচালয় দেওয়া হয়েছে ঠিক, কিন্তু এক মাসের মধ্যে সেগুলি ভেঙে পড়ছে। শৌচালয় দিলে কী হবে, জল কোথায়, জলের ব্যবস্থা করা হয়নি।
বাজেটে অসমের প্রসঙ্গ এনে কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি বলেন, পর্যটন অধ্যায়ে ঐতিহাসিক শিবসাগরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু মাজুলিকে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি? বাজেটে গঙ্গার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। অথচ ব্রহ্মপুত্রের জন্য এক টাকাও বরাদ্দ করা কেন হয়নি বাজেটে, প্রশ্ন তুলেছেন রিপুন। এককথায় এবাবের বাজট হতাশজনক বাজেট, কাউকে এই বাজেট সন্তুষ্ট করতে পারেনি, বলেন রিপুন বরা।

সিএএ নিয়ে বিজেপির নিন্দায় সরব দিগ্বিজয়

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফের বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের(আরএসএস) নিন্দায় মুখর হলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং। রবিবার মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের সাংবাদিক সম্মেলনে দিগ্বিজয় সিং জানিয়েছেন, আরএসএস দেশে স্বৈরাতান্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দেগে জানিয়েছেন যে সংবিধানের মূল ভাবনার উপর আঘাত হানা হচ্ছে। দেশে এনআরসি এবং সিএএ-র কোনও প্রয়োজন নেই। দেশে বিভাজন তৈরির করার জন্যই এমন কাজ করা হচ্ছে। অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে অযোধ্যায় শীঘ্রই রাম মন্দির তৈরি করা হবে। কিন্তু মন্দির নির্মাণের কাজে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।